পঞ্চদশ বর্ষ　　[পৌষ, ১৩৩৪]　　নবম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১২০ নং উপন্যাস

ডাক্তারের নবলীলা

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা,
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায়-কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ-সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ বার আনা।

ডাক্তারের নবলীলা

প্রথম প্রবাহ

মিউজিয়মের মধ্যে

লোকটি বৃদ্ধ। মুখে সাদা দাড়ি গোঁফ। সুদীর্ঘ দাড়ি শ্বেত চামরের মত আবক্ষ-প্রসারিত। সে লণ্ডনস্থ বৃটিশ মিউজিয়মের প্রধান প্রবেশদ্বারের সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না। তাহার এক হাতে গজদন্তনির্ম্মিত হাতল বিশিষ্ট একটি ছাতা, এবং বগলে পুস্তকের একটি বাণ্ডিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, সে কোন তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই মিউজিয়মে আসিয়াছে; অহেতুক কৌতূহল পরিতৃপ্তি সাধন তাহার সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য নহে।

তাহার চক্ষুতে সোনা-বাঁধান পুরু পরকলার গোল চসমা, সাদাসিধা ভাব দেখিয়া মনে হয় লোকটি অধ্যাপক অথবা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—যাঁহারা অর্থকে নিতান্ত অসার পদার্থ মনে করিয়া, এবং কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থানে সন্তুষ্ট হইয়া চিরজীবন জ্ঞানানুশীলনেই রত থাকেন; বস্তুতঃ, যে শ্রেণীর লোক সংসারসুখ-বিমুখ তপস্বীর ন্যায় তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বহু রত্ন আহরণ পূর্ব্বক শিক্ষার্থীগণের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন, এই ব্যক্তি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়াই ধারণা হইত। এই প্রকার লোককে অনেক বিখ্যাত পুস্তকাগারের নিভৃত কক্ষে রাশিকৃত পুরাতন পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া নোটবহি ও পেন্সিল-হস্তে নানা দুর্লভ তত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ একজন পরিচারকের হস্তে ছাতাটি দিয়া বলিল, "বৎসরের এ সময় এমন সুন্দর দিন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

ভৃত্য বলিল, "আমার কাছে সকল দিনই সমান মহাশয়!—শীতকালের দিনে ও গ্রীষ্মকালের দিনে কোন তফাৎ বুঝিতে পারি না।"

বৃদ্ধ আর কোন কথা না বলিয়া মিউজিয়ম-সংগৃহীত প্রাচীন সামগ্রীপূর্ণ একটি গেলারীতে প্রবেশ করিল। সে চারি দিকে চাহিয়া একটি পেন্সিল দিয়া কাগজে কি লিখিতে লাগিল। মিউজিয়মের ভৃত্যেরা দূর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই গেলারীতে বাহিরে লোক অল্পই ছিল। একজন চিত্রকর এক প্রান্তে বসিয়া গ্রীসদেশীয় একটি মার্ব্বেল-মূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল; আর এক দিকে কয়েকটি ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া গল্প করিতেছিল। তাহারা সেখানে যে ভাবে আড্ডা জমাইয়াছিল—তাহা দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাই তাহাদের সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধ কয়েক মিনিট পরে আর একটি গেলারীর নিভৃত অংশে প্রবেশ করিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া বসিল, কিন্তু পাঠের প্রতি তাহার আগ্রহ লক্ষিত হইল না। সে পুস্তকখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া রুমাল দিয়া চসমা পরিষ্কৃত করিতে লাগিল; তাহার পর পকেট হইতে একটি সেকেলে ধরণের ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিল। দুই তিন বার সময় দেখিয়া সে সেই স্থান হইতে উঠিল এবং অদূরবর্ত্তী একটা ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে মিসর দেশের মমি, মমির আধার, ও নানা দুর্লভ প্রাচীন মিসরীয় দ্রব্য সুবিন্যস্ত ছিল। সে সেই কক্ষে একাকী বসিয়া পকেট হইতে একটি নস্যদানী বাহির করিল। একটিপ নস্য সে নাসিকা-গহ্বরে পুরিয়া দুই বার হাঁচিল; তাহার পর রুমালে নাক মুছিয়া সজল নয়নে একখানি পুস্তকে মনোসংযোগ করিল।

পাঁচ মিনিট পরে একজন যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি কাচের আলমারীর আড়াল হইতে বৃদ্ধটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক দীর্ঘদেহ, তাহার মুখে কাল গোঁফ, এক চোখে চসমা। মিনিট দুই পরে সে একটু কাশিয়া ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া গাল চুলকাইল।

বৃদ্ধ কাশি শুনিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল, এবং তৎক্ষণাৎ ডান

হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ঠিক সেই ভাবেই গাল চুলকাইল; তাহা দেখিয়া আগন্তুক তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

আগন্তুক নিম্নস্বরে বলিল, "সর্দ্দার, ছদ্মবেশে আপনাকে চিনিবার উপায় ছিল না। আপনি ঐ ভাবে ইঙ্গিত না করিলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে চিনিতে পারিতাম না।"

বৃদ্ধ চক্ষু হইতে চসমা খুলিয়া রেশমী রুমাল দিয়া তাহা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "সংবাদ কি বল; বাজে কথায় সময় নষ্ট করিও না।"

আগন্তুক বলিল, "সর্দ্দার, আপনি ঠিক সময়েই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছিলাম তাহা মিথ্যা নহে। আপনি চলিয়া আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিশ হার্কারের আড্ডা খানাতল্লাস করিয়াছে; কিন্তু ডিটেক্‌টিভেরা দলের কাহারও সন্ধান পায় নাই।"

বৃদ্ধ বলিল, "হার্কারের আড্ডা খানাতল্লাস করিল কেন? তাহারা কি সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাইয়াছিল?"

আগন্তুক বলিল, "সন্দেহ করিবার কারণ না থাকিলেও পুলিশ বিভিন্ন পল্লীর অনেক বাড়ীই খানাতল্লাস করিয়াছে; লণ্ডনে এরকম খানাতল্লাসীর ঘটা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আপনার পলায়ন-সংবাদে পুলিশের মনে মহা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। আপনি এখানে আসিয়া কতকটা নিরাপদ হইয়াছেন, কারণ এখানে পুলিশের খানাতল্লাসীর আশঙ্কা নাই। আমাকে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করিতে বলা বড়ই সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে।"

উক্ত ছদ্মবেশধারী বৃদ্ধই ডাক্তার সাটিরা। সে আর এক টিপ্ নস্য নাকে গুঁজিয়া নস্যের ডিবাটি পকেটে রাখিল; তাহার পর তাহার পাকা দাড়ি হইতে নস্যের গুঁড়াগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই নবাগত অনুচরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

নিউ বেলির দায়রা আদালতে প্রেরিত হইবার সময় ডাক্তার সাটিরা কি কৌশলে কয়েদীর গাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণের

স্মরণ থাকিতে পারে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল; কিন্তু পলায়নে কৃতকার্য্য হইলেও সাটিরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শক্তি সামর্থ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল। যদি লণ্ডনে তাহার শক্তিশালী ধূর্ত্ত অনুচরের সংখ্যা অধিক না হইত, এবং ছদ্মবেশ ধারণে তাহার অসামান্য দক্ষতা না থাকিত, তাহা হইলে সে পুলিশের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এ ভাবে লুকাইয়া বেড়াইতে পারিত না। এক পাল শিকারী কুকুর শিয়ালকে চারি দিক হইতে তাড়া করিলে পলাতক শৃগালের যে অবস্থা হয় তাহার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। সে ধরা পড়িবার ভয়ে নূতন নূতন ছদ্মবেশে এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের উপদেশে পরিচালিত পুলিশ তাঁহার মহাশত্রু সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দস্যু তস্করদের সকল আড্ডাই খানাতল্লাস করিয়াছিল। অবশেষে সাটিরা লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর একটি গুপ্ত আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুলিশ সেখানেও উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে নাই। পুলিশ সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছিল।

বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাটিরা কোথায় পলায়ন করিবে তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারে নাই; সে তাড়াতাড়ি একখানি মোটর গাড়ীতে উঠিয়া একটি নির্জ্জন গলির ভিতর উপস্থিত হয়, এবং সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চেয়ারিং-ক্রস রোডে গমন করে। সেইখানে অনেকগুলি পুরাতন পুস্তকের দোকান ছিল। সাটিরা সেই সকল দোকানে প্রবেশ করিয়া পুরাতন পুস্তক ক্রয়ের ছলে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছিল। সেখানে সে কয়েকখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া দোকান পরিত্যাগ করে; পরে বৃটিশ মিউজিয়মে প্রবেশ করিয়া তাহার পূর্ব্বোক্ত অনুচরের প্রতীক্ষায় কি ভাবে কালক্ষেপণ করিতেছিল—তাহা পাঠকপাঠিকাগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

ডাক্তার সাটিরা তাহার অনুচরকে বলিল, "ব্লেক আজ কি করিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছ কি?—আমি যখন তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, সেই সময় তাহাকে আগুনে পুড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প ত্যাগ

করিয়া যদি তাহাকে গুলী করিয়া মারিতাম—তাহা হইলে আজ আমাকে তাহার ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতে হইত না। উঃ, কি বিষম ভুলই করিয়াছি! আমি একটা পেট্রলের টিন আগুনের কাছে রাখিয়া, তাহাকে সেই স্থানে রজ্জুবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহার নিস্কৃতি লাভের আশা ছিল না, তথাপি সে কিরূপে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

সাটিরার অনুচর বলিল, "আপনি তাহাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া না মারিয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন সর্দ্দার! রবার্ট ব্লেক আজ সারাদিন বাড়ীর বাহিরে আসে নাই; সে তাহার ঘরে বসিয়া কিরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে বলিতে পারি না। কিন্তু সে ঘরেই থাক, আর ঘরের বাহিরেই আসুক, সকল সময়েই আমরা তাহার ভয়ে অস্থির।"

সাটিরা ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "কিন্তু আমি এখনও হতাশ হই নাই; তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পও ত্যাগ করি নাই। এখন কি ভাবে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে—তাহাই স্থির করা প্রয়োজন। তুমি কি মনে কর আমি আজ ঐ নির্জীব মমিগুলার মত সারাদিন এই কক্ষে পড়িয়া থাকিব? এখন কি আমার নিষ্কর্ম্মার মত সময় কাটাইবার অবস্থা? তোমরা এখন আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে মনে করিয়াছ? পুলিশ কানানো ও হার্কারের আড্ডা খানাতল্লাস করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেখানে তাহারা আমার সন্ধান পায় নাই; এখন কি আমার পুনর্ব্বার সেই স্থানেই প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য?"

সাটিরার অনুচর বলিল, "না সর্দ্দার, ঐ দুই আড্ডার কোথাও যাওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে, আমি তাহা নিরাপদ মনে করি না। আপনাকে কোন নূতন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পুলিশ যেখানে সন্দেহ করিতে না পারে—সেরূপ স্থানে গিয়া আপনাকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। অবশেষে পুলিশ যখন হতাশ হইয়া আপনার অনুসন্ধানে বিরত হইবে, সেই সময় আপনাকে কোন কৌশলে এদেশ হইতে দেশান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।"

অনুচরের প্রস্তাব শুনিয়া সাটিরা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে সেই যুবকের

মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কি বলিলে? আমি গোপনে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিব? তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ। তুমি কি জান না আমার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে এখনও অনেক বাকি? রবার্ট ব্লেক আমার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া আমাকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে; আমি যেখানে পলায়ন করিতেছি—শিকারী কুকুরের মত সেই স্থানেই আমার অনুসরণ করিতেছে। আমি মুহূর্ত্তের জন্য কোন স্থানে নিরাপদ নহি। তুমি কি মনে কর আমি রবার্ট ব্লেক ও তাহার সহকারীদের হত্যা না করিয়াই এদেশ ত্যাগ করিব? না, এই কার্য্য শেষ না হইলে আমি লণ্ডনের বাহিরে পদার্পণ করিব না, ইংলণ্ড ত্যাগ ত দূরের কথা।"

অনুচর বলিল, "কিন্তু আপনাকে কিরূপে নিরাপদে রাখিব তাহাই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় সর্দ্দার! আমরা এরূপ স্থানের সন্ধানে আছি—যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনি রবার্ট ব্লেক ও তাহার পরিচালিত পুলিশ ফৌজকে অনায়াসে প্রতারিত করিতে পারিবেন, তাহাদের পণ্ডশ্রম দেখিয়া আপনি মনের আনন্দে হাসিতে পারিবেন; কিন্তু আমরা এখন পর্য্যন্ত সেই স্থানটি আপনার বাসোপযোগী করিতে পারি নাই। তবে সেই স্থানটি আমাদের মনোনীত হইযাছে; বিশেষতঃ, সেখানে প্রচুর অর্থ সংগ্রহেরও আশা আছে।"

সাটিরা সাগ্রহে বলিল, "সে কোন্ স্থান? কাহার বাড়ী?"

সাটিরার অনুচর তাহার প্রশ্ন শুনিয়া একখানি কাগজ তাহার হাতে দিল। সেই কাগজখানিতে একটি নক্সা অঙ্কিত ছিল, তদ্ভিন্ন নক্সাটির নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে অনেকগুলি কথা লেখা ছিল। সাটিরা সেই কাগজখানি একখানি পুস্তকের ভিতর রাখিয়া আগ্রহভরে তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

সেই কাগজে নক্সার নীচে লেখা ছিল, ফুল্‌হাম পল্লীর বুরেজ রোডে 'মার্ল হাউস' এই অট্টালিকার নাম। অট্টালিকাটি প্রাচীন। প্রকাণ্ড বাড়ী। অন্য কোন বাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এই বাড়ী উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। এই অট্টালিকার অধিকারী ম্যাথু মার্ল বৃদ্ধ হইয়াছে; লোকটার একটু পাগলামীর ছিট

আছে (eccentric)। সে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে আসে না ; অত্যন্ত নির্জ্জনতা-প্রিয়। পল্লীর সকল লোকেই তাহাকে জানে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই সে সংসারের সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া এই অট্টালিকায় নির্জ্জনে বাস করিতেছে ; পল্লীবাসীরা তাহাকে কোন দিন দেখিতে পায় না, এবং সে জন্য কেহ বিস্ময় প্রকাশ করে না। ফুল্‌হাম পল্লীতে সে 'কঞ্জুস্ মার্ল' নামে পরিচিত। সে হাজার হাজার পাউণ্ডের মালিক, কিন্তু নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় বাস করে। তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নিতান্ত অল্প। তাহার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন তাহা টেলিফোনে সংবাদ দিয়া আনাইয়া থাকে ; ঝুড়ি ঝুড়ি খাদ্য দ্রব্য দরজার গবাক্ষে আনীত হয়—সেখান হইতে সে তাহা ঘরে লইয়া যায়। সকল জিনিসই সে নগদ ক্রয় করে, কিন্তু টাকার জন্য কোন দিন ব্যাঙ্কে যায় না ; এই জন্য মনে হয় টাকাগুলা তাহার ঘরেই সঞ্চিত আছে। সে চোরের ভয়ে বাড়ীর প্রাচীরের উপর তিন ফুট লম্বা তীক্ষ্ণধার লোহার ফলা বসাইয়া রাখিয়াছে। রাত্রে চারিটি বোর-হাউণ্ড (boar-hound) কুকুর ছাড়িয়া দেয়। কুকুরগুলা বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সারারাত্রি পাহারা দেয়। কোন দিন কোন লোকের সহিত সে দেখা সাক্ষাৎ করে না ; এমন কি, কাহাকেও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয় না ! ট্যাক্স খাজানা বাকি রাখে না, ঠিক সময়ে তাহা পরিশোধ করিয়া থাকে।"

ডাক্তার সাটিরা কাগজখানি পাঠ করিয়া বাড়ীর নক্সাখানি পরীক্ষা করিল ; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ ! সব বুঝিলাম, কেবল তোমার মতলবটি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি বলিতে চাও ঐ মার্ল হাউসেই আমি আশ্রয় গ্রহণ করিব ?"

অনুচর বলিল, "নিশ্চয়ই ; নতুবা আপনাকে সেই অট্টালিকার ও তাহার মালিকের এরূপ বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল ?"

সাটিরা বলিল, "কিন্তু আমি কি উপায়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিব ? এই অট্টালিকায় গোপনে প্রবেশ করিবার উপায় নাই ; এমন কি, চোর ডাকাতেরও সেখানে দন্তস্ফুট করা অসাধ্য। কঞ্জুস্ মার্ল তাহার বাড়ীর দেউড়ি খোলে না।

বাড়ীখানি যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত তাহার উপর তিন ফুট লম্বা লোহার ফলা দাঁত বাহির করিয়া আছে। রাত্রি কালে দুই জোড়া দুর্দ্দান্ত কুকুর আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি বুরেজ গলি দেখিয়াছি। তাহার চারি দিকে বহু গৃহস্থের বাস। উহা জনবহুল পল্লী। মার্ল হাউসের চারি পাশে অনেক ধনাঢ্য গৃহস্থের বাসগৃহ ও দোকান আছে জানি। বিশেষতঃ ঐ পল্লীতেই একটি থানা আছে ; মার্ল হাউস হইতে তাহার দূরত্ব অধিক নহে।"

অনুচর বলিল, "তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। আপনি কোন প্রকারে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে আপনার দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ থাকিবে না। আপনি সেখানে নিশ্চিন্ত ভাবে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন। কোন লোক, এমন কি, পুলিশ পর্য্যন্ত আপনার সন্ধান পাইবে না। কৃপণ মার্লের চাল-চলন কিরূপ তাহা পল্লীর লোকের অবিদিত নহে। মার্ল যে ভাবে টেলিফোনের সাহায্যে সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্য আনাইয়া লয়, আপনিও সেইরূপ করিবেন। তাহার ঘরে হাজার হাজার পাউণ্ড সঞ্চিত আছে, এই জনরব সত্য বলিয়াই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, আপনি সমগ্র লণ্ডনে এরূপ নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া পাইবেন না।"

সাটিরা আরও কয়েক মিনিট গভীর মনোযোগ সহকারে সেই নক্সাখানি পরীক্ষা করিল ; তাহার ধারণা হইল—বৃদ্ধ মার্ল সেই বাড়ীতে গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেছে—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীতে আশ্রয় লইলে তাহারও ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই ; এমন কি, পুলিশ পর্য্যন্ত সন্দেহ-ক্রমে সেখানে খানাতল্লাস করিতে যাইবে না। কারণ পুলিশ জানে কৃপণ মার্ল সেই বাড়ীতে একাকী বাস করে, তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সাটিরা তাহার অনুচরকে বলিল, "মার্লের বাড়ীতে আমি কিরূপে প্রবেশ করিব তাহার কোন ফন্দী স্থির করিয়াছ কি ?—তুমি কি বলিতে চাও আমি তাহার বাড়ীর দরজা হইতে তাহাকে ডাকিয়া আমাকে আশ্রয় দানের জন্য অনুরোধ করিলেই সে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইবে, এবং আমি যতদিন সেখানে থাকিতে চাহিব, ততদিন আমাকে সেখানে লুকাইয়া রাখিবে ?"

অনুচর বলিল, "না,—আমি ত পাগল নহি যে ও কথা বলিব। আপনাকে সেখানে লুকাইয়া রাখিবার জন্য যাহা করা আবশ্যক, তাহা আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আময়া এ ভাবে সকল কাজ শেষ করিব যে, আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবেন। আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় সেখানে যদি অন্য লোক দেখিতেও পাই, তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই সর্দ্দার! কারণ—"

ঠিক সেই সময় অদূরে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া সাটিরার অনুচর নীরব হইল। সাটিরাও তাহার পুস্তক-মধ্যবর্ত্তী নক্সাখানি তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করিল। সে এরূপ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতে লাগিল যে, সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিল—ইহা কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। মুহূর্ত্ত পরে একটি খর্ব্বকায়, সবল দেহ, নীল পরিচ্ছদধারী যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাটিরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও তাহার ধারণা হইল তিনি পুলিশ কর্ম্মচারী।

নবাগত যুবকটি দুই পকেটে হাত পুরিয়া সেই কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে কক্ষস্থিত মমি ও মমির আধারগুলি দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ছদ্মবেশী সাটিরা ও তাহার অনুচরের মুখের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাহাদের দিকে চাহিলেন না। তিনি সেই কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবার জন্যও বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে তিনি একটি কাচের আলমারির পাশে বসিলেন। সেই আলমারির অপর পার্শ্বে সাটিরা ও তাহার অনুচর বসিয়া ছিল। আগন্তুক এভাবে বসিলেন যে, তাহারা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। কিন্তু তিনি তাহাদের দিকে না চাহিয়া অদূরবর্ত্তী ট্রের উপর সংস্থাপিত কতকগুলি প্রাচীন শিল্প দ্রব্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি যে কি উদ্দেশ্যে সেখানে বসিয়া রহিলেন, তাহা সাটিরা ও তাহার অনুচর বুঝিতে পারিল না।

সাটিরার অনুচর আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে সেখানে বসিয়া থাকা কষ্টকর বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং অবশেষে উঠিবার উদ্যোগ করিল। ঠিক সেই সময় নীল পরিচ্ছদধারী উক্ত আগন্তুক ভদ্র

লোকটি তাঁহার চেয়ার হইতে উঠিয়া সাটিরা ও তাহার অনুচরের সম্মুখে আসিলেন তিনি ঈষৎ হাসিয়া সাটিয়ার অনুচরকে বলিলেন, "দেখ, তোমাকে বোধ হয় আমি চিনি। তুমি ফ্ল্যাস কেজার নও?—হাঁ, তুমি নিশ্চয়ই কেজার। আমি শুনিয়াছি তুমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছ; কিন্তু তোমাকে আমি এদেশে শেষ দেখি—প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে! আজ তোমাকে এখানে দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। মিউজিয়ম দেখিবার জন্য তোমার আগ্রহ থাকিতে পারে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; তবে মিউজিয়মে এরূপ মূল্যবান দ্রব্য অনেক আছে—যাহাদের প্রতি তোমার লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"

সাটিযার অনুচর বিরক্তি ভরে বলিল, "তুমি যে আমাকে যা খুসী তাই বলিতে আরম্ভ করিলে! তুমি কি মনে করিতেছ আমাকে কায়দায় পাইয়াছ?"

আগন্তুক বলিলেন, "হাঁ, সেই রূপই মনে করিতেছি। তুমি আমাকে চিনিতে না পারিলেও আমি তোমাকে চিনিয়াছি ফ্ল্যাস কেজার! শেষ বার কোথায় তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ, তাহা স্মরণ হয় কি? তুমি নিউ বেলির আদালতে আসামীর কাঠরায়, আর আমি সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। কোন উপ-নিবেশ হইতে একজন ধনাঢ্য লোক এদেশে বেড়াইতে আসিলে তুমি তাঁহাকে কি ভাবে প্রতারিত করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলে—তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে; কারণ সেই অপরাধে তুমি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিয়াছিলে। আমার নাম কি তোমার মনে নাই? আমি ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি; কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি সাধারণ কন্‌ষ্টেবল মাত্র ছিলাম। তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াই আমার প্রথম প্রমোশন।"

সাটিরার অনুচর হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিল না। ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনির কথা শুনিয়া সে স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল। ডাক্তার সাটিরারও মুখ শুকাইল; কিন্তু সে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পুস্তকের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ীর আঘাত হইতে লাগিল। সে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিলেও তাহার মস্তিষ্ক চিন্তাশূন্য ছিল না। সে কি উপায়ে এই ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্টটিকে

হত্যা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিবে—তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল।

ফ্ল্যাস কেজার অবিলম্বে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার এক চোখের চসমার ভিতর দিয়া ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিল, এবং ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "হাঁ, এখন আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; কিন্তু তোমার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহার কথা লইয়া এখন আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই। এখন তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমি যে ভ্রম করিয়াছিলাম, তাহার ফলভোগ করিয়াছি। মিঃ নসি পার্কার ম্যাক্‌কিনি, এখন আমি তোমার কোন তোয়াক্কা রাখি না—ইহা তোমার স্মরণ রাখা উচিত ছিল।"

ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি বলিলেন, "না, ওকথা তুমি জোর করিয়া বলিতে পার না; বিশেষতঃ, লণ্ডনে তোমার আগমনের সংবাদ পাইলে তোমার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য কাহারও কাহারও আগ্রহ হইবে—ইহাও তোমার অজ্ঞাত নহে। আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া গিয়া বিদেশ-প্রত্যাগত অপরাধীদের নামের তালিকাখানি পরীক্ষা করিব; আশা করি তোমার সম্বন্ধে কোন না কোন নূতন কথা জানিতে পারিব।"

ফ্ল্যাস কেজার সক্রোধে বলিল, "কোথা হইতে এ আপদ আসিয়া জুটিল? চুলোয় যাও তুমি! বলিয়াছি ত এখন আমি তোমার কোন তোয়াক্কা রাখি না। আমি বৃটিশ মিউজিয়ম দেখিতে আসিয়াছি; এ বিষয়ে তোমার যতটুকু অধিকার আছে—আমার অধিকার তাহা অপেক্ষা অল্প নহে।"

ম্যাক্‌কিনি বলিলেন, "তা বটে; তবে যদি তুমি কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের আশায় এখানে আসিয়া থাক—তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। যদি এখানে কোন পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই—এই আশায় মধ্যে মধ্যে আমি মিউজিয়মে ঘুরিয়া বেড়াই। আজ এখানে না আসিলে কি তোমাকে দেখিতে পাইতাম?—আর তোমার পাশে ঐ যে ভদ্রলোকটি পাকা দাড়ির নিশান উড়াইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে

মিসরের পুরাতত্ত্ব পাঠ করিতেছেন, উনিও বোধ করি তোমারই দলের লোক ? উঁহার পরিচয়টি শুনিতে পাই না !”

ডাক্তার সাটিরা বুঝিল গতিক বড় ভাল নয়, গোয়েন্দাটা তাহাকেও সন্দেহ করিয়াছে। সে যদি হঠাৎ তাহার পাকা দাড়ি চাপিয়া ধরিয়া একটা টান দেয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ !—সাটিরা তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিল, এবং দাড়ি নাড়িয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, “মহাশয়, আপনার মন্তব্য শুনিয়া আমি মনে বড়ই বেদনা পাইলাম। আমার ন্যায় নিরীহ প্রাচীন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা হইয়াছে—তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত ও ভ্রমপূর্ণ। আমার পাশে যে ভদ্রলোকটি বসিয়া আছেন—তাঁহার সহিত আপনার যে সকল কথা হইতেছিল—তাহা আমি শুনিতে পাইয়াছি। ইহাতে আমার পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে—কিন্তু উপায় কি ?—এই ভদ্রলোকটিকে আমি পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই ; উনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। উনি সাধু কি অসাধু—সে সন্ধান লওয়া আমার অনধিকারচর্চ্চা ; অথচ আপনি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিলেন—আমি উঁহার দলের লোক ! এরূপ শিষ্টাচার পুলিশের পক্ষেই স্বাভাবিক।”

ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট বলিলেন, “পুলিশ ভদ্রলোকের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে কখন পরাঙ্মুখ নহে ; তবে ভদ্রবেশধারী ভণ্ডতপস্বীদের প্রতি তাহারা শিষ্টাচার প্রদর্শনে অভ্যস্ত নহে, একথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তিকে আপনি পূর্ব্বে কোন দিন দেখেন নাই, এবং যে আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাহারই কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আপনি কি পরামর্শ করিতেছিলেন—তাহা আমার অজ্ঞাত ; তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে কি না তাহা সম্ভবতঃ আপনার অজ্ঞাত নহে। আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কয়েক মিনিট ঐ কাচের আলমারির আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এবং আলমারির কাচে আপনাদের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল—তাহা আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।—আপনি আমার কৌতূহলে অসন্তুষ্ট হইবেন না, এবং আমার প্রশ্ন রূঢ় বলিয়া মনে

হইলে সেই রূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন ;—কিন্তু আমি আপনাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনার ঐ পাকা গোঁফ ও আবক্ষ-প্রসারিত দাড়ি আসল কি কৃত্রিম ?—যদি উহা অকৃত্রিম না হয়—"

ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি কথা শেষ না করিয়াই পকেট হইতে হাত বাহির করিলেন, এবং সাটিরার মাথা হইতে টুপিটা সবেগে আকর্ষণ করিলেন। সেই আকর্ষণে টুপির সহিত পরচুলা খসিয়া আসিল। দাড়িটা পরচুলার সঙ্গেই আঁটা ছিল ; পরচুলা স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় দাড়ির একপ্রান্ত হঠাৎ খসিয়া ওষ্ঠের নিম্নে ঝুলিয়া পড়িল !

এই ব্যাপারে ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্টের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বিস্ময়-সূচক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, লোকটি ছদ্মবেশী তস্কর হইতেও পারে ; কিন্তু এই ছদ্মবেশধারী কে, তাহা তাঁহার ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। তথাপি তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে সাটিরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! আমার সন্দেহ—তুমি ডাক্তার সাটিরা ভিন্ন অন্য কেহ নহ।"—তিনি জানিতেন সাটিরার গ্রেপ্তারের জন্য আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সেই বিখ্যাত দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে উচ্চতর পদ লাভের আশা সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। তিনি সাটিরাকে ধরিবার জন্য এক লম্ফে তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু ম্যাক্‌কিনি সাটিরাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সাটিরা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে একটি লোহার হাতুড়ী বাহির করিয়া, সেই হাতুড়ীর হাতল ধরিয়া তদ্দ্বারা সবেগে ম্যাক্‌কিনির মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইলেন ; তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। পিশাচ ডাক্তার সাটিরা ম্যাক্‌কিনির ধরালুণ্ঠিত নিস্পন্দ দেহের দিকে চাহিয়া উল্লাস ভরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় প্রবাহ

সাটিরার অন্তর্দ্ধান

এই সকল কাজ যেন চক্ষুর নিমেষে শেষ হইল। ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনিকে আহত ও ধরাশায়ী করিতে সাটিরার দুই সেকেণ্ডেরও অধিক সময় লাগে নাই! সেই কক্ষে তখন অন্য কোন লোক ছিল না; এজন্য সাটিরার সেই পৈশাচিক আচরণ তাহার অনুচর ফ্ল্যাস কেজার ভিন্ন অন্য কেহই দেখিতে পাইল না।

ফ্ল্যাস কেজার মহাপাপিষ্ঠ দুর্দ্দান্ত দস্যু হইলেও সাটিরার কার্য্য দেখিয়া আতঙ্কে বিহ্বল হইল, এবং বিস্ফারিত নেত্রে ম্যাক্‌কিনির ধরালুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাটিরার মুখমণ্ডল ক্রোধে বিবর্ণ হইয়াছিল; সে তাহার হাতের লোহার হাতুড়ীটি মুহূর্ত্তমধ্যে পকেটে ফেলিয়া পরচুলা ও দাড়ি যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিল; তাহার আশঙ্কা হইল—ম্যাক্‌কিনির সহিত তাহাব বাক্‌বিতণ্ডা ও আহত হইয়া তাঁহার পতনের শব্দ পার্শ্বস্থ কক্ষের কোন লোকের কর্ণগোচর হইয়া থাকিলে অবিলম্বেই সেখানে জনসমাগম হইতে পারে; এই জন্য তাহার মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। যদি মিউজিয়মের কোন ভৃত্য হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়ে—তাহা হইলে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে বুঝিয়া ফ্ল্যাস কেজারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক যেন ফুটিয়া বাহির হইল। সে সাটিরার মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "সর্দ্দার! আপনি এ কি করিয়া বসিলেন? আমরা যে এখনই ধরা পড়িয়া যাইব। এখানে হঠাৎ কেহ আসিয়া পড়িলে আমাদের পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ হইবে। চলুন, এই মুহূর্ত্তে সরিয়া পড়ি। ঐ শুনুন—কেহ যেন এই দিকেই আসিতেছে! আমি পদশব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি।"

ডাক্তার সাটিরাও সেই কক্ষের অদূরে কোন আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পাইল, কিন্তু সে হঠাৎ পলায়ন করা সঙ্গত মনে করিল না ; কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্টের আহতদেহ সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিলে তাহাকে অবিলম্বে ধরা পড়িতে হইবে। কোন প্রহরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্টকে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলে সে তৎক্ষণাৎ মিউজিয়মের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিবে, এবং কেহই রক্ষীগণের অজ্ঞাতসারে মিউজিয়ম ত্যাগ করিতে পারিবে না। মিউজিয়মে যে সকল মহামূল্য দুর্ল্লভ হীরক-রত্নাদি সঞ্চিত আছে—তাহা কোন তস্কর অপহরণ করিতে না পারে—কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সুতরাং কোন দর্শকেরই রক্ষীগণের অলক্ষ্যে মিউজিয়ম হইতে অন্তর্দ্ধান করিবার উপায় ছিল না।

সাটিরা ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াও হতবুদ্ধি হইত না। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, এবং কি কৌশলে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যাইতে পারে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে মমি রাখিবার একটি শূন্য আধার দেখিতে পাইল। সেই আধারটি সেই কক্ষের দেওয়াল-ঘেঁসিয়া একটি কাচের আলমারির নীচে সংরক্ষিত হইয়াছিল। মমির সেই আধারটি লাল, কাল এবং পীতবর্ণে সুরঞ্জিত।

সাটিরা সেই আধারটি তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল, এবং তাহার ডালা খুলিয়া বুঝিতে পারিল—তাহার ভিতর কোন পূর্ণবয়স্ক দীর্ঘাকৃতি মানুষকে অনায়াসে লুকাইয়া রাখিতে পারা যায়। সাটিরা তাহার অনুচরকে বলিল, “এই গোয়েন্দাটার পা-দুখানা ধর, আমি উহার মাথা ধরিতেছি। উহাকে ধরাধরি করিয়া এই বাক্সের ভিতর নিক্ষেপ করি। বাক্সে উহাকে লুকাইয়া রাখিবার যথেষ্ট স্থান আছে ;—যদি তুমি প্রাণ বাঁচাইতে চাও—তাহা হইলে শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর, নতুবা তোমার পরিত্রাণ লাভের আশা নাই।”

সাটিরার আদেশে তাহার অনুচর ফ্ল্যাস কেজার তৎক্ষণাৎ আহত সার্জ্জেণ্টের পা-দু'খানি উচু করিয়া তুলিল, ডাক্তার সাটিরা দুই হাতে সার্জ্জেণ্টের মাথা ধরিয়া শূন্যে তুলিল, এবং তাঁহাকে সেই মমির আধার মধ্যে নিক্ষেপ করিল; অতঃপর সার্জ্জেণ্টের ভাঙ্গা টুপিটা সেই বাক্সের ভিতর রাখিয়া বাক্সের ডালা বন্ধ করিল। তাহারা উভয়ে সেই বাক্সটি ঠেলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া তাহাদের চেয়ারের কাছে সরিয়া আসিয়াছে,—ঠিক সেই সময় একজন প্রহরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দেখিল দুই জন দর্শক একটি কাচের আলমারির কাছে দাঁড়াইয়া জিনিসগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিতেছে!

সাটিরা প্রহরীটাকে যেন দেখিতে পায় নাই এই ভাবে তাহার অনুচরের কাঁধে হাত দিয়া মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "এই আলমারির ভিতর যে মূর্ত্তিটি দেখিতেছ—উহা মিসরের পৌরাণিক যুগের একটি দেবীমূর্ত্তি। এই দেবী মাত নামে পরিচিত, ইনি সত্য ও ন্যায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহার মাথায় অষ্ট্রীচপক্ষীর পালকনির্ম্মিত মুকুট; কথিত আছে ইনি মৃতব্যক্তির আত্মা বহন করিয়া ওরিসিসের নিকট লইয়া যাইতেন, কিন্তু—"

প্রহরী তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়, অল্পকাল পূর্ব্বে এই কক্ষে একটা গোলমাল শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল; সেই শব্দ শুনিয়াই আমি এখানে দৌড়াইয়া আসিতেছি। কোন লোক যেন হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া নীরব হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে সে সশব্দে পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না! আপনারা কিছু দেখিতে কি শুনিতে পাইয়াছেন কি ?"

সাটিরা মুখ তুলিয়া প্রহরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গোলমাল! হাঁ, পাশের ঐ কুঠরীতে কয়েকটা ছোকরা—বোধ হয় তাহারা স্কুলের ছাত্র—একটু গোলমাল করিতেছিল বটে; তুমি বোধ হয় সেই শব্দ শুনিতে পাইয়াছ। তাহারা খেলা করিতে করিতে নানা রকম চিৎকার করিতেছিল। এই সকল কক্ষে বহু মূল্যবান দুর্লভ সামগ্রী সঞ্চিত আছে—এখানে অস্থিরমতি বালকদের প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে, অন্ততঃ তাহারা এখানে খেলা বা বচসা করিতে না

পারে—এজন্য কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অভিভাবক তাহাদের সঙ্গে থাকা উচিত। তাহাদের গণ্ডগোলে আমাদের বড়ই বিরক্তি বোধ হইতেছিল।"

প্রহরী বলিল, "আপনার কথা সত্য; ইস্কুলের ছেলেরা মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া ঝগড়া বিবাদ করে বটে, কিন্তু এখানে তাহাদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার উপায় নাই। আমি সে সময় এখানে থাকিলে কান মলিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিতাম। তাহারা পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছে।"

প্রহরী আপন মনে বকিতে বকিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। প্রহরী অদৃশ্য হইলে সাটিরা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল; সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, এবং তাহার অনুচর ফ্ল্যাস কেজার দলপতির বুদ্ধিমত্তার ও কৌশলের পরিচয়ে বিস্মিত হইয়া প্রশংসমান নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে অস্ফুট স্বরে বলিল, "সর্দ্দার, আপনার মনের বল কি অসাধারণ! কি আপনার অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি! আমার আশঙ্কা হইয়াছিল—এবার আর আমাদের নিষ্কৃতি নাই, আমাদিগকে নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে হইবে।"

সাটিরা নীরস স্বরে বলিল, "আমাদিগকে ধরা পড়িতে হয় নাই; কিন্তু তাহাতে তোমার কোন কৃতিত্ব নাই। ভবিষ্যতে তোমাদের মত পাতি চোরের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে আমাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি তোমাকে আমার কাছে না দেখিলে ঐ গোয়েন্দাটা আমাকে সন্দেহ করা দূরের কথা—আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না।"

ফ্ল্যাস কেজার অপরাধীর মত নত মস্তকে একবার পূর্ব্বোক্ত মমির আধারটার দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে বলিল, "কিন্তু আমার অপরাধ কি সর্দ্দার! আমি ত আপনার আদেশ অনুসারেই এখানে আসিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় আসি নাই। এখানে আসিয়া যে হঠাৎ ঐ গোয়েন্দাটার সঙ্গে দেখা হইবে—ইহা কি পূর্ব্বে জানিতাম? আপনি গোয়েন্দাটাকে একদম সাবাড় করিতে পারিয়াছেন, না, কিছুকাল 'পরে হতভাগাটা বাঁচিয়া উঠিবে? যদি মরিয়া না থাকে—তাহা হইলে দুশ্চিন্তার বিষয় বটে!"

সাটিরা বলিল, "আমার বিশ্বাস, তাহার দেহে প্রাণ নাই। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হইত, কিন্তু সে অবসর আর নাই। না, আর সময় নষ্ট করা হইবে না। তুমি আবার কখন স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের নজরে পড়িয়া যাইবে, ভাবিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছি; অন্ততঃ আমাকে তোমার সংস্রবে আর আসিতে না হইলেইআমি আনন্দিত হইব।"

সাটিরা অতঃপর তাহার আনীত কেতাবগুলি হাতে তুলিয়া লইল। তাহার অনুচর ফ্ল্যাস কেজার যে কাগজখানি তাহার হাতে দিয়াছিল—তাহা সে একখানি পুস্তকের ভিতর রাখিয়াছিল; পুস্তকগুলি তুলিয়া লইবার সময় সেই আল্‌গা কাগজখানি হঠাৎ খসিয়া কক্ষস্থিত একখানি চেয়ারের নীচে পড়িয়া গেল। সাটিরা তাড়াতাড়ি চেয়ার সরাইয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু চেয়ারের পায়ায় চাপা পড়ায় তাহার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া পায়ার নীচে বাধিয়া রহিল; তাহা লক্ষ্য না করিয়া সে অবশিষ্টাংশ দলা পাকাইয়া পকেটে ফেলিল। তাহার পর ফ্ল্যাস কেজারকে বলিল, "এখন মার্ল হাউস সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা শীঘ্র স্থির কর। তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কে কি ফন্দীর উদয় হইয়াছে—তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। তুমি নিজেকে যতদূর বুদ্ধিমান মনে কর—আমি তোমাকে সেরূপ বুদ্ধিমান বলিয়া বিশ্বাস করি না।"

ফ্ল্যাস কেজার দৃঢ়স্বরে বলিল, "কিন্তু সর্দ্দার, আমি যে ফন্দী স্থির করিয়াছি—তাহার ভিতর কোন গলদ নাই, তাহা সম্পূর্ণ নিখুঁত। আপনি আমার ও আমাদের বন্ধু ফিস্ নোলানের উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আমরা আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে মার্ল হাউসের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। হাঁ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি সেখানে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ফিস্‌ই প্রথমে আমার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল; ফন্দীটি তাহার মস্তিষ্কেই গজাইয়াছিল—এ কথা আপনার নিকট গোপন করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। মার্ল হাউসের সম্মুখস্থ পথের অন্য ধারে মুরেজ রোডের মধ্যে তাহার একখানি বেতারের দোকান (wireless shop) আছে। আমি এখন তাহার সেই দোকানে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।

আপনি প্রস্তুত হইয়া সেখানে গিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবেন। সেখানে আপনাকে আমাদের সকল ফন্দী ফিকিরের কথা বুঝাইয়া দিব।"

সাটিরা বিরক্তি ভরে বলিল, "তোমাদের মত অকর্মণ্য লোকের সাহায্যের উপর নির্ভর করা আমার বড়ই দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনার বিষয়। গোয়েন্দা ম্যাক্‌কিনির জন্য দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই; যদি সে মরিয়া না থাকে তাহা হইলেও তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে সে চেতনা লাভ করিতে পারিবে না। তাহার মাথায় যে আঘাত করিয়াছিলাম তাহা সাংঘাতিক হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে! সেই আঘাতে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।"

ফ্ল্যাস কেজার তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; ডাক্তার সাটিরা ডিটেক্‌টিভ-সার্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনিকে যে আধারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল সেই আধারের অদূরে গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। সে মনে মনে বলিল, "গোয়েন্দা ম্যাক্‌কিনি মরিয়াছে কি বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে—তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন; যদি মরিয়া না থাকে—তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। যদি সে কয়েক ঘণ্টা পরে চেতনা লাভ করে—তাহা হইলে আমার বিপদের আশঙ্কা আছে। সে এখানে আসিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছে—তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে; কিন্তু তাহাকে হত্যা করিলে আর আমার দুশ্চিন্তার কারণ থাকিবে না। মরা মানুষের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবে না।"

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সাটিরা সেই মমির আধারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় দুইজন দর্শক সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া সাটিরা ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার সংগৃহীত পুস্তকগুলি বগলে লইয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া পথে আসিল। সেই সময় একজন অন্ধ ভিক্ষুক তাহার সম্মুখে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিল। সাটিরা ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রে কয়েকটি তাম্র মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। ট্যাক্সিচালক তাহার আদেশে ফুলহাম পল্লীর বুরেজ রোডে চলিল।

সাটিরা ফুলহাম পল্লীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কি ভাবিয়া ট্যাক্সি হইতে

নামিয়া পড়িল, এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় দান করিয়া অবশিষ্ট পথ পদব্রজেই অতিক্রম করিল। তখন সন্ধ্যা সমাগমের অধিক বিলম্ব ছিল না, তাহার উপর আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন থাকায় চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল; কয়েক মিনিট পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সাটিরা পুস্তকগুলি বগলে লইয়া ছাতি মাথায় দিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। দুই চারিজন পথিক সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিল—তাহারা সাটিরার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ছাতা মাথায় দিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্থর-গতিতে অতি কষ্টে তাহার গন্তব্য পথে চলিতেছে দেখিয়া সকলেরই হৃদয় তাহার প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল।

বুরেজ রোডের দুই ধারে ঘর বাড়ীর সংখ্যা অধিক নহে, জনবিরল পল্লী; মধ্যে মধ্যে দোকানগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত। পথিপ্রান্তস্থ একটি অট্টালিকায় থানা। ডাক্তার সাটিরা সেই থানার সম্মুখে আসিয়া দেখিল অনেকগুলি লোক সেখানে দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। সাটিরাও সেখানে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিল; দুই একটি কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল--তাহারই কথা লইয়া লোকগুলি আলোচনা করিতেছে। থানার নোটিস-বোর্ডে সে তাহার একখানি ফটো দেখিতে পাইল। ফটোর নীচে লেখা ছিল—"যে ব্যক্তি পলাতক আসামী সাটিরাকে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

একজন স্থূলকায় পথিক সাটিরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঐ ফেরারী আসামীটাকে ধরিয়া দিতে পারিলে আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার মিলিবে! পুরস্কারের পরিমান ত অল্প নয়? কি বলেন মহাশয়! পুরস্কারের লোভে অনেকেই বোধ হয় সেই শয়তানটাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিবে।"

সাটিরা পাকা দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, পুরস্কারের পরিমাণ খুবই বেশী বটে; সেই শয়তানকে যে ধরিতে পারিবে—সে ভাগ্যবান পুরুষ সন্দেহ কি? সে ত পুরস্কার পাইবেই, তদ্ভিন্ন এই ভয়ঙ্কর দস্যু ও নরহন্তাকে কোনরূপে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে দেশের সে যেরূপ কল্যাণ-সাধন করিবে তাহার তুলনায় এই পুরস্কার

নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আশা করি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত চেষ্টার ত্রুটি হইবে না; তবে শুনিয়াছি লোকটা ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত।”

সাটিরা আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ফ্ল্যাস কেজারের কথিত পূর্ব্বোক্ত বেতারের দোকানের সন্ধানে চলিল। সেই দোকানখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে তাড়াতাড়ি সেই দোকানে প্রবেশ না করিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথের অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই দিকে একখানি সুপ্রশস্ত অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। সাটিরা বুঝিতে পারিল—সেই অট্টালিকাই “মার্ল হাউস।”

মার্ল হাউস পুরাতন, বিবর্ণ শ্রীহীন অট্টালিকা, দেখিলেই মনে হয় পরিত্যক্ত নির্জ্জন ভবন। সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর থাকায় পথ হইতে এই অট্টালিকার সকল অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত, প্রাচীরের মাথায় তীক্ষ্ণাগ্র ইস্পাতের ফলাসমূহ (steel spikes) শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রোথিত। তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন দুঃসাহসী দস্যুরও সেই অট্টালিকা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সাধ্য ছিল না। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। অট্টালিকার প্রবেশদ্বার সুদৃঢ়, লৌহ-নির্ম্মিত।—সেই ফটক দুই বৎসরের মধ্যে একবারও খোলা হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

এই অট্টালিকার অধিবাসী ম্যাথু মার্লকে পল্লীবাসীগণ অপ্রকৃতিস্থ বলিয়াই মনে করিত; সে নিজের খেয়ালে যে সকল কাজ করিত তাহার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত না। কি উদ্দেশ্যে সে কোন্ কাজ করিত—তাহাও কেহ বুঝিতে পারিত না; এজন্য পল্লীবাসীরা তাহার কোন কাজে বিস্মিত হইত না। এমন কি, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার জন্যও কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিত না। যে সকল দোকানদার তাহাকে তাহার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত তাহারা ভিন্ন অন্য কোন লোক তাহার সংস্রবে আসিত না। একজন মাংসবিক্রেতা তাহার গৃহের প্রহরী কুকুর-চতুষ্টয়ের জন্য প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মাংস দিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ম্যাথু সপ্তাহের খাদ্য দ্রব্যাদি একসঙ্গে কিনিয়া রাখিত। সে স্বগৃহে কয়েদীর মত বাস করিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর

পূর্ব্বে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। পত্নীবিয়োগের পর সে কোন দিন বাড়ীর বাহিরে যায় নাই; সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল। যে সকল লোকের সহিত পূর্ব্বে তাহার পরিচয় ছিল এই দীর্ঘকালে তাহাদের অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পল্লীর যুবকেরা তাহাকে চিনিত না, তাহারাও তাহার অপরিচিত ছিল। সকলেই জানিত গৃহস্বামী ম্যাথু মার্লের জীবন রহস্য-পূর্ণ।

তৃতীয় প্রবাহ

"ভিতরে এস!"

ফিস নোলান তখন তাহার দোকানে একাকী বসিয়া ছিল। ডাক্তার সাটিরা তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়া পরিচয়জ্ঞাপক ইঙ্গিত করিলে ফিস নোলান বুঝিতে পারিল আগন্তুক ডাক্তার সাটিরা ভিন্ন অন্য কেহ নহে। সে সাটিরাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া তাহাকে দোকানের পশ্চাৎস্থিত একটি কক্ষ দিয়া দোতালায় লইয়া গেল। দোতালার সেই কক্ষে ফ্ল্যাস কেজার সাটিরার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তখন একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিল।

ফিস নোলানের মুখ অনেকটা কড মাছের মুখের মত বলিয়া তাহার তস্কর বন্ধুরা তাহার এই নাম দিয়াছিল। বে-তারে সংবাদ আদান-প্রদানে তাহার অসামান্য দক্ষতা থাকায় সাটিরা সর্ব্বদা তাহার সাহায্য গ্রহণ করিত; এতদ্ভিন্ন দস্যু-বৃত্তিতেও সে সাটিরার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল। এজন্য সাটিরা তাহাকে বিশ্বাস করিত ও ভালবাসিত। সাটিরা তাহার সাহায্যে অনেকবার অনেক সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল।

ফিস নোলান সাটিরাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "সর্দ্দার, আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ; অন্ততঃ কিছুকাল এখানে আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনি রাস্তার অন্য ধারের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন আপনার সকল আশঙ্কা দূর হইবে।"

সাটিরা বলিল, "আমার সকল আশঙ্কা দূর হইবে কি না তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিব; এখন নূতন সংবাদ কি বল।"—সাটিরা উঠিয়া ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিল। ফ্ল্যাস কেজার পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া ছিল, তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ফিস নোলান ও ফ্ল্যাস কেজার উভয়েই অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব

করিতে লাগিল। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে তাহার অনুচরবর্গের মনে আতঙ্ক-সঞ্চার হইত।

ফিস নোলান বলিল, "আপনি যে কালানোর আড্ডায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন্ নাই, ইহা আপনার পক্ষে বড়ই সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে; কারণ কালানো বে-তারে আমাকে সংবাদ দিয়াছে—পুলিশ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার আড্ডা খানাতল্লাস করিয়াছে।"

সাটিরা নস্যের ডিবা বাহির করিয়া দুই টিপ নস্য গ্রহণ করিল, তাহার পর দুইবার সশব্দে হাঁচিয়া, রুমাল দিয়া নাক মুছিয়া সক্রোধে বলিল, "পুলিশের কুকুরগুলা আমার সন্ধানে লণ্ডনের কোন আড্ডা খানাতল্লাস করিতে বাকি রাখিবে না দেখিতেছি! উহারা এরূপ গোপনে ও তাড়াতাড়ি বিভিন্ন আড্ডাগুলি খানা-তল্লাস করিতেছে যে, আমি একটু অসতর্ক থাকিলেই আমাকে বিপন্ন হইতে হইত। রবার্ট ব্লেকের সাহায্যে গোয়েন্দা-পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যেরূপ কৌশল ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে—তাহার পরিচয় পাইয়া আমাকে একটু উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে। তাহারা যে এতদূর তৎপরতার পরিচয় দিতে পারিবে—ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি পুলিশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া কোন দিন ভয় পাই নাই, দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে বলিয়াও মনে হয় নাই; কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না। উহাদের বিরাট উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া আমার নিজের শক্তি সামর্থ্যে আর তেমন ভাবে নির্ভর করিতে সাহস হইতেছে না। তবে একথাও সত্য যে, আমি আমার শত্রুগুলাকে হত্যা না করিয়া লণ্ডন পরিত্যাগ করিব না, প্রাণপণে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

ফ্লাস কেজার ও ফিস নোলান উভয়েই প্রসিদ্ধ দস্যু; কিন্তু সাটিরা এক সময় তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিত, এমন কি, তাহাদিগকে দলভুক্ত করিতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না; অবশেষে বিপদে পড়িয়া সে তাহাদের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়া আসিতেছিল, এবং তাহার অত্যন্ত অনুগত ছিল। তথাপি তাহাদের ন্যায় সাধারণ দস্যুর সংস্রবে আসিতে

ও তাহাদের সাহায্যে জীবন রক্ষা করিতে তাহার মনে কুণ্ঠার সঞ্চার হইতেছিল। যাহারা তাহার কৃপার পাত্র তাহাদের সাহায্যে সে পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া নিরাপদ হইবে—এ চিন্তাও যেন তাহার দুঃসহ মনে হইতেছিল।

কিন্তু মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় সাটিরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না ; সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তি সম্মুখে তৃণ দেখিতে পাইলে প্রাণরক্ষার জন্য তাহাই অবলম্বন করিতে উদ্যত হয়, পুলিশ কর্ত্তৃক বিতাড়িত সাটিরার অবস্থা এখন প্রায় সেইরূপ। কয়েক দিন পূর্ব্বে সাটিরার অনুচরেরা তাহাকে মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সেই প্রস্তাব সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত ; কিন্তু এখন যে-কোন স্থানে গোপনে বাস করা তাহার প্রার্থনীয় হইয়াছিল। সে দ্বিতলের জানালার নিকটে গিয়া খড়খড়ি তুলিয়া পথের অন্যপ্রান্তবর্ত্তী মার্ল হাউসের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে মার্ল হাউসের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আলোকিত কক্ষগুলি দেখিতে পাইল। অনেক-গুলি কক্ষের জানালা খোলা ছিল—সেই জানালা দিয়া কক্ষস্থিত দীপালোক তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

ফিস নোলান সাটিরাকে বলিল, "লোকটা অত্যন্ত কৃপণ হইলেও রাত্রে ঘর-গুলিতে বৈদ্যুতিক দীপ জ্বালিতে কৃপণতা করে না। বৈদ্যুতিক আলোর জন্য তাহার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। বোধ হয় দস্যুভয়েই সে সারারাত্রি সকল ঘরে আলো রাখে। রাত্রে অন্ধকারে থাকিতে তাহার সাহস হয় না। রাত্রে সে কখন ঘুমায় তাহা বুঝিতে পারি না, কারণ প্রতি রাত্রেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহাকে জানালার কাছে আসিয়া জানালাগুলি পরীক্ষা করিতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক জানালায় লোহার গরাদে আছে তথাপি সে জানালাগুলি পুনঃ পুনঃ খুলিয়া দেখে। এই ভাবে সে প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটায়।"

সাটিরা বলিল, "লোকটা পাগল না কি ?"

ফিস নোলান বলিল, "জিনিসপত্র কিনিয়া মূল্য দেওয়ার সময় তাহার পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কেহ তাহাকে ঠকাইয়া একটি পয়সা অধিক লইতে পারে না। যাহারা তাহার নিকট জিনিসপত্র বিক্রয় করে তাহাদের কাছেই

শুনিয়াছি উহার ঘরে হাজার হাজার গিনি সঞ্চিত আছে, তদ্ভিন্ন হীরা জহরতও বিস্তর আছে সর্দ্দার!"

ফিস নোলানের কথা শুনিয়া সাটিরার চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তখন অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল; কারণ সে ক্ল্যাবান ক্র্যাগের ব্যাঙ্ক হইতে যে ব্যাঙ্ক-নোটগুলি হস্তগত করিয়াছিল তাহা ভাঙ্গাইবার সুযোগ পায় নাই। পুলিশ সেই সকল নোটের নম্বর ব্যাঙ্ক হইতে সংগ্রহ করায় নোটগুলি তাহার নিকট থাকা না থাকা সমান হইয়াছিল। সাটিরা মনে করিল যদি সে কোন সুযোগে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাহার সঞ্চিত অর্থ ও হীরা জহরতগুলি আত্মসাৎ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

সাটিরা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমরা কি এখনই ঐ বাড়ীতে প্রবেশের চেষ্টা করিব? আমরা দিবাভাগে জোর করিয়া ত সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না; অথচ রাত্রিকালে বা বুড়া মার্লের অজ্ঞাতসারে সেখানে প্রবেশ করিবার উপায় কি? তুমিই ত বলিলে সে সারারাত্রি জাগিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়। তদ্ভিন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে তাহার ঘরে যে টেলিফোন আছে তাহার সাহায্যে সে থানায় সংবাদ দিতে বিলম্ব করিবে না। থানাও তাহার বাড়ীর অল্প দূরে অবস্থিত।"

ফিস নোলান বলিল, "কিন্তু সেজন্য কোন অসুবিধা হইবে না। মার্ল আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিবে, আমরাও অতি সহজে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিব। আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছি সর্দ্দার!—আপনি ঐ তারটি দেখিতেছেন?"

ফিস নোলান একটি তারের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সেই তারটি ছাদের সন্নিহিত দেওয়ালের একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া সেই কক্ষের টেলিফোনের সহিত সংযুক্ত ছিল।

ফিস নোলান বলিল, "মার্লের বাড়ীর টেলিফোনের তার আমার এই ঘরের ছাদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি সেই তারের সঙ্গে এই তার সংযুক্ত করায় সে টেলিফোনে যাহাকে যাহা বলে তাহা সকলই শুনিতে পাই। আমি

এক্সেঞ্জের সহিত তাহার টেলিফোনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি;—তাহা করিলে সে যাহাকেই যে কথা বলিবে তাহা কেবল আমিই শুনিতে পাইব। এক্সচেঞ্জের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অন্য কেহ তাহার কোন কথা শুনিতে পাইবে না।"

সাটিরা বলিল, "তোমার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই বা আমরা কি কৌশলে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিব?"

ফিস নোলান বলিল, "ঠিক সময়ে আমরা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব। কাল প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে তাহার সকল ঘরের বিজলি-বাতি এক সঙ্গে ফট্ করিয়া নিবিয়া যাইবে। সমস্ত ঘর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে বুড়া ভয় পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিবে, এবং পাগলের মত অন্ধকারে চারি দিকে দৌড়াদৌড়ি করিবে। সে মনে করিবে কোন কারণে তাহার বিজলি-বাতির মূল লাইন খারাপ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইলেকট্রিক কোম্পানীকে ডাকাডাকি করিবে; কিন্তু তাহার সেই আহ্বান-ধ্বনি আমার ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। আমি এই ঘরে বসিয়া আমার টেলিফোনে তাহার কথা শুনিতে পাইব। আমি তাহাকে বলিব—আমরা শীঘ্রই দুইজন মিস্ত্রী পাঠাইতেছি, তাহারা গিয়া আলো ঠিক করিয়া দিবে; কি জন্য আলো নিবিল, তাহা তাহারা অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে। আলোর সুব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে না।

"যে দুইজন লোক যাইবে—তাহাদিগকে সে দ্বার খুলিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বিলম্ব করিবে না; কারণ আলো জ্বালিতে না পারিলে তাহার মন স্থির হইবে না। সেই দুইজন লোক আপনি ও কেজার। আপনারা খানিক তার, ও কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন। বুড়া মার্ল মনে করিবে আপনারা তাহার বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোর কল মেরামত করিতে গিয়াছেন। তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে—তাহা আপনাকে না বলিলেও চলে।"

সাটিরা সকল কথা শুনিয়া আর এক টিপ নস্য লইল, তাহার পর নাক মুছিয়া বলিল, "এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলে তাহা বুঝিতে পারিলাম বটে, কিন্তু তাহার সকল ঘরের আলো এক সঙ্গে নিবিয়া গিয়াছে—ইহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিবে?"

ফিস নোলান বলিল, "তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাহার বাড়ীর আলোর মূল তার (main cable) কোথায় আছে তাহা আমার অজ্ঞাত নহে"। আমার এই বাড়ীর গুদাম (cellar) হইতে তাহা স্পর্শ করিতে পারিব। প্রভাতের পূর্ব্বে আমাকে একবার সেই গুদামে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার পর সেই মূল তার কাটিয়া দিলেই মার্লের সকল ঘর মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। তখন আমি যে ব্যবস্থার কথা বলিলাম—সেই ব্যবস্থা অনুসারে সকল কাজ হইবে। কাল সকালে বেলা আটটার মধ্যেই আপনি মার্ল হাউসের মালিক হইয়া বসিতে পারিবেন। বাহিরের কোন লোক আমাদের এই সকল কৌশলের কথা কিছুই জানিতে পারিবে না।"

সাটিরা খুসী হইয়া বলিল, "দেখ নোলান, আমি তোমাকে যতদূর নির্ব্বোধ মনে করিতাম—এখন দেখিতেছি তুমি ততদূর নির্ব্বোধ নহ; তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। তোমার ফন্দী ব্যর্থ হইবে না, চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া আশা হইতেছে; কিন্তু যদি কোন কারণে তুমি অকৃতকার্য্য হও এবং আমাকে বিপন্ন হইতে হয়—তাহা হইলে আমি তোমার ঘাড়ে মাথা রাখিব না—এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে।"

সাটিরা ফিস নোলানকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া বহ্নিসেবনে প্রবৃত্ত হইল। ফিস নোলান নীচে তাহার দোকান ঘরে চলিল, ফ্ল্যাস কেজার আর একটি কক্ষে শয়ন করিল।

সাটিরা শয়ন না করিয়া সারারাত্রি সেই চেয়ারেই বসিয়া রহিল। ফিস নোলান প্রত্যুষে ছয়টার সময় তাহার দ্বিতলস্থ কক্ষের জানালার খড়খড়ি ঈষৎ ফাঁক করিয়া মার্ল হাউসের বাতায়নগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দেখিল মার্ল হাউসের সকল কক্ষই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; কোন কক্ষেই বিদ্যুতালোকের অস্তিত্ব নাই। একজন লোক একটি প্রজ্জ্বলিত বাতি হাতে হইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ফিস নোলান বুঝিতে পারিল—সেই লোকটি গৃহস্বামী ম্যাথু মার্ল।

ফিস নোলান হর্ষভরে বলিল, "কোন ঘরেই বিদ্যুতের আলো নাই; বুড়া মার্ল তাহার সকল ঘরের আলো এক সঙ্গে নিবিবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বাতি হাতে লইয়া বিভিন্ন ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সে এখনই বোধ হয় ইলেকট্রিক কোম্পানীকে টেলিফোনে সংবাদ দিবে।"

পাঁচ মিনিট পরে ফিস নোলানের টেলিফোন ঝন-ঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি এক্সচেঞ্জ, কাহাকে চাও—ইলেকট্রিসিটি ওয়ার্কস্? এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।"

তাহার পর সে কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল, "কি বলিলে? বুরেজ রোডে মার্ল-হাউসের সকল আলো একসঙ্গে নিবিয়া গিয়াছে? সুইচ খারাপ হইয়াছে না কি? মূল লাইনে নিশ্চয়ই কোন দোষ হয় নাই; কিন্তু হঠাৎ এখন কি করিব? সাতটার সময় মিস্ত্রীরা আফিসে আসিবে; তাহারা আফিসে আসিলে দুইজন মিস্ত্রী পাঠাইব, আশা করি তাহারা গিয়া আলো ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।"

ফিস নোলান রিসিভার রাখিয়া ডাক্তার সার্টিরাকে বলিল, "আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে। বুড়ো মার্লের সকল ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে দেখিতেছি; মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের মত (a bear with a sore head) তাহার অবস্থা হইয়াছে। সে আলোগুলি জ্বালিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অতি সহজেই তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিব। তাহার বাড়ীতে বহুকাল বাহিরের কোন লোক প্রবেশ করে নাই। আপনি কিছুকাল এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ইতিমধ্যে সকল বন্দোবস্থ শেষ করিতে পারিব। আমি এখানেই থাকিব। আপনি ও ফ্ল্যাস ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে মার্লহাউসে প্রবেশ করিবেম। আপনি বুড়োকে ঘুম পাড়াইয়া সেই সংবাদ আমাকে অবিলম্বে টেলিফোনে জানাইবেন।"

ফিস নোলান ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর পরিচ্ছদের অনুরূপ দুইটি পোষাক লইয়া আসিল। ফ্ল্যাস কেজার ও সার্টিরা সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে; সেই পল্লীর পথে তখনও জন সমাগম আরম্ভ হয় নাই,

সুতরাং ফ্ল্যাস কেজার ও সাটিরা সম্মুখস্থ পথ অতিক্রম করিয়া মার্ল হাউসে প্রবেশ করিবার সময় কোন পথিকের সম্মুখে পড়িবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সাটিরা ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সে কাল দাড়ি গোঁফ ও পরচুলা পরিয়া নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিল। তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া বৃদ্ধ মার্লকে হত্যা করিবার জন্য একটা ভারি লোহার হাতুড়ি পকেটে পুরিয়া লইল। ফিস নোলান ফ্ল্যাস কেজারের হাতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপূর্ণ একটি ব্যাগ দিল, এবং সাটিরা সূতামোড়া বৈদ্যুতিক তারের দুইটি বাণ্ডিল হাতে ঝুলাইয়া লইল; তাহার পর উভয়ে পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন পথে দুই একখানি বস ও লরি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা বুরেজ রোড দিয়া তাড়াতাড়ি প্রায় একশত গজ চলিয়া যাইবার পর একজন পাহারাওয়ালার সম্মুখে পড়িল। পাহারাওয়ালা একবার তাহাদের মুখের ও হাতের জিনিসপত্রগুলির দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—তাহারা বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী, কাহারও বাড়ী আলো মেরামত করিতে যাইতেছে। পাহারাওয়ালা তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাটিরা ও তাহার অনুচর মার্ল হাউসের সদর দরজায় উপস্থিত হইল। সদর দরজায় মরিচা-ধরা একটা ঘণ্টা ছিল। ফ্ল্যাস কেজার সেই ঘণ্টায় ঢং-ঢং শব্দ করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে সেই দ্বারের অন্য পাশে কাহার পদশব্দ হইল, এবং সদর দরজার কপাটে যে একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল—তাহা খট্ করিয়া খুলিয়া গেল। সেই গবাক্ষ দিয়া একজন লোক মুখ বাহির করিয়া মোটা গলায় বলিল, "কে হে! কে দরজায় ঘণ্টা বাজাইল? তোমরা কি চাও?"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "কর্ত্তা, আমরা মিস্ত্রী, ইলেক্ট্রিক লাইট কোম্পানীর কারখানা হইতে আসিতেছি। আপনি খানিক আগে টেলিফোনে সেখানে সংবাদ দিয়াছিলেন কি না, এজন্য আমাদের এখানে আসিবার আদেশ হইয়াছে।"

লোকটি দ্বারের অপর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফ্ল্যাস কেজারের ও সাটিরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর বলিল, "হাঁ, আমি আজ

সকালে ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানীকে টেলিফোনে জানাইয়াছিলাম—আমার বাড়ীর সকল ঘরের আলো গত রাত্রে এক সঙ্গে নিবিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমার বাড়ীতে সুইচ বোর্ডের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। আমার বিশ্বাস, মূল লাইনে কোন রকম গলদ ঘটিয়াছে। তাহা তোমরা বাহিরে থাকিয়াই পরীক্ষা করিতে পারিবে।"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "মূল লাইনে কোন দোষ ঘটে নাই। আপনার সুইচ-বোর্ড ও মিটার পরীক্ষার জন্য আমরা একবার আপনার বাড়ীর ভিতর যাইতে চাই। তাহার কোন অংশ বিকল হইয়াছে কি না তাহা আপনি বুঝিতে না পারিলেও আমরা বুঝিতে পারিব। আমাদিগকে তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ না দিলে আপনার আলো কিরূপে মেরামত হইবে? আমাদের কারখানায় সংবাদ দেওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল?—দেখুন, আমরা কাজের মানুষ, আপনার বাড়ীর আলো ঠিক করিয়া আমাদিগকে আর একজনের বাড়ীতে যাইতে হইবে।"

বৃদ্ধ মার্ল একথা শুনিয়া আর কোন আপত্তি না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বহুকাল পরে মরিচা-ধরা লৌহদ্বার সশব্দে উন্মুক্ত হইল। মার্ল আগন্তুকদ্বয়কে বলিল, "শীঘ্র ভিতরে এস। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া তোমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে।"

সাটিরা বৃদ্ধ ম্যাথু মার্লের আকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই একরূপ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু বৃদ্ধকে দেখিয়া তাহার সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। ম্যাথু মার্ল দীর্ঘদেহ বলবান পুরুষ, তাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। বৃদ্ধ হইলেও জরা তখন পর্য্যন্ত তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তাহার চুলগুলি কোঁকড়া, মুখে দীর্ঘ গোঁফ। কিন্তু তাহার চুল ও গোঁফ সমস্ত পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরিধানে পুরাতন বিবর্ণ পরিচ্ছদ, পায়ে চটি জুতা। তাহার কোটের একটি পকেটে কি একটা ভারি জিনিস ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল; তাহা যে পিস্তল—সাটিরার ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

কেজার অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর

ম্যাথু মার্লকে বলিল, "আপনার বাড়ীতে কয়েকটা দুর্দ্দান্ত কুকুর আছে—শুনিয়াছি। সেগুলা কোথায় কর্ত্তা! হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করিবে না ত ?"

ম্যাথু মার্ল বলিল, "না সে ভয় নাই; তাহাদিগকে তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্র কাজ সারিয়া চলিয়া যাও। এখানে তোমাদের বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আলোগুলা সব একসঙ্গে না নিবিলে তোমাদের এখানে আনাইতাম না। সমস্ত আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল, বড়ই অসুবিধার বিষয়!"

সাটিরা ও কেজার এই অট্টালিকার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া দেখিল বাগানটি নানা প্রকার বন্য তরুলতায় আচ্ছন্ন, চারি দিকেই জঙ্গল; বড় বড় গাছগুলি চারি দিক হইতে অট্টালিকাটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আঙ্গিনা দিয়া ঘরে যাইবার পথটি আবর্জ্জনা ও রাবিসে আবৃত। সেই স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা রাশিতে পা ডুবিয়া যায়। তাহার কোন অংশে কোন দিন সম্মার্জ্জনী-স্পর্শ হইয়াছে বলি। মনে হয় না। অট্টালিকার প্রত্যেক দেওয়াল নানা জাতীয় লতায় আচ্ছন্ন। জানালাগুলি এভাবে বন্ধ করা ছিল যে, কোন কক্ষে রৌদ্র বাতাস প্রবেশের উপায় ছিল না। চারি দিকে গাছের শুষ্ক পাতা পুঞ্জীভূত, তাহা বৃষ্টির জলে পচিয়া দুর্গন্ধ উঠিতেছিল। জনসমাগমশূন্য পরিত্যক্ত অট্টালিকার যেরূপ অবস্থা হয়—সেই বাড়ীর অবস্থাও সেইরূপ, দেখিয়া মনে হয় সেই অট্টালিকা লণ্ডনের বহু দূরবর্ত্তী কোন পল্লী-গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত। লণ্ডনের বুকের উপর ফুলহাম পল্লীতে যে এরূপ জঙ্গলাকীর্ণ, দুর্গন্ধ-দূষিত, মনুষ্য-বাসের অযোগ্য কোন অট্টালিকা থাকিতে পারে ইহা না দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না।

ম্যাথু মার্ল সেই অট্টালিকায় প্রবেশের জন্য বারান্দায় উঠিয়া সদর দরজা খুলিল; তাহার পর সাটিরা ও কেজারকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিল। হল-ঘরের দ্বার জানালা সমস্তই বন্ধ ছিল, এজন্য তাহারা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একহাত দূরের বস্তুও দেখিতে পাইল না। ম্যাথু মার্ল একটা বাতি বাহির করিয়া তাহা জ্বালিয়া লইল; সেই আলোকে তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইল।

ম্যাথু হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া তাহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিল, "দেখ মিস্ত্রী, তোমরা যত শীঘ্র পার, কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাও। কাজ শেষ হইলে এক মিনিটও তোমাদের এখানে থাকা হইবে না। যদি তোমরা ভাল মিস্ত্রী হও, তাহা হইলে কাজ শেষ করিতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগিবে না।"

সাটিরা তাহার কথা শুনিয়া মনে মনে বলিল,—"আমাদের কাজ শেষ করিতে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগিবে না। তোমাকে সাবাড় করিতে পারিলেই আমাদের সকল চেষ্টা সফল হইবে। তবে তোমার পকেটে যে পিস্তলটা উঁচু হইয়া আছে উহা দেখিয়া আমার একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছে; কিন্তু আমি তোমাকে উহা স্পর্শ করিবারও অবসর দিব না। এখন একটু সুযোগ পাইতে যে বিলম্ব।"

ম্যাথু মার্ল বলিল, "সিঁড়ির নীচে যে কাবোর্ড আছে তাহার ভিতর সুইচবোর্ড ও মিটার দেখিতে পাইবে। আমি পূর্ব্বেই ফিউজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সেগুলি খারাপ হয় নাই। আমার বিশ্বাস মূল লাইনেই কোন গলদ ঘটিয়াছে, কিন্তু তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না!"

ম্যাথু মার্ল বাতি হাতে লইয়া কাবোর্ডের দ্বারের চাবির ছিদ্রটি দেখিবার জন্য সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। সেই সুযোগে সাটিরা পকেট হইতে লোহার ভারি হাতুড়ীটা বাহির করিয়া ম্যাথু মার্লের মস্তকে তদ্দ্বারা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল। সেই আঘাতে ম্যাথু মুহূর্ত্তের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

বাতিটা ম্যাথুর হাত হইতে খসিয়া পড়িলেও নিবিয়া যায় নাই। ফ্ল্যাস কেজার তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ম্যাথুর অসাড় দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর সে সাটিরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আঘাতটা বেশ জাঁকাল রকমই হইয়াছিল সর্দ্দার! এক আঘাতেই কঞ্জুস-ব্যাটা বেহুঁস; কিন্তু এখনও মরে নাই দেখিতেছি! কি কঠিন প্রাণ! হাতুড়ীর ওরকম ঘা খাইয়াও উহার মাথাটা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল না! আর এক ঘা মারিয়া উহাকে শেষ করিয়া ফেলুন সর্দ্দার! হতভাগা বাঁচিয়া থাকিলে পরে আমাদিগকে বিপদে ফেলিতে পারে।"

সাটিরা হাতুড়ীটা পুনর্ব্বার পকেট হইতে বাহির না করিয়া বলিল, "না,

উহাকে হত্যা করিয়া লাভ নাই; মার্ল বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের অনেক সুবিধা হইতে পারে। উহার ঘরে অনেক টাকা ও হীরা জহরত সঞ্চিত আছে; কিন্তু সেগুলি ও কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা আমরা জানি না; সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করাও সহজ হইবে না। ও বাঁচিয়া থাকিলে আমরা উহাকে যন্ত্রণা দিয়া সে কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। আপাততঃ ঐ তার দিয়া উহার হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখ, চেতনা লাভ করিয়া যেন আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে না পারে।”

সাটিরার আদেশ অনুসারে ফ্ল্যাস কেজার আহত ম্যাথু মার্লের হাত পা তাহাদের আনীত তার দ্বারা তাড়াতাড়ি দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহারা উভয়ে ম্যাথুকে ধরাধরি করিয়া সিঁড়ির নিম্নস্থিত কাবোর্ডের ভিতর সংস্থাপিত করিল, এবং কাবোর্ডের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহা চাবি দিয়া বন্ধ করিল।

ফ্ল্যাস কেজার সাটিরাকে বলিল, “টেলিফোনটা কোথায় আছে জানি না। তাহা খুঁজিয়া পাইলে নোলানকে ডাকিয়া বিজলি-বাতিগুলা জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে বলিতাম। কোন ঘরে আলো নাই; কি ভীষণ অন্ধকার! বাতির আলোকে এই অন্ধকারের মধ্যে বিভিন্ন কক্ষে যাতায়াতের সুবিধা হইবে না।”

যাহা হউক, ফ্ল্যাস কেজার বাতি হাতে লইয়া সম্মুখে যে কক্ষের দ্বার দেখিতে পাইল তাহাই খুলিয়া ফেলিল। ম্যাথু সেই কক্ষেই বাস করিত। সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। পাশের দিকের একটি জানালা খোলা ছিল, কিন্তু সেই জানালার বাহিরে যে বাগান ছিল তাহা এরূপ জঙ্গলাকীর্ণ যে, সেই জঙ্গল ভেদ করিয়া জানালা দিয়া ঘরের ভিতর আলো আসিবার উপায় ছিল না। সেই কক্ষে একখানি টেবিল, একখানি চেয়ার, এবং একখানি খাটিয়ায় শয্যা প্রসারিত ছিল। কক্ষের চারি দিকের দেওয়ালে কাঠের সেল্‌ফ্ ছিল, সেল্‌ফগুলি নানা প্রকার পুস্তকে পূর্ণ; তদ্ভিন্ন মেঝের উপর, ঘরের কোণে পুস্তকের স্তূপ পড়িয়া ছিল। এমন কি, খাটিয়ার নীচেও এক গাদা পুস্তক দেখিতে পাওয়া গেল। এই সকল পুস্তক দেখিয়া সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজার বুঝিতে পারিল, ম্যাথু দিবারাত্রি ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিত বলিয়া একাকী সময় কাটাইতে তাহার কষ্ট হইত না।

ফ্ল্যাস কেজার সেই কক্ষের দেওয়ালগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিল এক স্থানে পুস্তকের সেল্‌ফ্‌ নাই, সেখানে একটি প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আছে। সেই সিন্দুক দেখিয়া কেজারের বিশ্বাস হইল—সিন্দুকটিতে হীরা জহরতগুলি সঞ্চিত আছে। লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল, এবং জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "বোধ হয় বুড়ো কঞ্জুসটা এই সিন্দুকে নগদ টাকা মোহর ও হীরা জহরত লুকাইয়া রাখিয়াছে। সিন্দুকের চাবি তাহার পকেটেই পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পকেট খুঁজিয়া চাবি পাওয়া যায় কি না দেখিয়া আসিব সর্দ্দার?"

সাটিরা বলিল, "না এখন থাক, টাকা মোহর বা হীরা জহরত কি আছে না আছে তাহা দেখিবার জন্য এখন ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; সেজন্য পরে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কি করিতে হইবে শোন।—কিন্তু ও কি? হঠাৎ কে কোথায় ঘণ্টাধ্বনি করিল?"

সাটিরার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাহিরের দিক হইতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। সেই শব্দ নিস্তব্ধ অট্টালিকার প্রতিকক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মুহুর্মুহু ভীষণ শব্দে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

ফ্ল্যাস কেজার সভয়ে বলিল, "সদর দরজায় কে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে! এ সময় কে কি উদ্দেশ্যে বহির্দ্বারের ঘণ্টা বাজাইতেছে? মার্কেে যাহারা খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করে তাহারা ভিন্ন অন্য কোন লোক ত কোন দিন তাহার দরজায় ওভাবে সাড়া দেয় না।"

সাটিরা বলিল, "সদর দরজায় আসিয়া কে কি উদ্দেশ্যে ঘণ্টা বাজাইতেছে তাহা জানা দরকার; তুমি সদর দরজায় গিয়া দরজার গবাক্ষটা অল্প খুলিয়া একবার দেখিয়া এস—কে ঘণ্টা বাজাইতেছে।"

কেজার তৎক্ষণাৎ বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং দ্বারের কপাট-সংলগ্ন গবাক্ষটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। সে মুহূর্ত্ত-মধ্যে গবাক্ষ বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি সাটিরার নিকট উপস্থিত হইল।

সাটিরা দেখিল ফ্ল্যাস কেজার ভয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার

বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন আতঙ্ক ফুটিয়া বাহির হইতেছে! তাহার মুখ-বিবর উন্মুক্ত এবং ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না দেখিয়া সাটিরা তাহার ঘাড় ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনী দিল, এবং সক্রোধে বলিল, " কথা কহিতেছ না কেন? এত ভয় পাইবার কারণ কি? ভূত দেখিয়াছ না কি? কি দেখিয়া আসিলে শীঘ্র বল। বেটা পাতি চোর, ভয়েই মরিল! ব্যাপার কি?"

ফ্ল্যাস কেজার দাঁতে দাঁতে ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে কম্পিত স্বরে বলিল, "ভূত ত বরং ভাল সর্দ্দার! যাহা দেখিলাম সে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার! আমরা এখানে আশ্রয় লইয়াছি, পুলিশ বোধ হয় কোন উপায়ে এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। একজন পুলিশম্যান আসিয়া দরজা খুলিবার জন্য ওভাবে ঘণ্টা বাজাইতেছে। হাঁ সর্দ্দার, পুলিশম্যান। এবার বোধ হয় আর আমাদের পরিত্রাণ নাই।"

ফ্ল্যাস কেজারের কথা শুনিয়া সাটিরা সক্রোধে হুঙ্কার দিল। তাহার চোখ মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল।

চতুর্থ প্রবাহ

সন্ধান লাভ

স্মিথ মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া টুপিটা তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল, তাহার পর টাইগারকে সেই কক্ষে ছাড়িয়া দিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, তার-টার কিছু পাইলেন কি? পলাতক সাটিরার কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে?"

স্মিথ টাইগারকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিল; সে বাহিরে যাইবার সময় মিঃ ব্লেককে যে অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, ঘরে ফিরিয়াও তাঁহাকে ঠিক সেই অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিল। তিনি একটি পুরাতন কোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া চটি পায়ে দিয়া চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন চিন্তা-ভারাক্রান্ত। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, তাহা স্মিথ বুঝিতে পারিল না।

স্মিথের প্রশ্ন শুনিয়া মিঃ ব্লেক মুখ হইতে পাইপ নামাইয়া বলিলেন, "না স্মিথ, সাটিরার কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। শীঘ্র যে তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে—ইহাও আশা করিতে পারিতেছি না। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।"

ডাক্তার সাটিরা তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে জেলখানার গাড়ী হইতে পলায়ন করিবার পর চারি দিন অতীত হইয়াছে। পেন্টনভিলের কারাগার হইতে নিউ বেলির দায়রা আদালতে আসিবার সময় সে কি কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল, এবং মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুটস তাহাকে ফায়ার ইঞ্জিনসহ ধরিবার চেষ্টা করিলেও কি ভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা 'ডাক্তারের মুষ্টিযোগ' উপন্যাসে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে, এজন্য আমরা এখানে সেই ঘটনার পুনরালোচনায় বিরত হইলাম। সাটিরা ধরা পড়িবার ভয়ে অনন্যোপায় হইয়া পথিমধ্যে একটি

ড্রেনের ভিতর নামিয়া পড়িয়াছিল, সে সেই ড্রেনের ভিতর দিয়া বহুদূরে গিয়া লণ্ডনের আর একটি পথে উঠিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান পায় নাই।

সাটিরার পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে বিচারপতি কার্গেট ও প্রবীণ কৌন্সিলী সার কার্ব্বি ক্যানন প্রভৃতি অনেকে নিহত হওয়ায় পলাতক সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভেরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমগ্র লণ্ডনের সম্ভব ও অসম্ভব সকল স্থানেই খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সাটিরা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছিল! পুলিশ স্থির করিয়াছিল সে যদি লণ্ডন হইতে পলায়ন না করিয়া থাকে—তাহা হইলে যেরূপে হউক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, আর সে লণ্ডন হইতে পলায়ন করিয়া থাকিলেও কোন কৌশলে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে না পারে—সে জন্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। সাটিরাকে সনাক্ত করিবার জন্য তাহার প্রতিকৃতি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক গ্রামে নগরে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরা কোথায় লুকাইয়াছে তাহার যদি সামান্য কোন সূত্রও আবিষ্কার করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমরা সেই সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিতাম; কিন্তু পুলিশ সমগ্র লণ্ডনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খানাতল্লাস করিয়াও তাহার সন্ধান পাইল না। সন্দেহজনক যত ক্লাব, যত চোর ডাকাতের প্রধান আড্ডা সমস্তই খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে। সার্টিরা সম্ভবতঃ সেই সকল স্থানের কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লুকাইয়া ছিল, পুলিশ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র খানাতল্লাসের ঘটা দেখিয়া পূর্ব্বেই সে নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছে, এজন্য পুলিশের খানাতল্লাস নিস্ফল হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এই ভাবে খানাতল্লাস করায় একটা লাভ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না কর্ত্তা! পুলিশ তাহার সন্ধানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া সে এই কয় দিনের মধ্যে দস্যুবৃত্তির বা নরহত্যার সুযোগ পায় নাই; লণ্ডনের অধিবাসীরা একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে। যদি সে বুঝিতে

পারিত তাহার আর ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টায় বিরত হইয়াছে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আবার দাঁত বাহির করিত। এই কয় দিনের মধ্যে অনেকেরই প্রাণ যাইত; আমাদেরও মাথা বাঁচিত কি না সন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সে যে এই ভাবে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, ইহা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে, ইহাও সেই প্রকার।"

স্মিথ বলিল, "আমি বেড়াইয়া আসিবার সময় পথে 'মর্ণিং নিউজের' বিশেষ-সংস্করণ একখানি কিনিয়া ছিলাম; ইহাতে সাটিরা সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ থাকিতে পারে। কাগজখানা পকেটেই আছে খুলিয়া দেখি।"

স্মিথ পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া পাঠ করিল। "সাটিরা কোথায়?" "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছে?"—সংবাদপত্র-সম্পাদক এই সকল প্রশ্ন করিয়া পুলিশের অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুশাণিত বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন। —ইহা পাঠ করিয়া স্মিথ বলিল, "খবরের কাগজে পুলিশকে গালি দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ কর্ত্তা! তাহারা এভাবে পুলিশকে গালি না দিয়া নিজেরাও ত সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। তাহাদের ত অগণ্য ছোকরা-রিপোর্টার আছে, তাহারা পুলিশের কাছে সাটিরার সন্ধান না লইয়া নিজেরাই গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করুক না। তাহাদের সেই চেষ্টার ফল প্রকাশ করিলেও পাঠকেরা নূতন কিছু পড়িতে পায়। কিন্তু সাটিরাকে ধরিতে যাইতে কাহারও সাহস হইতেছে না। যত সাহস পুলিশকে গালি দেওয়ার সময়।"

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাগজখানি দেখিতে দেখিতে স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, একটা নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বটে! কিন্তু এই সংবাদটির সহিত সাটিরার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ কাল হইতে অদৃশ্য হইয়াছে! কাল সকাল হইতে তাহার

কোন সন্ধান নাই। কাল রাত্রে সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত না থাকায় পুলিশ বড়ই চিন্তিত হইয়াছে; তাহাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বটে! সেই ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীটি কে? আমাদের প্রিয় বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স না কি? বেচারা কি আবার সাটিরার কবলে পড়িল?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা, কাল হইতে যে ডিটেক্‌টিভ অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার নাম ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি কাল হইতে অদৃশ্য হইয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! ম্যাক্‌কিনি অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক ডিটেক্‌টিভ, বিপদে সে আত্মরক্ষা করিতে জানে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যে সকল ডিটেক্‌টিভ সাটিরার অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিল—ম্যাক্‌কিনি তাহাদের অন্যতম; হয় ত সে সাটিরার সন্ধান পাইয়াছিল, তাহার এইরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধান দুশ্চিন্তার বিষয় বটে।"

স্মিথ বলিল, "সে সাটিরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইয়াছে কি না তাহা কে বলিতে পারে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আশা করি সে সাটিরা কর্ত্তৃক বিপন্ন হয় নাই। আমি ম্যাক্‌কিনিকে ভালই জানি। কালে সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুনাম রক্ষা করিতে পারিবে। এখন তাহার সন্ধান হইলে দুশ্চিন্তা দূর হয়।—ও কি, টেলিফোনে কে ডাকাডাকি করিতেছে—শোন ত স্মিথ! বোধ হয় কুট্‌স।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আপনাকে ডাকিতেছেন। তিনি কি বলিতেছেন—আপনি উঠিয়া আসিয়া শুনুন।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া রিসিভার ধরিলেন, তিনি সাড়া দিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাল্লো ব্লেক, তুমি? আমাদের ম্যাক্‌কিনি ছোকরার সংবাদ শুনিয়াছ বোধ হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই মাত্র 'নিউজে' তাহার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ দেখিতে

পাইলাম; অদ্ভুত ব্যাপার! এখন পর্য্যন্ত কি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, সন্ধান একটু পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু সে সংবাদকে সুসংবাদ বলিতে পারি না। শুনিলাম বেচারার অবস্থা শোচনীয়। যদি তুমি আনুপূর্ব্বিক সকল সংবাদ জানিবার জন্ত উৎসুক হইয়া থাক—তাহা হইলে পনের মিনিটের মধ্যে বৃটিশ-মিউজিয়মের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমি এখনই সেখানে রওনা হইতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বৃটিশ-মিউজিয়মের বহির্দ্বারে?—তুমি বোধ হয় টিউব-ষ্টেশনের কথা বলিতেছ। বৃটিশ মিউজিয়মে কেন যাইবে বুঝিতে পারিলাম না, সেখানে কি?"

কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, আমি বৃটিশ মিউজিয়মেই যাইতেছি ব্লেক! সেইখানেই ম্যাক্‌কিনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "নিরুদ্দিষ্ট ম্যাক্‌কিনির সন্ধান হইল শেষে বৃটিশ মিউজিয়মে? সেখানে সে গোয়েন্দাগিরির কি উপলক্ষ পাইয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ওভার-কোট পরিধান করিতে করিতে বলিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কুট্‌সের কথার ভাবে বোধ হইল—ম্যাক্‌কিনি সেখানে কোন রকমে বিপন্ন হইয়াছিল। বৃটিশ মিউজিয়মে গিয়া যদি তাহার কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার সেই বিপদের সহিত সাটিরার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। তুমি ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ টুপি মাথায় দিয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশে বসিলে মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিওয়ালাকে বৃটিশ মিউজিয়মে যাইতে আদেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেকের ট্যাক্সি বৃটিশ মিউজিয়মের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র অন্ত দিক হইতে আর একখানি ট্যাক্সি সেই স্থানে আসিয়া থামিল। ইন্‌স্পেক্টর

কুট্‌স সেই ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, মিঃ ব্লেকও ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া মিউজিয়মের সোপানশ্রেণী দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা এখনও ঠিক জানিতে পারি নাই। আমি ইয়ার্ডে ছিলাম—সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর সেলার ফোনে আমাকে বলিল ম্যাক্‌কিনিকে মিউজিয়মের মধ্যে অতি অদ্ভুত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; তখন সে অজ্ঞান! আমাকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বলায় তাড়াতাড়ি এখানে চলিয়া আসিলাম। এই যে ইন্‌স্পেক্টর সেলার এই দিকেই আসিতেছে। সকল কথা এখনই শুনিতে পাইব।"

ইন্‌স্পেক্টরের পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি দীর্ঘদেহ যুবক বৃটিশ মিউজিয়মের হল-ঘরের বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ইনিই ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর সেলার। হলের ভিতর মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারীর সহিত তিনি কথা কহিতেছিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে হলের বাহিরে দেখিয়া তিনি সেখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর সেলার কুট্‌সকে বলিলেন, "বড়ই ভীষণ কাণ্ড কুট্‌স! ব্যাপার যে কি তাহা এখন পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ম্যাক্‌কিনিকে হাঁস-পাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার মাথা না ফাটিলেও মস্তিষ্কে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। সেই আঘাতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অবস্থা শোচনীয়। ডাক্তারের অভিমত এখনও জানিতে পারি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টার কুট্‌স্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাহার মাথায় আঘাত লাগিল কিরূপে? কেহ কি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল? না, অন্য কোন রকম দুর্ঘটনা?"

ইন্‌স্পক্টের সেলার বলিলেন, "কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়া ত মনে হয় না। বোধ হয় কেহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, দোতালার একটি মিস্রীয় কক্ষে মমির একটি আধারের ভিতর তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সে স্বয়ং সেই বাক্সে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, এ কথা বিশ্বাসের

অযোগ্য। সম্ভবতঃ কেহ তাহাকে আক্রমণ করিয়া মাথায় আঘাত করিয়াছিল; তাহার পর তাহাকে সেই খালি বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া চম্পটদান করিয়াছে। সেই বাক্সের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করা হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "মমির খালি বাক্সের ভিতর তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে? বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!—ইহার কারণানুসন্ধান করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর সেলার বলিলেন, "কিছুই জানিতে পারি নাই। সে অজ্ঞান অবস্থায় মমির বাক্সে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী এই অদ্ভুত ব্যাপার জানিতে পারিয়া আমাকে ও একজন ডাক্তারকে টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছিল। তোমরা আমার সঙ্গে দোতালার সেই কুঠুরীতে চল—সেখানে আমি যে চাকরটার নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহা সকলই তাহার নিকট শুনিতে পাইবে। সে যাহা জানে—তাহা তোমাদিগকেও বলিবে।"

যে মিসরীয় কক্ষে ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি সাটিরা কর্ত্তৃক আহত হইয়াছিলেন—সেই কক্ষে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর সেলার সেই কক্ষের ভার পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট চাবি ছিল। তিনি দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক কক্ষের মধ্যস্থলে মমির শূন্য আধারটি দেখিতে পাইলেন। বাক্সটির ডালা খোলা ছিল; মিঃ ব্লেক তাহার ভিতর রক্তের দাগ দেখিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর সেলার বলিলেন, "হবস নামক যে ভৃত্যটি প্রথমে ম্যাক্‌কিনির সন্ধান জানিতে পারিয়াছিল, তাহার নিকট সকল কথা শুনুন।

হব্‌স সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। ইন্‌স্পেক্টর সেলারের ইঙ্গিতে সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমার অধিক কিছুই বলিবার নাই। প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি এই কামরার ভিতর দিয়া পাশের কামরায় যাইবার সময় হঠাৎ অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম; মনে হইল কেহ অত্যন্ত যাতনা

পাওয়ায় ঐভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। আমি চারি দিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় মনে করিলাম—শব্দটা কাল্পনিক, আমার মনের ভুল মাত্র। আমি কান পাতিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে আবার সেইরূপ গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার আমার বড়ই ভয় হইল, আমার মনে হইল বহুকালের মৃত কোন মমিতে হয় ত ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে; সেই ভূত ঐভাবে আমাকে ভয় দেখাইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই কামরা হইতে পলায়ন করিলাম; কিন্তু ব্যাপার কি তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল, আমি আত্মরক্ষার জন্য একখানি লাঠী লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর চারি দিকে চাহিয়া হঠাৎ দেখিলাম—কাচের আলমারীর নীচে মমির ঐ খালি বাক্সটা দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে! তখন আমার মনে হইল হয় ত কোন দুষ্ট ছেলে ঐ বাক্সের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া ঐভাবে আমাকে ভয় দেখাইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বাক্সটা টানিয়া আনিলাম; বাক্সের ডালা বন্ধ ছিল, ডালাখানা খুলিয়া দেখি তাহার ভিতর একজন লোক চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে, বোধ হয় মাথায় খুব আঘাত লাগিয়াছিল।—বাক্সের ভিতর একটা টুপিও দেখিতে পাইলাম, টুপিটি যেন কোন ভারি জিনিসের আঘাতে ভাঙ্গিয়া দুমড়াইয়া গিয়াছিল।”

অতঃপর মিউজিয়মের কর্ম্মচারীটি বলিলেন, “হব্‌স আমাকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিলে আমি পুলিশকে টেলিফোন করিলাম। আহত লোকটির পকেটে যে কাগজপত্র ছিল তাহা দেখিয়া জানিতে পারিলাম—তিনি ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি। ডাক্তারকেও ডাকা হইল। তিনি আসিয়া ম্যাক্‌কিনিকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনি কিরূপে আহত হইলেন, তাঁহাকে কে ঐ মমির বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! এত কাল এই মিউজিয়মে চাকরী করিতেছি, এ রকম ভীষণ কাণ্ড কখন ঘটিতে দেখি নাই। এ যে কি রহস্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “কেবল কি অদ্ভুত? নিজে না দেখিলে ইহা

সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইত না। এত লোক থাকিতে ম্যাক্‌কিনি আহত হইয়া এই মমির বাক্সে পড়িয়া ছিল! সে ঐ বাক্সের ভিতর কতক্ষণ ছিল বলিতে পারেন?"

কর্ম্মচারী বলিল, "ডাক্তার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, আহত হইবার পর কয়েক ঘণ্টা তিনি ঐ বাক্সে আবদ্ধ ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "ম্যাক্‌কিনির পরিচিত কোন দস্যু বা তস্কর তাহাকে এইভাবে আহত করিয়া ঐ খালি বাক্সটার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার পর সে মিউজিয়মের প্রহরীদের অজ্ঞাতসারে এই কক্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ম্যাক্‌কিনির আহত অবস্থায় ঐ বাক্সের ভিতর পড়িয়া থাকিবার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। (there can be no explanation.) ম্যাক্‌কিনি চেতনা লাভ করিয়া সকল কথা প্রকাশ না করিলে আমরা এই দুর্ঘটনার কারণ জানিতে পারিব না। ম্যাক্‌কিনি কি উদ্দেশ্যে মিউজিয়মে আসিয়াছিল—তাহা বলিতে পার কুট্‌স?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ম্যাক্‌কিনি মধ্যে মধ্যে মিউজিয়মে আসিত, ইহা তাহারই নিকট শুনিয়াছিলাম। সে আমাকে একদিন বলিয়াছিল—দস্যু তস্কর ও ফেরারী আসামীরা ধরা পড়িবার ভয়ে অনেক সময় এই মিউজিয়মে আসিয়া দিবা-ভাগে লুকাইয়া থাকে। কারণ তাহারা জানে পুলিশ বৃটিশ মিউজিয়মে তাহাদিগকে খুঁজিতে আসিবে না। ম্যাক্‌কিনি এখানে বেড়াইতে আসিয়া দুই একবার ঐরূপ ফেরারী আসামীর সন্ধান পাইয়াছিল—একথাও তাহার নিকট শুনিয়াছি। আমার বিশ্বাস, ম্যাক্‌কিনি আজ এখানে আসিয়া ঐরূপ কোন দুর্দ্দান্ত ফেরারী আসামীকে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া সম্ভবতঃ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আসামীটা হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছিল। ম্যাক্‌কিনি সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলে সেই দস্যু বা তস্কর তাহাকে ঐ খালি মমির বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। ম্যাক্‌কিনি চেতনা লাভ করিলে তাহার নিকট সকল কথা জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক মিউজিয়মের ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ এই কামরার ভিতর দিয়া যাতায়াত কর ?"

ভৃত্য বলিল, "আমাকে প্রত্যহ এই সকল কামরায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন কামরায় ঘুরিতে ঘুরিতে আমি দশ বার মিনিট অন্তর এই কামরায় আসি। দর্শকেরা এই সকল কামরায় আসিয়া সঞ্চিত জিনিসপত্রগুলি দেখিতে থাকে—তাহারা কোন জিনিস স্পর্শ না করে কি কোন ক্ষতি করিতে না পারে—ইহা দেখিবার জন্ত আমি বিভিন্ন কামরায় ঘুরিয়া বেড়াই।—আজ এই কামরায় অধিক লোক প্রবেশ করে নাই; কয়েকজন স্কুলের ছেলে, দুই তিনজন বৃদ্ধ ও কয়েকটি মহিলাকে এই কামরায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বা এখান হইতে বাহিরে গিয়া এই কামরার ভিতর কোন রকম গোলমাল কি অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে ?"

ভৃত্য মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি পাশের কামরা হইতে এই কামরার আসিবার সময় যেন একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটা 'ধপাস' শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম; আমার মনে হইয়াছিল কেহ হঠাৎ মেঝের উপর পড়িয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ এই কামরায় আসিলাম। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ ও একটি যুবক একটা প্রাচীন মিসরীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কি বলাবলি করিতেছিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা সেই কক্ষে কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল কি না। তাহারা বলিল পাশের কুঠুরীতে কয়েকজন ছাত্র গোলমাল করিতেছিল, সেই শব্দ তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল। এই কামরায় কোন শব্দ হয় নাই বলিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের কথা সত্য কি না অনুমান করা অসম্ভব। হয় ত ঐ দুইজন লোক ছদ্মবেশী দস্যু; ম্যাক্‌কিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারায় তাহারা ধরা পরিবার ভয়ে ম্যাক্‌কিনিকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়াছিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া মেঝের উপর পড়িলে—তাহাকে ঐ বাক্সের ভিতর পুরিয়া রাখিয়া, যেন

কিছুই জানে না এইভাবে প্রাচীন মিসরীয় মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহার পর তুমি এই কক্ষ ত্যাগ করিলে তাহারা সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িয়াছে।
—তাহাদের চেহারা কিরূপ ?

ভৃত্য বলিল, "একজন বৃদ্ধ, মুখে সাদা দাড়ি গোঁপ, দেখিয়া পণ্ডিত লোক বলিয়াই মনে হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যুবক, পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ, তাহার এক চোখে চশমা। তাহারা যে এরূপ অন্যায় কাজ করিতে পারে—তাহাদের চেহারা দেখিয়া তাহা ধারণা হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা চেহারা দেখিয়া সকল সময় বুঝিতে পারা যায় না।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের মেঝের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একখানি চেয়ারের একটি পায়ার নীচে এক টুকরা কাগজ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল চেয়ারের পায়ায় কোন কাগজ চাপা পড়িয়া ছিল, কেহ তাহা তাড়াতাড়ি টানিয়া লইতে গিয়া সম্পূর্ণ কাগজখানি লইতে পারে নাই, যে অংশ চেয়ারের পায়ার নীচে ছিল তাহা ছিঁড়িয়া সেই স্থানেই আটকাইয়া আছে। মিঃ ব্লেক কাগজের সেই ছিন্ন অংশ তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহাতে পেন্সিল দিয়া কোন বাড়ীর নক্সার কিয়দংশ অঙ্কিত আছে, এবং তাহার নীচে কয়েকটি কথা লেখা আছে; কিন্তু কথাগুলি তাহাতে সম্পূর্ণ না থাকায় তাহা অসংলগ্ন, অর্থহীন। সাটিরার অনুচর মার্ল হাউসের পরিচয় ও মার্লের চরিত্রের বিশেষত্ব জ্ঞাপক যে কাগজখানি সাটিরার হাতে দিয়াছিল, তাহা উড়িয়া চেয়ারের নীচে পড়িয়াছিল, সাটিরা চেয়ার সরাইয়া সেই কাগজখানি কুড়াইয়া লইবার সময় তাহার এক অংশ চেয়ারের পায়ার নীচে চাপা পড়িয়াছিল। সাটিরা তাহা টানিয়া লইয়া দলা পাকাইয়া তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া চেয়ারের পায়ার নীচে বাধিয়াছিল—তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। সেই কাগজের ছিন্ন অংশটুকুই এই ভাবে মিঃ ব্লেকের হস্তগত হইল; কিন্তু তখন তিনি ইহার মূল্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ইহার সাহায্যে কোন গূঢ় রহস্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে, না

হইতেও পারে; পরে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"—তিনি কাগজের সেই টুকরাটুকু পকেটে রাখিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন,"এখানে আমাদের আর কিছুই জানিবার নাই, এখানে বৃথা তর্কবিতর্ক করিয়া কোন লাভ নাই; চল হাসপাতালে যাই। বেচারা ম্যাক্‌কিনি এখন কেমন আছে তাহা জানিবার জন্ম আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। বোধ হয় এতক্ষণ সে চেতনা লাভ করিয়াছে; যদি তাহার কথা কহিবার শক্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার নিকট সকল কথাই জানিতে পারিব। তাহার কাছে না শুনিলে কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যে দস্যু ম্যাক্‌কিনিকে আক্রমণ করিয়াছিল ম্যাক্‌কিনি যদি তাহাকে চিনিতে পারিয়া থাকে তাহাহইলে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে পারিব। সে কে, তাহা আমরা অনুমান করিতে না পারিলেও সে যে ধরা পড়িবার ভয়েই ম্যাক্‌কিনিকে আক্রমণ করিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে!"

স্মিথ বলিল, "হয় ত সাটিরাই ম্যাক্‌কিনিকে আহত করিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টার কুটস রাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি যে বাপু সাটিরাকে ভুলিতে পারিতেছ না! যেন সাটিরা ভিন্ন খুন জখম করিবার লোক লণ্ডনে আর কেহই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সাটিরা মিউজিয়মে আসিয়া লুকাইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যেখানে তাহাকে কেহ দেখিবার আশা না করে—সেই স্থানেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। পুলিশের তাড়া খাইয়া সাটিরা আমার শয়ন-কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে—ইহা কি মুহূর্ত্তের জন্তও আশা করিয়াছিলে? কিন্তু সে আমার ঘরে গিয়া আমাকে তোমাকে ও স্মিথকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।"

সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনিকে বার্টস্ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে শুনিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সার্জ্জনকে

তাঁহাদের আগমন সংবাদ জানাইলে তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ম্যাক্‌কিনির নিকট লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার তাঁহাদিগকে সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্তে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনারা ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে ম্যাক্‌কিনির চেতনা সঞ্চার হইয়াছে, সে উঠিয়া বসিয়াছে; আমাকে বলিতেছিল সে এখনই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইবে। আমি বহুকষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছি, কারণ এখনও তাহার উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার শক্তি হয় নাই। আমি তাহাকে বলিয়াছি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে টেলিফোনে সংবাদ দিতেছি, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র এখানে আসিবেন। আমার কথা শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়াছে। আপনারা তাহার শয্যা-প্রান্তে গিয়া তাহার সহিত দেখা করুন। তাহার মস্তকের আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই, হাতুড়ীর ধারে মাথার চামড়া খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। সেই আঘাতেই সে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।"

ম্যাক্‌কিনি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন; তাঁহার মুখ বিবর্ণ; শরীর দুর্ব্বল হইলেও তখন তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আসিতে দেখিয়া আগ্রহভরে উঠিয়া বসিলেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও ব্লেককে দেখিয়া বলিলেন, "মিঃ কুট্‌স, আপনারা যে এত শীঘ্র এখানে আসিবেন—ইহা আমি প্রত্যাশা করি নাই। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম; কিন্তু ডাক্তার আমাকে শয্যা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মিঃ ব্লেকও আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি আপনাদিগকে যে সংবাদ দিব তাহা শুনিয়া আপনারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিস্মিত হইবেন। ইহা বড়ই জরুরি সংবাদ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, কোন নূতন সংবাদ পাইবার আশায় তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। তুমি চেতনালাভ করিয়াছ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু তুমি হঠাৎ অত উত্তেজিত হইও না। তোমার যাহা কিছু বলিবার আছে ধীরে ধীরে বল। যে শয়তান তোমাকে আক্রমণ করিয়া বেহুঁস করিয়াছিল—তাহার নাম জানিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত

আগ্রহ হইয়াছে। তাহার নাম শুনিলে, সে যেখানেই থাকুক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।”

ম্যাক্‌কিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, “কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেই শয়তানকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত লণ্ডনের সমগ্র পুলিশ-বাহিনী ও স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সকল ডিটেক্‌টিভ সারা লণ্ডন ওলট্‌-পালট্‌ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; অথচ সে বৃটিশ মিউজিয়মের একটি কক্ষে ছদ্মবেশে বসিয়া থাকিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মাথা ফাটাইয়া পলায়ন করিল! আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অধীর স্বরে বলিলেন, “কে সেই নর-পিশাচ—শীঘ্র তাহার নাম বল।”

ম্যাক্‌কিনি বলিলেন, “ডাক্তার সাটিরা। তাহারই লৌহদণ্ডের আঘাতে আমার মাথা ফাটিয়াছে। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পর সে কি করিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই।”

পঞ্চম প্রবাহ

নূতন সূত্র

ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনির কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, ম্যাক্‌কিনি, তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছ! তোমার মাথায় যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতেই তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ডাক্তার সাটিরা প্রাণভয়ে নানাস্থানে লুকাইয়া বেড়াইতেছে; সে বৃটিশ মিউজিয়মে কি করিতে যাইবে?"

ম্যাক্‌কিনি বলিলেন, "সে মিউজিয়মের একটি কামরায় বসিয়া ফ্ল্যাস কেজার নামক দস্যুর সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিল। ফ্ল্যাস কেজারের অসংখ্য ছদ্ম-নাম আছে, তন্মধ্যে সে কিড্ কোলম্যান নামেই সাধারণতঃ পরিচিত। আমি ছদ্মবেশী সাটিরাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই; যদি তাহাকে ফ্ল্যাস কেজারের সহিত পরামর্শ করিতে না দেখিতাম—তাহা হইলে তাহাকে ছদ্মবেশী দস্যু বলিয়াও সন্দেহ করিতে পারিতাম না। আমি মধ্যে মধ্যে বৃটিশ মিউজিয়মে বেড়াইতে যাই, কাল সকালেও সেখানে গিয়াছিলাম। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ কামরায় প্রবেশ করিয়াই একটি কাচের আলমারিতে ফ্ল্যাস কেজারের ছায়া প্রতিফলিত দেখিলাম; সে বা তাহার সঙ্গী তখন আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমি দেখিলাম বৃদ্ধটি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিতেছিল। বৃদ্ধের মুখে লম্বা পাকা দাড়ি গোঁফ, ফ্রক-কোটে তাহার দেহ আবৃত, এবং তাহার মাথায় রেশমী হ্যাট ছিল। তাহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইল।

"তাহাদিগকে ঐভাবে আলাপ করিতে দেখিয়া আমার ধারণা হইল, বুড়াটা নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দস্যু। ফ্ল্যাস কেজার তাহারই দলের লোক;

সেখানে তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে। আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা এভাবে অন্য দিকে চাহিতে লাগিল যেন তাহারা পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। আমি ফ্ল্যাস কেজারের সম্মুখে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কি মতলবে মিউজিয়মের সেই কক্ষে বসিয়া আছে। সে আমাকে চিনিতে পারিয়া দুই একটি কড়া কথা শুনাইয়া দিল; বলিল—সে আমার কোন তোয়াক্কা রাখে না, মিউজিয়মে আমার মত তাহারও বেড়াইবার অধিকার আছে—ইত্যাদি। আমি বুড়োটার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে একখানি পুরাতন কেতাব খুলিয়া তাহাই যেন অখণ্ড মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ আমার মনে হইল—বুড়ার পাকা দাড়ি গোঁফ হয় ত কৃত্রিম। আমি তৎক্ষণাৎ বুড়ার মাথায় হাত দিয়া চুলসহ তাহার টুপি ধরিয়া টানিলাম; তাহার কৃত্রিম চুল খসিয়া আসিল, এবং ঝুটা গোঁফের সঙ্গে পাকা দাড়িও এক পাশে ঝুলিয়া পড়িল! আমি সাটিরার ফটো দেখিয়াছিলাম; তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম—সে ছদ্মবেশী সাটিরা ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

"সাটিরাকে চিনিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হইলাম, এবং তাহাকে ধরিবার জন্য এক লাফে তাহার সম্মুখে আসিলাম; কিন্তু সাটিরা অসাধারণ চতুর; সে চক্ষুর নিমেষে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আমি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে পকেট হইতে কি একটা ভারি জিনিস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা সবেগে আমার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল জানিতে পারি নাই; আমার চেতনা-সঞ্চার হইলে দেখিলাম—এই হাসপাতালে পড়িয়া আছি।"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিল, "আমি কি আপনাকে বলি নাই ইহা সাটিরারই কাজ? কিন্তু আপনি তখন আমার কথা, অবিশ্বাস করিয়াছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোন কথা না বলিয়া গম্ভীরভাবে নোট-বহিতে সাটিরা

ও ফ্ল্যাস কেজারের ছদ্মবেশের বর্ণনা লিখিতে লাগিলেন। ম্যাক্‌কিনি তাহাদের উভয়কে যে বেশে দেখিয়াছিলেন, তাহাই কুটস তাঁহার নিকট জানিয়া লইয়া লিখিতেছেন দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কুটস, তুমি সাটিরা ও তাহার সঙ্গীর বেশভূষার যে বর্ণনা লিখিতেছ—তাহা তোমাদের কোন কাজে লাগিবে না। তাহারা মিউজিয়ম ত্যাগ করিয়া প্রথমে যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল—সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াই ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা অন্য প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই পাকা দাড়ি-গোঁফধারী ফ্রককোট ও রেশমী টুপি-পরিহিত বৃদ্ধকে লণ্ডনের কোন স্থানে আর দেখিতে পাইবে না। তবে আমরা চেষ্টা করিলে ফ্ল্যাস কেজারকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। তাহাকে ধরিতে পারিলে তাহার নিকট হইতে সাটিরার কোন সন্ধান সংগ্রহ করা যাইতেও পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "ম্যাক্‌কিনির কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—সাটিরা এখনও লণ্ডনেই আছে। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও সে বৃটিশ মিউজিয়মের অদূরে ছিল—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আমি এখনই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যবস্থা করিব। যদি তোমাকে জানাইবার মত কোন সংবাদ পাই—তাহা হইলে টেলিফোনে তোমাকে জানাইব।"

স্মিথ বলিল, "সাটিরা হঠাৎ ওভাবে ধরা পড়িবে—ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই; ম্যাক্‌কিনি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করা কত কঠিন—তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। ম্যাক্‌কিনির সৌভাগ্য যে, উহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। সাটিরা পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া বৃটিশ মিউজিয়মে লুকাইয়া ছিল—ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লণ্ডনের যে সকল স্থানে সাটিরার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই সকল স্থানের নামের যদি একটি তালিকা প্রস্তুত কর—তাহা হইলে সেই সকল স্থানের কোন একটিতে সাটিরার সন্ধান হইতে পারে।

পুলিশ তাহাকে যে সকল স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—সেই সকল স্থানে তাহার দর্শন লাভের সম্ভাবনা নাই—এ কথা আমি তোমাদিগকে অনেকবার বলিয়াছি। তবে যদি সে ফ্ল্যাস কেজারের ন্যায় ইতর তস্করের দলে মিশিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ক্ষুণ্ণ মনে বেকার ষ্ট্রীটে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট হইতে সেই দিন আর কোন সংবাদ পাইলেন না। ডাক্তার সাটিরা হঠাৎ বৃটিশ মিউজিয়মে উপস্থিত হইয়া সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনিকে কি ভাবে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল—তাহার অতিরঞ্জিত বিবরণ সেই দিনের সান্ধ্য সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইল।

পরদিন প্রভাতেও মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইলেন না। মিঃ ব্লেকের হাতে একটা জরুরি তদন্তের ভার ছিল—তিনি তৎ সংক্রান্ত কাগজ পত্র লইয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণ-কালে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বেকার ষ্ট্রীটে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং হতাশভাবে মাথা নাড়িলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সংবাদ কি কুট্‌স? তোমাকে ও রকম বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? আমি তোমার নিকট কোন নূতন সংবাদ শুনিবার আশা করিতেছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ম্যাক্‌কিনি ভালই আছে। সে ইয়ার্ডে ফিরিয়া কাজে যোগদান করিয়াছে। আহতের তালিকায় সে নাম লিখাইতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সাটিরার সন্ধান পাই নাই; সে যেন হাওয়ায় মিসিয়া গিয়াছে! সে বৃটিশ মিউজিয়ম হইতে কোনও আড্ডায় প্রবেশ করিয়াই নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে—তোমার এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফ্ল্যাস কেজারেরও কোন সন্ধান পাও নাই? ফ্ল্যাস কেজার লণ্ডনে আসিয়া কোথায় গোপনে বাস করিতেছে—তাহাও তোমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না—ইহা মনে করিতে পারি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “না, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ সাটিরাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দিবারাত্রি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; সাটিরাই সকলের লক্ষ্য, ফ্ল্যাস কেজারের ন্যায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের গতিবিধির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। আমরা প্রায় এক বৎসর তাহাকে দেখিতে পাই নাই; বিশেষতঃ, সে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া নূতন কোন অপরাধ না করায় পুলিশ তাহার সন্ধান লওয়াও প্রয়োজন মনে করে নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তাহাকে বৃটিশ মিউজিয়মে সাটিরার সঙ্গে পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছে, এবং সাটিরা যখন ম্যাক্‌কিনিকে আহত করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় মমির বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—তখন সে সম্ভবতঃ সাটিরার এই কুকর্ম্মে সাহায্যও করিয়াছিল, এ অবস্থার সাটিরার সাহায্যকারী বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করাই পুলিশের উচিত ছিল। তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কি উপেক্ষার বিষয়? বিশেষতঃ, লণ্ডনের যে সকল দস্যু তস্কর সাটিরার পলায়নে সাহায্য করিতেছে—ফ্ল্যাস কেজার তাহাদের অন্যতম। তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তাহাদের দলের আরও অনেকে ধরা পড়িত, এবং সাটিরার গতিবিধিরও সন্ধান পাওয়া হয় ত অসম্ভব হইত না। যদি তোমরা কেজারকে কোন কৌশলে গ্রেপ্তার করিতে পার—তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগৃহীত হইবে—এ কথা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা না করিয়া তোমরা বড়ই ভুল করিয়াছ কুট্‌স!”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “সে যদি লণ্ডনে থাকে—তাহা হইলে শীঘ্র হউক আর বিলম্বে হউক—আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ সাটিরার অনুসন্ধানেই এখন পুলিশের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। সাটিরাকে ধরিতে না পারিলে আমরা কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। কর্তৃপক্ষের তাড়ায় আমরা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। বড় সাহেব বলিতেছেন—সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে তিনি আর হোম-সেক্রেটারীকে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাঁহাকে হয় ত পদত্যাগ করিতে

হইবে। সাটিরা পলায়ন করায় পুলিশকে সকলেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া গালি দিতেছে। আমাদের চাকরী বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ব্লেক! যেরূপে হউক, সাটিরাকে শীঘ্র গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু কাজটি কিরূপ কঠিন—তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমার হাতে দশ বারটি তদন্তের ভার পড়িয়াছে—কিন্তু সাটিরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় আমার এতই দুশ্চিন্তা হইয়াছে যে, কোন কাজেই আমি মনঃ-সংযোগ করিতে পারিতেছি না। আমি বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমরা শীঘ্র সাটিরার অনুষ্ঠিত নূতন কোন অনাচারের সংবাদ পাইব; সে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “হাঁ, আমারও তাহাই বিশ্বাস। সাটিরা শীঘ্রই এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবে যে, তাহার তাল সামলাইতে আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইবে। সে যখনই যে কাজ করিয়াছে—তাহাতেই সমগ্র দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সকল কাজই অসাধারণ। ও কি! সদর দরজায় কে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে? তোমার কোন মক্কেল আসিয়াছে না কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখন ত আমার কাছে কাহারও আসিবার কথা নাই। স্মিথ, সদর দরজা খুলিয়া দেখ কে আসিল। মিসেস্ বার্ডেলকে আমি ডাকঘরে পাঠাইয়াছি—তাহার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে।”

স্মিথ নীচে নামিয়া গেল; সে দুই এক মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “কর্ত্তা, একটি যুবক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; সে আমার অপরিচিত। তাহার নাম ফিলিপ্‌স। আপনি তাহাকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছেন কি না জানি না; সে বলিল, আপনার কাছে তাহার কি জরুরি কাজ আছে।”

মিঃ ব্লেক ঐ নামের দুই একজন লোককে চিনিতেন, কিন্তু আগন্তুক তাহাদের কেহ কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তিনি ক্ষণকাল

চিন্তা করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "লোকটা আমার পরিচিত কি না বুঝিতে পারিলাম না; যাহা হউক, তাহাকে এখানে ডাকিয়া আন, তাহার কি জরুরি কথা আছে শুনিতে আপত্তি নাই। কুট্‌স, তোমাকে উঠিয়া যাইতে হইবে না, তোমার সাক্ষাতে তাহার জরুরি কথা বলিতে আপত্তি হইবার কারণ দেখি না।"

স্মিথ পুনর্ব্বার নীচে গিয়া সেই যুবকটিকে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে লইয়া আসিল; তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের, একবার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখে মুখে দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমারই নাম ফিলিপ্‌স।"—তিনি একখানি চেয়ার দেখাইয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ফিলিপ্‌স বসিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শুনিলাম আমার সঙ্গে তোমার কি জরুরি কথা আছে?"

ফিলিপ্‌স গলা চুলকাইয়া বলিল, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। আমার এক মামার কথা বলিব। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন; তিনি হঠাৎ বাড়ী আসিয়াই আবার নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।—আমি—"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া এরূপ বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গি করিলেন যে, ফিলিপ্‌স তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ নীরব হইল। বস্তুতঃ কাহার মামা দশ বৎসরের জন্য ফেরার হইবার পর হঠাৎ দেখা দিয়া আবার কোথায় অদৃশ্য হইল—তাহা শুনিবার জন্য তিনি কিছুমাত্র উৎসুক ছিলেন না, এবং তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করাও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু কি ভাবিয়া তিনি ফিলিপসের কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি জানিতেন যাহারা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে আসিত, তাহারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াই আসিত; এজন্য তিনি প্রায় কাহাকেও হতাশ করিয়া ফিরাইতেন না। বিশেষতঃ, তিনি জানিতেন প্রথমে যে সকল কথা অতি তুচ্ছ মনে হয়, তাহার ভিতর অনেক গভীর রহস্য নিহিত থাকে। এই জন্য তিনি

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তোমার মামার সম্বন্ধে কি বলিবার আছে বলিতে পার ফিলিপ্‌স! তুমি আমার সহকারী স্মিথের ও আমার বন্ধু মিঃ কুট্‌সের সম্মুখে তোমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। তবে আমার সময় বড় মূল্যবান; তোমার যাহা বলিবার আছে—সংক্ষেপে বল।"

ফিলিপ্‌স বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি সকল কথা সংক্ষেপেই বলিতেছি। আমার নাম টমাস্ ফিলিপ্‌স। আমি একটি আপিসে কেরাণীগিরি করি। পিমলিকোর বাইমেকার্স রোডে আমার বাসা। আট বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার পূর্ব্ব হইতে ঐ বাড়ীতেই আমি বাস করিতেছি। আমার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার মামা ঐ বাড়ীতে আমাদের সঙ্গেই বাস করিতেন। তিনি সে সময় কি কাজ কর্ম্ম করিতেন, কোন চাকরী-বাকরী করিতেন কি না তাহা আমি জানিতাম না। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মামা আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যান, তাহার পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা আর তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই। এই দশ বৎসর যাবৎ তিনি নিরুদ্দেশ ছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টমাস ফিলিপসের মামার কাহিনী শুনিয়া বিরক্তিভরে হাঁই তুলিলেন, স্মিথ একখানি কাগজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল। ফিলিপ্‌সের কথা শুনিতে তাঁহাদের আগ্রহ হইল না। তাঁহারা সাটিরার অন্তর্দ্ধানের প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিলেন, কোথা হইতে একটা ফিলিপ্‌স আসিয়া তাহার মামার অন্তর্দ্ধান-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল! ইহার সহিত কোন গুপ্ত রহস্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে—ইহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিলেন না।

ফিলিপ্‌স তাঁহাদের বিরক্তি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার বাবা মামার অন্তর্দ্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই; তাঁহাকে চিন্তিত হইতেও দেখি নাই। এমন কি, তিনি মামার সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনাই করিতেন না। মামার অন্তর্দ্ধানের পর বাবা দুই বৎসর জীবিত ছিলেন; সেই সময় আমি তাঁহাকে দুই এক দিন মামার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; বাবা বলিতেন—সে

কোন দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে, সুযোগ পাইলেই ফিরিয়া আসিবে; তাহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া ফল নাই।—মামা কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা বাবা জানিতেন কি না বুঝিতে পারিতাম না। তাহার পর মামা এই দীর্ঘকালেও ফিরিলেন না—দেখিয়া আমি তাঁহার কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; কিন্তু কাল সকালে মামা হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত!—তাঁহাকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এতক্ষণ পরে কথা বলিলেন, তিনি বলিলেন, "অদ্ভুত বটে! তোমার মামা বোধ হয় অষ্ট্রেলিয়ায় কি আমেরিকায় গিয়াছিল; অনেকেই ঐভাবে হঠাৎ দেশান্তরে পলায়ন করে, শেষে দশ পনের বৎসর পরে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। তোমার মামাও বোধ হয় বিদেশ হইতে অনেক টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এরকম গল্প অনেক শুনিয়াছি। নূতন কথা আর কি বলিলে?"

ফিলিপ্‌স বলিল, "আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমার মামা দীর্ঘকাল পরে আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আকৃতির ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তিনি সারাদিন আমার বাড়ীতেই থাকিলেন, সন্ধ্যার সময় আমার হাতে আমারই নাম-লেখা একখানি লেফাপা দিয়া বলিলেন, 'আমি একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, আজ রাত্রেই সেখান হইতে এখানে ফিরিয়া আসিব। যদি কাল বেলা দশটার মধ্যেও আমি এখানে ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে এই লেফাপা খুলিয়া ইহার ভিতর যে পত্র পাইবে—তাহা পাঠ করিবে, এবং তদনুসারে কাজ করিবে।'—কিন্তু মামা কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই; আজ বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়াও তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মামা দশ বৎসর নিরুদ্দেশ ছিলেন, এই দীর্ঘকাল তাঁহার অদর্শনে যখন তোমার দুশ্চিন্তা হয় নাই, তখন গত কয়েক ঘণ্টার অদর্শনে

তুমি যে কেন অধীর হইয়াছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত কোন কারণে তিনি তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিতে পারেন নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "লোকটা বোধ হয় কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে, দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎ পাওয়ায় সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই; ইহাতে চিন্তার কি কারণ থাকিতে পারে?"

ফিলিপ্‌স বলিল, "দয়া করিয়া আগে আমার সকল কথা শুনুন। আমি মামার আদেশ অনুসারে তাঁহার প্রদত্ত লেফাপাখানি খুলিয়া একখানি পত্র পাইলাম; সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়-মধ্যে আমাকে তোমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে না দেখিলে ফুলহাম পল্লীর বুরেজ রোডের মার্ল হাউসে আমার অনুসন্ধান করিবে। কিন্তু যদি সেখানে আমার সন্ধান না পাও—তাহা হইলে বেকার ষ্ট্রীটে গিয়া বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেককে সকল কথা বলিবে'।"

মিঃ ব্লেক ফিলিপ্‌সের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এতক্ষণ পরে তাঁহার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইল; তিনি বলিলেন, "অদ্ভুত বটে! তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—তোমার মামা ফুলহামের সেই বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে; সেইজন্য তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়-মধ্যে তোমার বাড়ীতে ফিরিতে না দেখিলে আমার কাছে আসিয়া সেই সংবাদ জানাইতে আদেশ করিয়াছেন। বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন আমি তাঁহার সন্ধান লইতে পারিব—এবং তিনি সেখানে বিপন্ন হইয়া থাকিলে তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারিব। কিন্তু তিনি তোমাকে পুলিশের কাছে যাইতে না লিখিয়া আমার কাছে আসিতে কেন লিখিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না।—তোমার মামার নাম কি?"

ফিলিপ্‌স বলিল, "তাঁহার নাম লী জেনার।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, চিনিতে পারিলাম না। তুমি তোমার মামার সেই পত্র পড়িয়া কি করিয়াছিলে?"

ফিলিপ্‌স বলিল, "আমি মামার পত্র পড়িয়াই ফুলহামের বুরেজ রোডে

গিয়াছিলাম। মার্ল হাউসের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম—তাহা প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রাচীর-বেষ্টিত বাগানের ভিতর অবস্থিত। বাড়ীখানা অত্যন্ত নির্জ্জন, পরিত্যক্ত বলিয়াই মনে হইল। তাহার সদর দরজা দেখিয়া ধারণা হইল—বহুকাল পর্য্যন্ত কেহ সেই দ্বার খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে নাই। বাড়ীর ভিতর কেহ আছে বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি সদর দরজার ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম, কিন্তু বাড়ীর ভিতর হইতে কেহই সাড়া দিল না। আমাকে পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা বাজাইতে দেখিয়া একজন পুলিশম্যান আমার কাছে আসিয়া বলিল, ওভাবে ঘণ্টা বাজাইয়া ফল নাই; বাড়ীর ভিতর হইতে কেহই সাড়া দিবে না। ঐ বাড়ীতে ম্যাথু মার্ল নামক একটি লোক বাস করে, কিন্তু লোকটা বাতিকগ্রস্ত, সে কখন বাড়ীর বাহিরে আসে না; কেহ ডাকিয়া তাহার সাড়া পায় না, এবং কাহারও সহিত সে দেখা করে না। পল্লীবাসীরা বহুকাল তাহাকে দেখিতে পায় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আমি এই বুড়ার নাম জানি। আট নয় বৎসর পূর্ব্বে আমি ফুলহাম বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর ছিলাম। সেই পল্লীর লোকেরা বুড়াটাকে 'কঞ্জুস মার্ল' বলিত। কেহ তাহার খোঁজ খবর লইত না, মার্লও কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিত না। সে ঐ বাড়ীতে সংসারবিরাগী যোগীর ন্যায় (like a hermit) বাস করিত। তাহার স্ত্রী-বিয়োগের পর তাহার না কি এই অবস্থা হইয়াছে। পুলিশ কয়েক সপ্তাহ তাহার সন্ধান না পাওয়ায় এক দিন অনেক চেষ্টায় তাহার সহিত দেখা করিয়াছিল। সে রাগ করিয়া বলিয়াছিল—সে বাড়ীতে আছে কি না তাহা জানিবার জন্য পুলিশের মাথা ব্যথা করিবার প্রয়োজন নাই; তাহাদের উপর যে সকল কাজের ভার আছে—তাহাই তাহারা করুক। আমার বিশ্বাস, সে তোমার মামাকে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তোমার মামার সঙ্গে তাহার পরিচয় থাকিলেও তোমার মামা দরজা হইতে তাহাকে ডাকিয়া তাহার সাড়া পাইয়াছে কি না সন্দেহ।"

টমাস্ ফিলিপ্‌স বলিল, "কিন্তু মামা ত আমার বাড়ীতে ফিরিয়া যান নাই; তিনি বাড়ী না ফিরিলে আমাকে কেন সেখানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, এবং

সেখানে তাঁহার সন্ধান না পাইলে কেনই বা আমাকে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখ করিতে বলিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস সেখানে গিয়া তিনি কোন বিপদে পড়িয়াছেন; তাঁহার কি বিপদ ঘটিল তাহা অনুমান করা অসম্ভব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "বুড়া মার্ল একটা বিড়ালকে পর্য্যন্ত তাড়া দেয় না। (wouldn't harm a cat.) সে আধপাগলা লোক, আমার বিশ্বাস তোমার মামাও সেই প্রকৃতির মানুষ। আমার এ কথা শুনিয়া তুমি রাগ করিও না বাপু! দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিয়া যে হঠাৎ তোমার বাড়ী আসিল, আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তোমাকে একখানা পত্র দিয়া সরিয়া পড়িল, তাহার মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিলে বোধ হয় কোন অপরাধ হয় না।"

ফিলিপস বলিল, "তাঁহার ব্যবহার একটু বিস্ময়কর—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর একটা কথা এখনও আপনাকে বলি নাই—মিঃ ব্লেক। আমার মামার নাম 'লী জেনার' হইলেও তিনি তাঁহার পত্রের নীচে লিখিয়াছেন—তিনি অনেকের নিকট জ্যাক বাওয়ার্স নামেই পরিচিত।"

মিঃ ব্লেক এই নাম শুনিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, এবং একবার অস্ফুট স্বরে এই নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "এ নাম ত আমার নিতান্ত অপরিচিত নহে।"

হঠাৎ আট বৎসর পূর্ব্বের একটি ফৌজদারী মামলার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। আট বৎসর পূর্ব্বে ক্লার্কেনওয়েলের ব্যাঙ্ক হইতে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড অপহৃত হইয়াছিল। যে দুইজন দস্যু ঐ টাকা অপহরণ করিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে একজন দস্যু ধরা পড়িয়াছিল, তাহারই নাম জ্যাক বাওয়ার্স!—জ্যাক বাওয়ার্সকে যে পুলিশম্যান গ্রেপ্তার করিয়াছিল—তাহাকে সে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিলেও তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। জ্যাক বাওয়ার্স গ্রেপ্তার হইয়াছিল বটে, কিন্তু লুঠের মাল তাহার নিকট পাওয়া যায় নাই; তাহার সঙ্গী তাহা লইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

যাহা হউক, জ্যাক বাওয়ার্স বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া সহযোগীর নাম প্রকাশ করে নাই, তাহাকে ধরাইয়া দেওয়া ত দূরের কথা! পুলিশ যথাসাধ্য

চেষ্টা করিয়াও অপহৃত অর্থ উদ্ধার করিতে পারে নাই। জ্যাক বাওয়ার্স আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ স্মিথকে তাঁহার 'ইন্‌ডেক্স বহি' আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাহা খুজিয়া জ্যাক বাওয়ার্সের মামলার সঙ্খিপ্ত বিবরণ বাহির করিলেন। জ্যাক বাওয়ার্স একজন কনষ্টেবলের হাতে ধরা পড়িয়া তাহাকে আহত করিয়াছিল, এবং তাহার সহচর দস্যুর নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায় আট বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল,—মিঃ ব্লেক সেই বিবরণ পাঠ করিলেন; ইন্‌ডেক্সের সেই পৃষ্ঠায় জ্যাক বাওয়ার্সের একখানি ছবি ছিল। মিঃ ব্লেক সেই ছবিখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ফিলিপ্‌সকে বলিলেন, "এ কাহার ছবি চিনিতে পার ফিলিপ্‌স্?"

ফিলিপ্‌স বলিল, "এ যে আমারই মামার চেহারা! হাঁ, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার চেহারা ঠিক ঐ রকমই ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক তাহাই বটে! আমিও ঐরূপই মনে করিয়াছিলাম। জ্যাক বাওয়ার্স ও তোমার মামা লী জেনার যে একই লোক—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তুমি যে দশ বৎসর তাহাকে দেখিতে পাও নাই, ইহার কারণ এখন বুঝিতে পারিতেছ? সেই চুরীর পর ছদ্মনামে আট বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সে মুক্তি লাভ করিলে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

ষষ্ঠ প্রবাহ

স্তব্ধ গৃহে

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া টমাস ফিলিপ্‌স সবিস্ময়ে ও সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ উঠিয়া এক লম্ফে মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ইন্‌ডেক্সের ছবির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দুই তিন মিনিট সেই ছবির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমার কথাই সত্য ব্লেক! ক্লার্কেনওয়েল ব্যাঙ্কের সেই চুরীর কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। পুলিশ অপহৃত পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। যে পুলিশম্যান তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল—তাহাকে সে এমন ভয়ানক জখম করিয়াছিল যে, অতি কষ্টে সে বেচারার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। জ্যাক বাওয়ার্সের কারাবাসের সময় বোধ হয় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে সেই চুরীর সহিত উহার বর্ত্তমান অন্তর্দ্ধানের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে।"

ফিলিপ্‌স সকল কথা শুনিয়া আড়ষ্টভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার মামা আট বৎসর পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক হইতে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড চুরী করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল—এ কথা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না; অথচ মিঃ ব্লেকের ইন্‌ডেক্স-বহিতে সে যে ছবি দেখিল—ইহা যে তাহারই মামার প্রতিকৃতি, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। সে বিবর্ণমুখে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ যে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার মিঃ ব্লেক! আমি এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমার মামা চোর! চুরী করিয়া ধরা পড়ায় তিনি আট বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন! এই জন্যই তাঁহার অতীত জীবন রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইত। আমাদের সৌভাগ্য, তিনি ছদ্মনামে নিজের পরিচয় দিয়া ফৌজদারীর আসামী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার

প্রকৃত নাম গোপন না করিলে আমরা লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতাম না। তিনি কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই বোধ হয় আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক তামাকের পাইপ হইতে ধূম্রোদ্গিরণ করিয়া বলিলেন, "সেইরূপই ত মনে হয়। ফিলিপ্‌স! এখন আমার মনে হইতেছে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া ভালই করিয়াছ। সম্ভবতঃ আমরা কোন জটিল রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিব। কুট্‌স, তোমারও বোধ হয় একটা কাজ বাড়িল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার কাজ বাড়িল! সকল কথা খুলিয়া বল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন আমাদিগকে তিনটি বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লী জেনার ও জ্যাক বাওয়ার্স যে অভিন্ন ব্যক্তি, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি—ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্যাক বাওয়ার্স কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই কি উদ্দেশ্যে মার্ণ-হাউসে উপস্থিত হইয়াছিল?—সে সেখানে গিয়াছিল ইহা তাহার পত্র পাঠেই জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু সে সেখান হইতে ফিলিপ্‌সের বাড়ী ফিরিয়া আসিল না কেন?—যদি সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিলিপ্‌সের বাড়ী ফিরিয়া না আসে—তাহা হইলে সেই কথা আমাকে জানাইবার জন্য সে ফিলিপ্‌সকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছিল—ইহারই বা কারণ কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে ঐরূপ পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাওয়ায় অনুমান হয় মার্ল হাউসে প্রবেশ করিলে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে—তাহার এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ ছিল। নতুবা সে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ফিলিপ্‌সের বাড়ী ফিরিয়া না আসিলে তোমাকে সেই সংবাদ জানাইবার জন্য ফিলিপ্‌সকে ও ভাবে অনুরোধ করিত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখ। ব্যাঙ্ক হইতে যে অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান হয় নাই; এমন কি, বাওয়ার্স যাহার বা যাহাদের সাহায্যে এই কুকর্ম্ম করিয়াছিল—তাহাদের নাম পর্য্যন্ত জানিতে

পারা যায় নাই। জ্যাক বাওয়ার্স তাহার সঙ্গী বা সঙ্গীদের নাম প্রকাশ করে নাই, ইহার কারণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ। তাহার সঙ্গী ধরা পড়িলে টাকাগুলি পুলিশের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু সে বুঝিয়াছিল—পুলিশ টাকাগুলি উদ্ধার করিতে না পারিলে সে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার সঙ্গীর নিকট হইতে তাহার বখরা আদায় করিতে পারিবে। সে মুক্তিলাভ করিয়াই তাহার লুঠের বখরা আদায় করিবার জন্য তাহার সঙ্গীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। সেই টাকা সে সহজে আদায় করিতে পারিবে না, হয় ত সেখানে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে—এই আশঙ্কায় সে ফিলিপ্‌সের নিকট ঐ পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছিল।—আমার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, সকল কথা শুনিয়া তিনি উৎসাহ ভরে বলিলেন, “হাঁ, তোমার এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস ম্যাথু মার্লকে সঙ্গে লইয়া জ্যাক বাওয়ার্স ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছিল, এবং ম্যাথু মার্লই সেই পঁচিশ হাজার পাউণ্ড লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অসম্ভব কি? ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ম্যাথু মার্ল মার্ল হাউসে বাস করিতেছে। জ্যাক বাওয়ার্স কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ফিলিপ্‌সের গৃহে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরেই মার্ল হাউসে যাত্রা করিয়াছিল; মার্ল এতকাল পরে তাহাকে তাহার বখরার টাকা দিতে সম্মত হইবে না, হয় ত নির্জ্জন গৃহে তাহাকে একাকী পাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারে—বাওয়ার্সের মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় হওয়া কি অস্বাভাবিক?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, ও কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। বৃদ্ধ মার্ল নিতান্ত নিরীহ, আধ-পাগলা মানুষ। নির্জ্জন বাড়ীতে সে একাকী বাস করে, কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না। সে

জ্যাক বাওয়ার্সের সঙ্গে ব্যাঙ্ক লুঠ করিতে গিয়াছিল—ইহা কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু ম্যাথু মার্লের চরিত্র কিরূপ, তাহা তোমার আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; তুমি বলিতেছ সে আধ-পাগলা মানুষ সংসারের কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, একাকী নির্জ্জনে বাস করে—এ সমস্তই তাহার প্রকৃত চরিত্র গোপন করিবার জন্ম কপটতার আবরণ মাত্র নহে, ইহা কে বলিতে পারে ? সে কাহারও সঙ্গে দেখা করে না, তাহার পল্লীর লোক তাহার অদ্ভুত খেয়ালের কথা জানে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করে না ; কিন্তু মার্ল হয় ত অনেক স্থানে গোপনে দস্যুবৃত্তি করিয়া লুণ্ঠিত অর্থরাশি তাহার বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত কৃপণ বলিয়া তাহার দুর্নাম শুনিতে পাওয়া যায়—এ কথা সত্য হইলে সে যে বাওয়ার্সকে তাহার প্রাপ্য বখরা দিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।”

টমাস ফিলিপ্‌স বলিল, “তাহা হইলে মামা মার্ল হাউসে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন—আমার এই সন্দেহ অমূলক নহে। তিনি সেখানে জীবিত আছেন, কি নিহত হইয়াছেন, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না। মামা কারামুক্ত তস্কর হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার যতই দোষ থাক—তিনি ত আমার মামা। তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া আছেন, কি মারা পড়িয়াছেন—তাহা আমাকে জানিতেই হইবে। আমার বিশ্বাস, পুলিশ মার্লের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “এখন তাহা কিরূপে হইবে ? মার্লের বিরুদ্ধে আমরা যে সকল কথার আলোচনা করিতেছি তাহা অনুমান মাত্র। আমরা তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অকাট্য প্রমাণ পাই নাই, যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তল্লাসী-পরোয়ানার জন্ম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারি। আমরা তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে, তোমার মামা যে সত্যই মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে—ম্যাজিষ্ট্রেট তল্লাসী পরোয়ানা মঞ্জুর করিবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কুট্‌স সত্য কথাই বলিয়াছেন। প্রথমে আমরা মার্ল হাউসে উপস্থিত হইয়া ম্যাথু মার্লের সহিত সাক্ষাতের দাবী করিব।—কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়িল। আজ এই ঘটনার প্রসঙ্গেই মার্ল হাঁউসের নাম শুনিতেছি, আমি আমার নোট-বহিতে মার্ল হাউস সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই লিখি নাই; তথাপি আমার পকেটে কাগজের যে 'টুকরাটুকু আছে—তাহাতে যেন মার্ল হাউসেরই নাম দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। কাগজখানি বাহির করিয়া পরীক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত কাগজের টুকরাটুকু বাহির করিলেন; তাহা সাবধানে খুলিয়া দেখিলেন, 'মার্ল-হাউস', 'মার্ল বৃদ্ধ হইয়াছে' 'উচ্চ প্রাচীর' 'সে হাজার হাজার পাউণ্ডের মালিক' 'ঘরেই সঞ্চিত আছে'- ইত্যাদি অসংলগ্ন কথা লেখা আছে; তদ্ভিন্ন সেই কাগজের এক অংশে পেন্সিলে অঙ্কিত একখানি বাড়ীর নক্সার এক অংশ দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ বৃটিশ মিউজিয়মের মিসরীয় কক্ষে পূর্ব্বদিন তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন ও যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল সমস্তই তাঁহার স্মরণ হইল। সেই কক্ষে সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজারের সহিত ডিটেক্‌টিভ সার্জেন্ট ম্যাক্‌কিনির সাক্ষাতের পর সাটিরা কর্ত্তৃক আহত ম্যাক-কিনিকে মমির বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়া তাহাদের পলায়নের পরদিন মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের একখানি চেয়ারের পায়ার নীচে সেই কাগজের ছিন্নাংশ পাইয়া যখন তাহা পকেটে রাখিয়াছিলেন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন সেই কাগজখানিতে কোন গুপ্ত রহস্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইতেও পারে; কিন্তু সেই কাগজের বর্ণনার সহিত ফিলিপ্‌সের বর্ণিত ঘটনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে—কাগজখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার পূর্ব্বে এরূপ সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক কাগজখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কুট্‌স, এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! বৃটিশ মিউজিয়মের যে কক্ষে সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজারের সহিত ম্যাক্‌কিনি সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া একখানি চেয়ারের পায়ার নীচে এই কাগজটুকু বাধিয়া থাকিতে দেখি। ইহা কুড়াইয়া লইয়া আমি পকেটে রাখিয়াছিলাম। ইহাতে মার্ল হাউসের কথা লেখা আছে, এবং পেন্সিলে

অঙ্কিত নক্সার যে অংশটুকু দেখিতে পাইতেছি—তাহার উপর 'মার্ল হাউস' এই কথাটি লেখা আছে। যে বাড়ীর এই নক্সা, সেই বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তার নামের কিয়দংশ মাত্র দেখা যাইতেছে ;—তাহার একপ্রান্তে,—রেজ রোড' এই অক্ষর কয়টি দেখিয়া মনে হইতেছে উহা 'বুরেজ রোড।' অন্যান্য অসংলগ্ন কথাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি—কাগজখানিতে মার্ল হাউসের এবং গৃহস্বামী বৃদ্ধ ম্যাথু মার্লের প্রসঙ্গে অনেক কথা লিখিত ছিল। তুমি কাগজখানি লইয়া পরীক্ষা করিলে আমার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ছেঁড়া কাগজখানি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; টমাস ফিলিপ্‌সের বর্ণিত কাহিনীর সহিত সেই লেখাগুলির কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না বিস্তর মাথা ঘামাইয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট পরে তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "ব্লেক, এই কাগজখানি পরীক্ষা করিয়া তুমি ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। মিউজিয়মের মিসরীর কক্ষে সাটিরা ম্যাকৃকিনিকে আহত করিয়া মমির বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; এজন্য তোমার বোধ হয় ধারণা হইয়াছে এই কাগজখানি সাটিরার হাত হইতে খসিয়া চেয়ারের নীচে পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরার হাত হইতে খসিয়া না পড়িলেও গ্ল্যাস কেজারের হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু মার্লহাউসের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি ? মার্লহাউসের কথা লইয়াই বা তাহারা আলোচনা করিবে কেন ? বৃদ্ধ মার্ল ও জ্যাক বাওয়ার্সের সহিত তাহাদের পরিচয় আছে—এরূপ সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ পাইয়াছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না সেরূপ সন্দেহের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমার ও কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ কাগজখানি উহাদের দুইজনের এক জনের হাত হইতে খসিয়া পড়িলেও তাহা অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার! আমার বিশ্বাস, উহারা ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ মিউজিয়মে উপস্থিত হইয়াছিল। সাটিরার হস্তাক্ষর আমার

পরিচিত, ইহা সাটিরার হস্তাক্ষর নহে; কেজারের হস্তাক্ষর হইতেও পারে। ব্যাঙ্ক লুঠের সময় মার্ল জ্যাক বাওয়ার্সের সঙ্গে ছিল কি না এ সংবাদ কেজারের জানা থাকিতেও পারে, কারণ কেজার জ্যাক বাওয়ার্সের সমব্যবসায়ী।"

স্মিথ বলিল, "ডাক্তার সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজার এখন মার্ল হাউসে লুকাইয়া আছে এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত কর্ত্তা?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সশব্দে নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, "কি যে সম্ভব, আর কি অসম্ভব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! টমাস ফিলিপ্‌সের মামা যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য উহার বাড়ী আসিয়া পুনর্ব্বার হঠাৎ অদৃশ্য না হইত ও ঐ পত্রখানি লিখিয়া উহাকে না দিত, তাহা হইলে মার্ল হাউস সম্বন্ধে কোন কথা লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম না, এবং এই নূতন রহস্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইত না। কিন্তু এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ব্লেক? যদি বুঝিতাম সাটিরার মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকিবার কারণ আছে, তাহা হইলে আমি তাহার বাড়ী খানাতল্লাসের পরোয়ানা না পাইলেও, নিজের দায়িত্বে সেখানে প্রবেশ করিতাম, সাটিরা সেখানে লুকাইয়া আছে কি না পরীক্ষা করিতাম; কিন্তু কেবল সন্দেহে নির্ভর করিয়া একাজ করিতে আমার সাহস হয় না। আমার চেষ্টা বিফল হইলে আমাকে অপদস্থ ও বিপন্ন হইতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ আমার কৈফিয়ৎ চাহিলে আমার কিছুই বলিবার থাকিবে না। হয় ত আমাদের একটি অনুমানও সত্য নহে, অর্থাৎ লী জেনার ও জ্যাক বাওয়ার্স হয় ত সম্পূর্ণ পৃথক লোক; বৃদ্ধ মার্ল হয় ত নিতান্ত নিরীহ ও নিরপরাধ ব্যক্তি, এবং সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজার হয় ত মার্ল হাউসের অস্তিত্বই অবগত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের সকল অনুমানই মিথ্যা, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা কোন উপায়ে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়া ম্যাথু মার্লের সহিত একবার দেখা করিবার চেষ্টা করিব; ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। অন্ততঃ, ফিলিপ্‌সের মামা সেখানে গিয়াছিল কি না, এবং সে সেখানে গিয়া থাকিলে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। আমাকে তাহা জানিতেই হইবে। আমার ত মনে হইতেছে ফিলিপ্‌সের মামা

গতরাত্রে মার্ল হাউসে গিয়া কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছে ; সে নিহত হইয়া থাকিলেও আমি বিস্মিত হইব না। লী জেনার ও জ্যাক বাওয়ার্স একই লোক, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার ইন্‌ডেক্স বহিতে যে ফটো আছে—তাহাই আমার উক্তির সমর্থন করিতেছে। মার্ল কে, তাহার প্রকৃত পরিচয় কি, তাহা জানিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং ওভারকোট ও টুপি লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে স্মিথ পথে গিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিল। অতঃপর তাঁহারা চারিজনে সেই ট্যাক্সিতে ফুলহাম পল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। লী জেনার অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে তাহার ভাগিনেয় ফিলিপ্‌সের নিকট যে পত্র রাখিয়া গিয়াছিল, সেই পত্রে নির্ভর করিয়া কোন গুপ্ত রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না তাহা জানিবার জন্য মিঃ ব্লেকের কৌতূহল প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—লী জেনারের সন্ধানে মার্ল হাউসে উপস্থিত হইলে সেখানে ডাক্তার সাটিরার সন্ধান মিলিতেও পারে।—দৈবের বিধান এতই বিচিত্র যে, জ্যাক বাওয়ার্স যে দিন সায়ংকালে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছিল, ডাক্তার সাটিরা ঠিক সেই দিনই মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তাহার অনুচরদ্বয়ের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সহচর বর্গের সহিত যখন মার্ল হাউসের সম্মুখবর্ত্তী বুরেজ রোডে উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। তাঁহারা জানিতেন সেই সময় মার্ল হাউসের সম্মুখে আসিলে সেই অট্টালিকা হইতে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে না।

স্মিথ মার্ল হাউসের উচ্চ প্রাচীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ বিকৃত করিল। সে দেখিল প্রাচীরের মাথায় তীক্ষ্ণাগ্র লৌহফলক সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রোথিত আছে। সেই প্রাচীরের পশ্চাৎবর্ত্তী সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে অট্টালিকার কোন অংশ তাহার দৃষ্টি গোচর হইল না। যদিও সায়ংকালে বুরেজ রোড দিয়া ট্রাম, ট্যাক্সি, বস প্রভৃতি যাতায়াত করিতেছিল, এবং পথিপ্রান্তস্থ দোকানগুলিতে জন সমাগমের বিরাম ছিল না, তথাপি মার্ল হাউসের দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিথের মনে হইল—সেই অট্টালিকাটি যেন কোন গুপ্ত রহস্যের লীলাস্থল, এবং তাহা কোন হৃদয়বিদারক লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইবার উপযুক্ত স্থান। স্মিথের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই অট্টালিকার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ও সুদৃঢ় লৌহদ্বার দেখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি আমার সঙ্গে খানাতল্লাসীর পরোয়ানা থাকিত, তাহা হইলে আমি সকল কাজ ফেলিয়া-রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে এই বাড়ীই খানাতল্লাস করিতাম। এই লোহার দরজা সহজে খুলিবার উপায় নাই ; ইহা ভাঙ্গিতে হইলে তোপ দাগিবার প্রয়োজন হইবে। যদি দরজা না ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে হয় তাহা হইলে ঐ প্রাচীরে উঠিবার জন্য একখানি লম্বা সিঁড়ি চাই ; কিন্তু প্রাচীরের মাথায় দাঁড়াইবার উপায় নাই ! বড় বড় লোহার ফলা প্রাচীরের উপর দাঁত বাহির করিয়া যেন আমাদিগকে উপহাস করিতেছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি ? আমার মনে হয় আমরা একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকি ; ফিলিপ্‌স দরজার ঐ গবাক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মার্লের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকুক। মার্ল কি তাহার ডাকাডাকিতে সাড়া দিবে না ? সে কালাও নয়, বোবাও নয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু যদি সে জাগিয়া ঘুমায়, তাহা হইলে উপায় ?"

টমাস ফিলিপ্‌স মিঃ ব্লেককে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সেখানে আসিয়াছিল। সে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে যাইবার পূর্ব্বেও একবার মার্ল হাউসের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু সে অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই। এবারও সে দরজার সম্মুখে গিয়া মরিচাধরা প্রকাণ্ড ঘণ্টা দিয়া ঢং ঢং শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সে শব্দ শুনিলে মরা মানুষ জাগিয়া উঠে ; কিন্তু সেই শব্দে কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। লৌহদ্বারে যে গবাক্ষ ছিল—সেই গবাক্ষ পূর্ব্ববৎ বন্ধ রহিল ; অট্টালিকায় কোন লোক আছে বলিয়া কাহারও মনে হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "বুড়ো কঞ্জুস্‌টা শব্দ শুনিয়াছে, কিন্তু সে সাড়া দিবে না। এখানে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিলে সে কাহাকেও সাড়া

দেয় না। তাহার এই ব্যবহার পুলিশের সুবিদিত, ইহাতে নূতনত্ব নাই। তাহাকে সন্দেহ করিবারও কারণ নাই এই বিশ্বাসে স্থানীয় পুলিশ আমাদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হইবে না। এ অবস্থায় আমরা কি করিব—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি সন্দেহে নির্ভর করিয়া কোন রকম জোর জুলুম করিতে পারিব না; এ দেশে প্রত্যেক ইংরাজের বাসগৃহ তাহার দুর্গতুল্য।”

কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত ঘণ্টাধ্বনি ও লৌহদ্বারে মুষ্ট্যাঘাতের বিরাম ছিল না, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। সেই অট্টালিকায় কোন জীবিত মনুষ্যের অস্তিত্বের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। মার্ল কাহারও সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না; এমন কি, কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে তাহা সে জানিবারও চেষ্টা করিল না।

টমাস্ ফিলিপ্স ক্রমাগত ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে বলিল, “আমার বিশ্বাস, এই বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার মামা নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কোন বিপদ ঘটিয়াছে কি না তাহা জানিবার কি কোন উপায় নাই?”

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স গাল চুলকাইতে চুলকাইতে হতাশ ভাবে বলিলেন, “আমরা এখন কি করিব—তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! বুড়োটা আমাদের ডাকাডাকিতে সাড়া দিতেছে না—এই হেতুবাদে আমরা ত তাহার দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারি না; কাজটা বে-আইনি হইবে। অথচ তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির করিয়া লইব—তাহারও উপায় নাই। কোন্ যুক্তিতে আমরা পরোয়ানার জন্য প্রার্থনা করিব? বিশেষতঃ, তোমার কাকা না মামা একদিন তোমার বাড়ীতে আসে নাই—এই কারণের উপর নির্ভর করিয়া কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদিগকে মার্লের বাড়ীতে প্রবেশের জন্য তল্লাসী পরোয়ানা মঞ্জুর করিবেন না—এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে গত রাত্রে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছিল ইহার কোন প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, কুট্‌স, তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ। বৈধভাবে

আমরা এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে পারি না।”—তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সেই প্রাচীরের মাথার লোহার ফলাগুলির দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। মার্ল হাউসের কোন অংশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার বা ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার কি অন্য কোন পথ নাই? আমরা এখানে ছয় মাস দাঁড়াইয়া ক্রমাগত চীৎকার করিলেও মার্লের কোন সাড়া পাইব না। আর—শোন ত ব্লেক, ওটা কিসের শব্দ!”

সেই মুহূর্ত্তে সেই অট্টালিকার ভিতর হইতে একটা অস্ফুট গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়ায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে এই প্রশ্ন করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া টমাস ফিলিপ্‌স সভয়ে সড়িয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক শব্দটা শুনিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, “কুকুরের চিৎকার। আমার বোধ হয় মার্ল চোর ডাকাতের ভয়ে বাড়ীতে কুকুর রাখিয়াছে; সেই সকল কুকুরের একটা ডাকিয়া উঠিল।”

স্মিথ বলিল, “ম্যাথু মার্লের কোন বিপদ ঘটিয়াছে—এই অনুমানে নির্ভর করিয়া কি পুলিশ উহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “পাগলের মত কি যে বল! মার্লের কোন বিপদ ঘটিয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? তবে যদি গত কয়েক দিন হইতে তাহার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া না যাইত—তাহা হইলে পুলিশের মনে ঐরূপ সন্দেহ হওয়া অন্যায় হইত না।—কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া একটা ফন্দী আমার মনে পড়িল। দেখ ব্লেক,—এখানকার কোন কোন দোকানদার মার্ল সম্বন্ধে যে সকল কথা জানে বাহিরের কোন লোকের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। ম্যাথু মার্লের কোন জিনিস কিনিবার প্রয়োজন হইলে সে তাহাদের টেলিফোন করিয়া তাহা পাঠাইতে বলে। মার্ল আজ কাল ঐভাবে কোন জিনিস কিনিয়াছে কি না তাহা বোধ হয় অল্প চেষ্টাতেই জানিতে পারিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ কুট্‌স, তোমার এই ফন্দীটি ভাল বলিয়াই মনে

হইতেছে। ঐ রকম কোন দোকানদার এই পথের ধারে আছে কি না সন্ধান লও।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মার্ল হাউসের অদূরে একজন মাংসবিক্রেতার দোকান দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। দোকানদার কশাই। সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট স্বীকার করিল মার্ল ও তাহার কুকুরগুলির জন্য তাহাকে প্রতিদিন যথা নিয়মে মাংস ও হাড় দিয়া আসিতে হয়।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “ম্যাথু মার্ল সম্বন্ধে তুমি কি জান বল।”

কশাই বলিল, “লোকটার প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত! আমি বহুকাল হইতে তাহার নিকট মাংস বিক্রয় করিতেছি; তাহার কুকুরগুলির জন্য সে প্রত্যহই আমার নিকট হাড় ক্রয় করে। কিন্তু আমি কোন দিন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। সে টেলিফোনে আমাকে জানায়—কি পরিমাণ মাংস ও হাড় দিতে হইবে। আমি তাহা বালতিতে ভরিয়া লইয়া তাহার দরজার ফুকরের কাছে যাই; সেই ফুকর দিয়া তাহাকে বালতির মাংস তুলিয়া দিই। সে তাহা হাত বাড়াইয়া লইয়া সেই ফুকর দিয়াই আমার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিয়া থাকে। তাহার হাত দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মুখ দেখিতে পাই না। আমি কাল সকালেও তাহাকে মাংস ও হাড় দিয়া আসিয়াছি। আজ সে আমার কাছে কিছুই লয় নাই। আজ ঐ সকল জিনিসের প্রয়োজন হইবে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। রাত্রি হইয়াছে—আজ আর বোধ হয় সে আমাকে টেলিফোনে কিছু বলিবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “আমি পুলিশের লোক। মার্ল ভাল আছে কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন। আমি তাহা জানিতে আসিয়াছি। তোমার কাছেই সংবাদ পাইলাম—তাহার মাংসের আবশ্যক হইলে তাহা সে তোমাকে টেলিফোনে জানাইয়া থাকে। সে আজ তোমার নিকট মাংস ক্রয় করে নাই; এজন্য আমার ইচ্ছা—আজ সে মাংস বা হাড় কিনিবে কি না তাহা তাহাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা কর। আমরা তাহার দরজার ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার সাড়া-শব্দ পাইতেছি না। তুমি তাহাকে টেলিফোনে ডাকিলে সে নিশ্চয়ই সাড়া দিবে।

কশাই বলিল, "আপনি তাহাকে ডাকিয়া সাড়া পান নাই শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আপনি কে, তাহা জানিতে না পারিলে মার্ল আপনাকে সাড়া দিবে না। আপনি সারারাত্রি তাহার দরজা ঠুকিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারিবেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যদি সে কোন জিনিস তোমাকে পাঠাইতে বলে—তাহা হইলে তোমার যে ভৃত্য তাহা লইয়া যাইবে—আমি সেই ভৃত্যের সঙ্গে মার্লের দরজার ক্নকরের কাছে যাইব। সেখানে তাহাকে দেখিতে না পাইলেও সে ভাল আছে ইহা জানিতে পারিব—তাহাতেই আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে। সে কথা না কহিলেও ক্ষতি নাই।"

কশাই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না, বরং পুলিশকে সাহায্য করিতে পারিবে ভাবিয়া সে একটু খুসীই হইল। সে তাহার ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইয়া টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইল; সে কি বলে ও মার্লের সেই কথাগুলির কি উত্তর পায়—শুনিবার জন্য কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তাঁহারা মনে করিলেন যদি মার্ল কশাইএর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকে—তাহা হইলে অতঃপর তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন।

কশাই মার্লকে প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাইল।

কশাই বলিল, "হালো মিঃ মার্ল, আমি রেমণ্ড, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।—আজ কি আপনাকে মাংস পাঠাইতে হইবে?"

কশাই টেলিফোনে যে উত্তর পাইল—তাহা যেরূপ সজ্ক্ষিপ্ত, সেইরূপ বিরক্তি-মিশ্রিত। সে ক্ষুব্ধভাবে টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিল, "মহাশয়, আপনি মিঃ মার্লের জন্য চিন্তিত হইবেন না; লোকটা জীবিত আছে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। সে আমাকে আমার নিজের চরকায় তেল দিতে বলিল! আরও বলিল, তাহার কোন জিনিসের দরকার হইলে সে তাহা চাহিয়া পাঠাইবে; সে কিছু চাহে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বিরক্ত করা আমার পক্ষে অত্যন্ত

বেয়াদপি !—ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন—বুড়োটা কি রকম চটা মেজাজের লোক।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "টেলিফোনে যে তোমাকে ঐ সকল কথা বলিল, সে স্বয়ং ম্যাথ্‌ মার্ল—এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ নাই ?"

কশাই বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই সে মার্ল। ঐ বাড়ীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের সঙ্গে মাংসবিক্রেতার দোকান ত্যাগ করিলেন, পথে আসিয়া তিনি বলিলেন; "প্রকৃত ব্যাপার কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না, পূর্ব্বে যে অন্ধকারে ছিলাম—এখনও সেই অন্ধকারেই রহিলাম! যদি মার্ল দরজা খুলিয়া আমাদিগকে তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে না দেয়—তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্যে তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব না। আমার বিশ্বাস জ্যাক বাওয়ার্স উহার বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই; আর যদি সে সেখানে প্রবেশ করিয়া থাকে—তাহা হইলে এখনও সেইখানেই আছে, এবং সম্ভবতঃ তাহার সেখানে থাকিবার অধিকারও আছে।"

মিঃ ব্লেক মার্ল হাউসের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া একটা চুরুট ধরাইয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না! ফিলিপ্‌সের মামা সেই পত্রখানি কি উদ্দেশ্যে উহার নিকট রাখিয়া গিয়াছে? আমি বৃটিশ মিউজিয়মের মিসরীর কক্ষে কাগজের যে টুক্‌রাটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা হয় ডাক্তার সাটিরার না হয় ক্ল্যাস কেজারের হাত হইতেই খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে মার্ল হাউসের প্রসঙ্গ লিখিত আছে ইহার কারণ জানা আবশ্যক।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিব্রতভাবে বলিলেন, "জ্যাক্‌ বাওয়ার্স কয়েক দিন পূর্ব্বে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; তাহার সহিত মার্ল হাউস বা ডাক্তার সাটিরার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য—তাহা স্থির করিতে না পারিলেও আমার মনে হয় মার্ল হাউসের উপর পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করাই উচিত; কিন্তু তাহাতে কোন রহস্যভেদের সুযোগ হইবে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

সপ্তম প্রবাহ

তারে সাটিরার কণ্ঠস্বর

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা রহস্যভেদে অসমর্থ হইলেন। রহস্যজাল তাঁহাদের নিকট ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল। অতঃপর তাঁহারা কোন পথে অগ্রসর হইবেন—তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। মার্ল হাউসে কোন গুপ্ত রহস্য আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, জ্যাক বাওয়ার্সের অন্তর্দ্ধানের সহিত মার্ল হাউসের কি সম্বন্ধ, এবং ডাক্তার সাটিরার সহিত ম্যাথু মার্ল ও জ্যাক বাওয়ার্সের কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে কি না তাহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র—ইহার কোন মীমাংসা হইল না।

আট বৎসর পূর্ব্বে ব্যাঙ্কলুণ্ঠনের অভিযোগে জ্যাক বাওয়ার্সকে গ্রেপ্তার করিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল, ম্যাথু মার্ল কি তাহার সহিত মিলিয়া ঐ কাজ করিয়াছিল? জ্যাক বাওয়ার্স কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াই কি লুঠের বখরা আদায় করিবার আশায় মার্ল হাউসে ম্যাথু মার্লের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল?

আট বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার সাটিরা লণ্ডনে পদার্পণ করে নাই, সে সময় লণ্ডনের কোন লোক তাহার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। সুতরাং সেই সময় সে মার্ল বা বাওয়ার্সের সহযোগে কোন অপকার্য্য করিয়াছিল—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। মি ব্লেকের সন্দেহ হইল—মার্ল হাউস ও ম্যাথু মার্লের বিবরণসংক্রান্ত কাগজখানি হয় ত অন্য কোন লোকের হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল; সেই কাগজের সহিত ফ্ল্যাস কেজার বা ডাক্তার সাটিরার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও সেই কক্ষে সাটিরার ও ফ্ল্যাস কেজারের সহিত ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌কিনির হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—কাগজখানি হয় ত উঁহাদেরই একজনের হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল; বহু নরনারী নিত্য মিউজিয়ম দেখিতে

যায়, কে সেই কাগজখানি সেখানে ফেলিয়া গিয়াছিল—তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "অন্ধকার! চতুর্দ্দিকে অন্ধকার! সেই অন্ধকারে বৃথা ঘুরিয়া মরিতেছি। যেরূপেই হউক, মার্লের বাড়ীর ভিতরটা আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে ব্লেক! যদি আমরা জ্যাক বাওয়ার্সকে এই বাড়ীতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে একটা সমস্যার সমাধান হইবে—বুঝিতে পারিব ক্লার্কেনওয়েল ব্যাঙ্কের লুণ্ঠন-কার্য্যে মার্লই জ্যাক বাওয়ার্সকে সাহায্য করিয়াছিল। তখন সেই লুণ্ঠিত অর্থরাশি এই অট্টালিকা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তল্লাসী পরোয়ানা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তোমার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই কুট্‌স! যদি তোমার অনুমান সত্যই হয়—তাহা হইলে জ্যাক বাওয়ার্স মার্ল-হাউসে বসিয়া থাকিবে না; সে তাহার বখরার টাকাগুলি আদায় করিয়া লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব ইংলণ্ড ত্যাগ করিবে। সে ফিলিপ্‌সের নিকট যে পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছিল তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—সে মার্ল-হাউসে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই; সে সেখানে বিশ্বাসঘাতকতারই আশঙ্কা করিয়াছিল।"

টমাস ফিলিপ্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "আপনি কি মনে করেন মামা মার্ল-হাউসে প্রবেশ করায় তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নানা কথাই আমার মনে হইতে পারে, সে সকল কথা শুনিয়া তোমার লাভ কি? জ্যাক বাওয়ার্সকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে হয় ত কাল রাত্রে মার্ল-হাউসে আসিয়া তাহার বখরার টাকাগুলি আদায় করিয়াছিল, তাহার পর যদি সেই রাত্রে দেশান্তরে প্রস্থান করিয়া থাকে—তাহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ আছে?

সে স্থানান্তরে প্রস্থান না করিয়া হয় ত এখনও মার্ল হাউসেই বাস করিতেছে। এ সকলই অনুমান মাত্র, অনুমানে নির্ভর করিয়া কোন কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।"

স্মিথ মার্ল হাউসের লৌহদ্বার পরীক্ষা করিতেছিল, সে সহসা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, কিছুকাল পূর্ব্বে এই দরজা খোলা হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন একটা লতা দরজা বাহিয়া উপরের দিকে উঠিতেছিল, তাহার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, লতার পাতাগুলা অর্দ্ধশুষ্ক, দরজা খুলিবার সময় লতায় টান পড়ায় তাহা ঐভাবে ছিঁড়িয়াছিল—এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। আপনি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন—লতার যে অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তাহার গোড়ায় যে আঠা বাহির হইয়াছিল—তাহা এখনও শুকাইয়া শক্ত হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক চুরুট টানিতে টানিতে ছিন্ন লতাটি পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর মার্ল হাউসের প্রবেশ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পথের অন্য ধারের অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি মার্ল হাউসের ঠিক সম্মুখেই পথের অন্য ধারে যে অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন তাহা তেতালা বাড়ী। তাহার নীচের তালায় বে-তারের বিবিধ সরঞ্জামের একখানি দোকান! বাড়ীতে বে-তারের কল বসাইতে যে সকল যন্ত্রাদির প্রয়োজন তাহা সেই দোকানে বিক্রয় হইত। দোকানের পাশে একখানি পিত্তল-ফলকে লেখা ছিল—"জি নোলান—বেতারের বিশেষজ্ঞ।" (wireless expert)

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার তেতালার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দেখ কুট্স, যদি আমরা ঐ তেতালায় উঠিতে পারি—তাহা হইলে সেখান হইতে মার্ল হাউসের ঘরগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাইব। তেতালার কোন ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া সম্মুখে চাহিলে আমরা বুঝিতে পারিব—এই উচ্চ প্রাচীরের আড়ালে কি আছে। আমার মনে হয়—আমরা ভবিষ্যতে কোন পন্থা অবলম্বন করিব—তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে সম্মুখের ঐ তেতালার জানালায় দাঁড়াইয়া মার্ল হাউসের ঘরগুলি পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন, এবং তাঁহার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহার পর তিনি পথ পার হইয়া পূর্ব্বোক্ত দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টমাস ফিলিপ্‌সকে লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যখন সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন—তখন ফিস নোলান তাহার দোকানেই বসিয়াছিল। তিন জন সঙ্গী লইয়া একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে সেই দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে পাকা চোর ও অত্যন্ত ধূর্ত্ত; সে মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া লইল, তাহার চোখ মুখে মানসিক চাঞ্চল্য দুশ্চিন্তা বা আতঙ্কের কোন চিহ্ন পরিস্ফুট হইল না। সে দশ মিনিট পূর্ব্ব হইতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও তাঁহার সঙ্গীগণকে মার্ল হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশের চেষ্টা করিতে দেখিয়াছিল। সেই সময় তাহার মন নানা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পুলিশ কি উদ্দেশ্যে সেই অট্টালিকায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল—তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এতক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে তাহার দোকানে উপস্থিত দেখিয়া সে কোন কৌশলে তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। সে জানিত পুলিশ তাহাকে চিনিতে পারিবে না; বিশেষতঃ সে যে পাকা চোর—ইহাও পুলিশের জানা ছিল না, কারণ সে কোন দিন চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হয় নাই।—সে ডাক্তার সাটিরার বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ও মিঃ ব্লেককে চিনিত; পূর্ব্বে অনেক-বার তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিল। সে ভাবিল—"এ কি ব্যাপার? ডাক্তার সাটিরা মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—এ সংবাদ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও গোয়েন্দা ব্লেক কিরূপে জানিতে পারিল? আমাদের দলের কোন লোক কি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া পুলিশের নিকট ডাক্তার সাটিরার এই নূতন আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে? ডাক্তার সাটিরা মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ সংবাদ

জানিতে না পারিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও গোয়েন্দা ব্লেক মার্ল হাউসে প্রবেশের চেষ্টা করিত কি ?"

কিন্তু ফিস নোলান মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে মার্ল হাউসে প্রবেশের জন্ত সচেষ্ট দেখিয়া নিশ্চিন্ত বা নিষ্ক্রিয় ছিল না। সে দোকানে বসিয়াই ডাক্তার সাটিরাকে টেলিফোনে জানাইয়াছিল—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও রবার্ট ব্লেক মার্ল হাউসে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সম্ভবতঃ পুলিশ তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাইয়াছে।

ফিস নোলান ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমার দোকানে আপনাদের কি প্রয়োজন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমরা তোমার কাছে একটা সংবাদ জানিতে আসিয়াছি। এই দোকানের ঠিক সম্মুখে যে বাড়ীখানি দেখা যাইতেছে—ঐ বাড়ীতে একটি বৃদ্ধ বাস করে; সে তোমার প্রতিবেশী, তুমি তাহার সম্বন্ধে কি জান ?"

ফিস নোলান বুঝিল সাটিরা সেই বাড়ীতে লুকাইয়া আছে—পুলিশের এইরূপ সন্দেহ হইলে প্রশ্নটা অন্ত রকম হইত ; সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, এবং আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "ঐ বাড়ীতে যে বুড়োটা বাস করে—তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আমি তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি তাহাকে কোন দিন দেখি নাই। আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দোকান খুলিয়াছি, আমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখনও আমার ঘনিষ্ট ভাবে আলাপ পরিচয় হয় নাই ; তবে এই পল্লীর কোন কোন লোকের নিকট শুনিয়াছি—ঐ বাড়ীতে যে বুড়োটা বাস করে—সে না কি বাতিকগ্রস্ত, তাহার পাগলামির ছিট আছে। কিন্তু ঐ বাড়ীতে কেহ বাস করে কি না তাহা বুঝিতে পারি নাই। ঐ বাড়ীর দরজা দিবারাত্র বন্ধ থাকে, কাহাকেও দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে দেখি নাই ; দুই একজন প্রতিবেশীর নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই আপনাদিগকে বলিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কথা শুনিয়া কি মন্তব্য প্রকাশ করেন—তাহা শুনিবার জন্ত ফিস নোলান রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “আমি পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর; এই দেখ আমার নামের কার্ড।”—তিনি পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া ফিস্ নোলানের হাতে দিলেন; তাহার পর বলিতে লাগিলেন, “হাঁ আমি পুলিশ অফিসার। আমি মার্ল হাউসের মালিকের সম্বন্ধে দুই একটি বিষয়ের তদন্ত করিতে আসিয়াছি। আমি আরও দুই ঘণ্টা ঐ বাড়ীর উপর নজর রাখা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা এই বাড়ীর তেতালাটা আপাততঃ ব্যবহার করিতে চাই; আমাদিগকে তেতালায় লইয়া চল।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অথবা মিঃ ব্লেক জানিতেন না—সেই ব্যক্তি সাটিরার দলভুক্ত দস্যু, এবং সাটিরার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কুকার্য্যে সে তাহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। এরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইতেন না। ফিস নোলান ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে ভাবিল যদি তাহারা তাহার দোকানের তেতালায় উঠিয়া মার্ল হাউসের উপর নজর রাখে—তাহা হইলে তাহার অসুবিধার সীমা থাকিবে না, এতদ্ভিন্ন অন্য আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ ছিল, সে সাটিরাকে সংবাদ প্রদানের জন্য যে টেলিফোনের সাহায্য গ্রহণ করিত, সেই টেলিফোন তেতালাতেই ছিল; যদি তাহা উঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিম্বা যদি তাহা তাঁহারা ব্যবহার করেন তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! বিশেষতঃ উপস্থিত বিপদের কথা সে সাটিরাকে জানাইবারও সুযোগ পাইবে না। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা সে হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না; অথচ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতেও তাহার সাহস হইল না। পুলিশ কোন রাজভক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর নিকট কোনপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করিলে সেই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা ফিস নোলানের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় সে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ব্যাপার কি? আমার কথা কি শুনিতে পাও নাই? না, এই বাড়ীর তেতালাটা তোমার দখলে নাই? শীঘ্র আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

ফিস নোলান আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "হাঁ, এই বাড়ীখানির আগাগোড়াই আমি ভাড়া লইয়াছি। আপনার আদেশ পালন করিতে আমার একটু বিলম্ব হইল দেখিয়া আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনার অনুরোধটি এতই অদ্ভুত যে, তাহা শুনিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। আপনি পুলিশ অফিসার। আপনার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমাকে বিষম ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে—ইহা কি আমি জানি না? আর ফ্যাসাদে পড়িতে না হইলেও আপনারা কোন বিষয়ে সাহায্য চাহিলে আপনাদের সাহায্য করা প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজার অবশ্য কর্ত্তব্য। চলুন, আপনাদিগকে তেতালায় লইয়া যাই; তবে একটা কথা জানিবার জন্য আমার একটু কৌতূহল হইয়াছে। মার্ল হাউসে কি কোন বে-আইনী কাণ্ড ঘটিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টার কুট্‌স বলিলেন, "আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। গৃহস্বামী ম্যাথু মার্লের সঙ্গে আমাদের দুই একটি কথা ছিল, কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার দরজা খুলাইতে পারিলাম না; সে সাড়া দিল না। গতরাত্রে একটি লোক মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আর তাহার সন্ধান নাই। আমরা সেই লোকটিকে খুঁজিতে আসিয়াছি। কাল কোন লোককে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলে কি?"

ফিস নোলান আগ্রহ ভরে বলিল, "না মহাশয়, আমি কাল কোন লোককে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখি নাই। আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই বাড়ী ভাড়া লইয়া দোকান করিতেছি; প্রায় সকল সময়েই দোকানে থাকি, কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমি জনপ্রাণীকেও ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখি নাই; একজনও ঐ বাড়ী হইতে বাহিরে যায় নাই। ঐ বাড়ীর দরজা দিবারাত্রি বন্ধ থাকে। আপনারা তেতালার ঘর হইতে ঐ বাড়ীর উপর নজর রাখিবেন বলিতেছেন—কিন্তু আমার বিশ্বাস সেই স্থান হইতে আপনারা কিছুই দেখিতে পাইবেন না। আমার কথা যে সত্য, তাহা তেতালায় উঠিলেই বুঝিতে পারিবেন। আপনারা পুলিশ, আপনাদের জিদ বজায় রাখতেই হইবে, চলুন।"

মিস নোলান অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া তেতালায় চলিল; ইন্‌স্পেক্টার কুটস, মিঃ ব্লেক প্রভৃতি তাহার অনুসরণ করিলেন। মিস্ নোলানের পকেটে একটা পিস্তল ছিল, চলিতে চলিতে তাহার ইচ্ছা হইল—সে ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও মিঃ ব্লেক প্রভৃতিকে আক্রমণ করিয়া গুলী করে। তাহা হইলে ডাক্তার স্যাটিরার মহাশত্রুদ্বয় তাহার হস্তে নিহত হয়, স্যাটিরার সকল আশঙ্কা, সকল বিপদ দূর হয়। কিন্তু চারিজনকে সে এক সঙ্গে কি করিয়া হত্যা করিবে? তাহাদেব সঙ্গেও পিস্তল থাকাই সম্ভব, বিশেষতঃ তাহার পিস্তলে শব্দরোধকারী যন্ত্র (silencer) না থাকায়, পিস্তলের আওয়াজ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে তাহার ঘরের সিঁড়ির ভিতর সাটিরার মহাশত্রুগণকে নিহত করিবার লোভ অতি কষ্টে সংবরণ করিল। সে ভাবিল, "যদি ইহাদের সকলকেই এই ঘরের ভিতর নিঃশব্দে হত্যা করিতে পারিতাম—তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড কাজ শেষ হইত; আমি শত্রু নিপাত করিয়াছি শুনিয়া সর্দ্দার অত্যন্ত খুসী হইতেন। কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগাইতে পারিলাম না! কি আপশোষ!"

মিস্ নোলান আশা করিল—তেতালায় যে টেলিফোন আছে—তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও তাঁহার সঙ্গীরা দেখিতে পাইবেন না; কারণ—তাহা তেতালার কুঠুরীতে ম্যাণ্টল পিসের (mantle-piece) উপর সংরক্ষিত ছিল, এবং তাহার সম্মুখে একখানি পত্র-পঞ্জিকা (calender) থাকায়, হঠাৎ তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং মিস নোলান আশ্বস্ত হৃদয়ে ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়কে সঙ্গে লইয়া তেতালার ঘরে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের একটি জানালার নিকট দাঁড়াইলে মার্ল হাউসের কোন কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হইত।

সেই কক্ষের কড়ি বরগার সন্নিহিত দেওয়াল-সংলগ্ন টেলিফোনের তারের দিকে চাহিয়া মিস নোলান চমকিয়া উঠিল। টেলিফোনের যে সুইচ টিপিয়া দিলে কলটি বাক্‌শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইত (The switch that rendered the instrument dumb and useless) সে সেই সুইচ বন্ধ করিয়াছিল

কি না তাহা তাহার স্মরণ হইল না ; কিন্তু তাহা তখন পরীক্ষা করিতেও তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বাহিরের দিক হইতে কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া মার্ল-হাউসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; কিন্তু তিনি সুস্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মার্ল-হাউসের ছাদ এবং কয়েকটি বাতায়নের কোন কোন অংশ মাত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ; কারণ সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে যে সকল সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের শাখাপত্র ভেদ করিয়া অট্টালিকার সকল অংশ তাঁহার নয়নগোচর হইল না। তিনি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সেই অট্টালিকায় মনুষ্যের অস্তিত্বের একটি মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, একটি চিমনী হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সেই অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "ঐ বাড়ীখানা যেন একটি নিরানন্দময় অন্ধকূপ! ঐ রকম বাড়ীতে কি মানুষ বাস করিতে পাবে? ওখানে আলোক কি বাতাস প্রবেশের পথ নাই ; চারি দিকে লম্বা লম্বা গাছ, গাছের ডালে ও পাতায় বাড়ীখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য গৃহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ কুট্‌স! যে কোন লোক ঐ বাড়ীতে দশ মিনিট বাস করিলেই হাঁপাইয়া উঠিবে। ওখানে কেহ বাস করে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। অন্ততঃ পাগল ভিন্ন অন্য কেহ ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারে না।"

স্মিথ বলিল, "বাড়ীখানা দেখিলেই মনে হয়—ওখানে কোন বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়, বোধ হয় পথিকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ওখানে হত্যা করা হয়! বাড়ীখানা দেখিতে অরণ্যমধ্যবর্ত্তী দস্যুর আড্ডার মত। আমরা নানা দেশের অনেক দুর্ভেদ্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এবং অতিকষ্টে সেই সকল অরণ্য হইতে বাহির হইয়া খোলা মাঠে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি ;

কিন্তু ঐ বাড়ীর ভিতর যে জঙ্গল দেখিতেছি, সেখানে একবার প্রবেশ করিলে পথ খুঁজিয়া বাহিরে আসা বোধ হয় আমাদের অসাধ্য হইবে।”

তাঁহারা যখন এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিলেন, তখন ফিস নোলান সেই কক্ষে অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে তাঁহাদের সকল কথাই শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে তাহার তেতালায় উঠিয়া মার্ল হাউসের দিকে চাহিয়া একজন অপরিচিত লোকের ঘর দরজা সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাঁহারা কি সাটিরার সন্ধান লইবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন, না অন্য কোন ফেরারী আসামী মার্ল্ হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইয়াছে—তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে বলিয়াছিলেন পূর্ব্বরাত্রে একজন লোক মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছে—তাঁহারা তাহারই সন্ধানে আসিয়াছেন; কুট্‌সের এই কথায় ফিস নোলান অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিল; কারণ সাটিরাও ফ্ল্যাস কেজার ভিন্ন অন্য কোন লোক সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করে নাই ইহাই তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। সুতরাং তাহার ধারণা হইল—সাটিরাই তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু সাটিরা পূর্ব্ব রাত্রে মার্ল হাউসে প্রবেশ করে নাই, সে ও ফ্ল্যাস কেজার সেইদিনই প্রভাতে ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে মার্ল-হাউসে প্রবেশ করিয়াছিল। এ অবস্থায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি উদ্দেশ্যে তাহাকে ঐরূপ ধাঁধায় ফেলিলেন—তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, ফিস্ নোলান সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের ভাবগুলি লক্ষ্য করিতেছে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র অদূরে কোন শিকার দেখিলে যে ভাবে সেই শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে—ফিস্ নোলানের দৃষ্টিতে সেইরূপ লোলুপতা ও উত্তেজনা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে সেই ভাবে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তিনি তাহাকে সেই কক্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বলিলেন, “তুমি দোকান ছাড়িয়া এখানে দাঁড়াইয়া

আছ কেন? তোমাকে আমাদের খবরদারি করিতে হইবে না, যাও তোমার দোকানে গিয়া ক্রেতাদের আদেশ পালন কর। আমাদের এখানে বোধ হয় ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব হইবে। মার্ল-হাউস হইতে কোন লোক বাহিরে যায়, কি কোন লোক বাহির হইতে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে, তাহা দেখিবার জন্যই আমরা এই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি।"

ফিস নোলান ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া দোকানে যাইবে কি সেখানে থাকিয়া তাঁহাদের পাহারা দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। সে জানিত তাহার ঘর হইতে কেহই তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইতে পারিবে না, অথচ ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে সন্দেহ করিতে পারেন—এরূপ কাজ করাও সে সঙ্গত মনে করিল না। সে 'যাই কি থাকি' মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছে এমন সময় নীচে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া সে বুঝিল কোন ক্রেতা তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়াছে। সে তখন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া তাহার তেতালায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং মার্ল হাউসের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন—এই সংবাদটি সে কিরূপে সাটিরার গোচর করিবে—এই চিন্তায় অধীর হইল। তেতালার সেই কক্ষে টেলিফোনের কল ছিল—কিন্তু আগন্তুকগণের অজ্ঞাতসারে তাহা ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে সে অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল।

ফিস নোলান তাহার দোকানে প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া একখানি চেয়ার জানালার কাছে টানিয়া আনিলেন, এবং তাহাতে বসিয়া মার্ল হাউসের লতামণ্ডিত ছাদে (Creeper-covered roof) দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সেই নিভৃত অট্টালিকায় কি রহস্য সংগুপ্ত রহিয়াছে, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ম্যাথু মার্ল, জ্যাক বাওয়ার্স ও সাটিরার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে—তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কঠিন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না; ক্লার্কেনওয়েল ব্যাঙ্কে যে চুরী হইয়াছিল—সেই

চুরীতে জ্যাক বাওয়ার্স ম্যাথু মার্লের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি এক প্রকার নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন; কিন্তু ডাক্তার সাটিরা আট দশ বৎসর পূর্ব্বে এই দস্যুবৃত্তিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে অধীর স্বরে বলিলেন, "না, এখানে থাকিয়া এভাবে সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই। আমার মনে হয় স্থানীয় পুলিশের উপর এই ভার অর্পণ করিয়া আমাদের অন্য দিকে চেষ্টা করাই সঙ্গত। পুলিশ যদি মার্লকে তাহার বাড়ী হইতে কোন কৌশলে বাহির করিতে পারে—তাহা হইলে জ্যাক বাওয়ার্স সম্বন্ধে সে কি জানে তাহা আমরা তাহার নিকট জানিতে পারিব। ইহা ভিন্ন আমাদের কার্য্যোদ্ধারের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।"

টমাস ফিলিপ্‌স হতাশ ভাবে বলিল, "এই উপায়ে আপনারা আমার মামার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিবেন না; মার্ল যদি বলে সে মামাকে চেনে না, এবং তিনি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই, তাহা হইলে আমরা কি উপায়ে মামার সন্ধান পাইব? দেখুন, আজ আমি মামার সংবাদ সংগ্রহের আশায় আফিস কামাই করিলাম। এই অপরাধে আমার চাকরীটুকু যাইতে পারে; অথচ আপনাদের সঙ্গে আসিয়া মামার কোন সন্ধান পাইলাম না, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। তিনি আমার নিকট যে পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা কি নিতান্তই অনর্থক? তিনি কি অকারণে আমাকে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন? মামা আজ সকালে আমাদের বাড়ীতে ফিরিয়া না যাওয়ায় তাঁহার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। আপনারা তাঁহার সন্ধান লইবার কোন ব্যবস্থা করিলেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় সেই কক্ষে ঝণ-ঝণ শব্দ আরম্ভ হইল। উহা টেলিফোনের শব্দ। শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য সকলেই চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন।

স্মিথ সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া টেলিফোনের কলের নিকট উপস্থিত হইল এবং

যে পত্র পঞ্জিকাখানি দিয়া তাহা আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেইখানি সে সরাইয়া ফেলিল। তখন ম্যান্‌টল্‌পিসের উপর সকলেই টেলিফোঁন দেখিতে পাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "দোকানদার বোধ হয় দোকানে নাই, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য নীচে কেহ টেলিফোঁতে সাড়া দিতেছে। এখানে টেলিফোন আছে—ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু এ যে ইহাদের নিজস্ব টেলিফোন, (Private instument) টেলিফোন কোম্পানীর টেলিফোনের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখিতেছি না!"

টেলিফোনে ঝন্‌ঝনির বিরাম হইল না; তিন চারি মিনিট ধরিয়া ক্রমাগত তাহা বাজিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক শুদ্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ অগ্রসর হইয়া রিসিভারটি তুলিয়া লইলেন; তাহার পর বলিলেন, "দোকানদার তাহার দোকানে বসিয়া সম্ভবতঃ কোন কথা বলিবার জন্যই এইভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।—হ্যাল্লো! কি সংবাদ?"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে হঠাৎ কোন উত্তর পাইলেন না; দুই এক মিনিট পরে টেলিফোনের অপর প্রান্ত হইতে কে থামিয়া থামিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি নোলান? তুমি সম্মুখের বাড়ীর দেউড়ীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছ ত? ধূর্ত্ত গোয়েন্দা ব্লেকের কি সংবাদ? সে কি এখনও এ বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিতেছে, না নিরাশ হইয়া সদলে চলিয়া গিয়াছে?"

টেলিফোন নীরব হইল। মিঃ ব্লেক তারের ভিতর দিয়া এই কথাগুলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু আনন্দে উৎসাহ উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত হইল; যে স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহা তাঁহার পরিচিত। বক্তা সাটিরা ভিন্ন অন্য কেহ নহে—এ বিষয় তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ডাক্তার সাটিরা মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই স্থান হইতেই টেলিফোনে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুতরাং নোলান যে সাটিরার অনুচর—ইহাও তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন।

অষ্টম প্রবাহ

লোহার সিন্দুকে ও কি ?

ডাক্তার সাটিরার চরিত্রের প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, তাহার মাথার উপর বিপদের মেঘ পুঞ্জীভূত হইলেও সে ভয়ে বিচলিত বা অধীর হইত না, এবং অচঞ্চল হৃদয়ে স্থির ভাবে আত্মরক্ষার এরূপ উপায় অবলম্বন করিত যে বিপজ্জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্য কেহ সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে সাহস করিত না। তাহার আত্মনির্ভরের শক্তি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ ছিল। পূর্ব্বেও ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফ্ল্যাস কেজার বহির্দ্বার হইতে তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, আর আমাদের পরিত্রাণ নাই সর্দ্দার ! এবার আমাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে। আমাদের দলের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পুলিশের কাছে আমাদের গুপ্ত আড্ডার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে ; এজন্য এক জন পুলিশম্যান সদর দরজায় আসিয়া ঘণ্টা বাজাইতেছে ও দরজায় ধাক্কা দিতেছে। আমরা সাড়া না দিলেও উহারা দল বাঁধিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে। আমরা কোথাও লুকাইয়া তাহাদের চোখে ধুলা দিতে পারিব—এ আশা নাই।"

সাটিরা স্তব্ধভাবে ফ্ল্যাস কেজারের কথাগুলি শুনিয়া সম্পূর্ণ অচঞ্চল চিত্তে পকেট হইতে নস্যদানীটা বাহির করিল ; তাহার পর এক টিপ নস্য লইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ফ্ল্যাস কেজারের আতঙ্কবিহ্বল বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পুলিশ মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে—ইহা সে বিশ্বাস করিল না। পুলিশের ইহা অসাধ্য বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। ফ্ল্যাস কেজার মনে করিয়াছিল—পুলিশ সাটিরার সন্ধানেই মার্ল হাউসের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। তবে সাটিরার বিশ্বাস হইল—পুলিশ মার্লের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল ; কিন্তু পুলিশ কি উদ্দেশ্যে মার্লের দর্শনপ্রার্থী—তাহা সে অনুমান

করিতে পারিল না। তথাপি সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহার অবস্থা যে সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। অতঃপর সে কি করিবে—তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ফ্ল্যাস কেজার তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিল, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি সর্দ্দার! খাঁচায় ইঁদুর পড়িলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, আমাদের অবস্থাও যে সেইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল। কি উপায়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা হইবে?"

সাটিরা কোন কথা না বলিয়া ফ্ল্যাস কেজারের মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার সেই দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিরক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অনন্তর সে নস্যদানীটা পকেটে ফেলিয়া, জানালার নিকট যে টেবিলের উপর টেলিফোন ছিল—সেই টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল। সে জানিত সেই টেলিফোন পথের অপর পার্শ্বের ফিস নোলানের বে-তারের দোকানের টেলিফোনের সহিত সংযুক্ত আছে।—সে যাহা বলিবে তাহা ফিস নোলান ভিন্ন অন্য কেহ শুনিতে পাইবে না। ডাক্তার সাটিরা টেলিফোনে ফিস নোলানকে ডাকিতেই সে সাড়া দিল। তাহার পর বলিল, "সর্দ্দার, আমি এখনই আপনাকে ডাকিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু তাহার আগেই আপনি আমাকে ডাকিলেন। মার্ল হাউসের দরজায় এক জন পুলিশম্যান দাঁড়াইয়া আছে দেখিতেছি বটে, সেজন্য আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আপনি খাতির-নদারৎ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকুন, তাহার সোরগোলে কর্ণপাত করিবেন না। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—একটি যুবক প্রথমে দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া কোন আফিসের কেরাণী বা কোন দোকানদারের কর্ম্মচারী বলিয়াই মনে হইল। সে দরজায় ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি করায় ঐ পুলিশম্যানটা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বোধ হয় যুবকটিকে সে বলিতেছিল—ও ভাবে দরজায় ঘা দিয়া কোন ফল হইবে না। মার্ল দরজা খুলিয়া বাহিরের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করে না; কেহই তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পায় না।"

সাটিরা এ কথা শুনিয়া যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল; তাহার পর টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহারা কি এখনও আছে?"

ফিস্ নোলান তৎক্ষণাৎ দোকানের বাহিরে আসিয়া মার্ল হাউসের দেউড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর ফিরিয়া গিয়া সাটিরাকে সংবাদ দিল. "না, এইমাত্র তাহারা চলিয়া গেল। পুলিশের কনষ্টেবলটা এক দিকে গেল, সেই যুবকটি অন্য দিকে গিয়াছে। আমার বিশ্বাস, ঐ যুবক কোন কারণে মার্লের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। ওদিকে আর কোন গোলমাল নাই সর্দ্দার!"

সাটিরা বলিল. "তোমার কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি যেখানে আছ—ঐখানেই থাক। সর্ব্বদা চারি দিকে দৃষ্টি রাখিবে। যদি আর কেহ এই বাড়ীর দরজার কাছে আসে—কিংবা এই বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়—তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে সংবাদ দিবে।"

সাটিরা রিসিভার রাখিয়া পশ্চাতে চাহিতেই ফ্ল্যাস কেজারকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সাটিরা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বিকৃত স্বরে বলিল, "ওরে কুকুর, কোন্ সাহসে তুই আমার সম্মুখে আসিয়াছিস্? তোর মুখ দেখিলে রাগে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে। তোর মত অপদার্থ, ভীরু কাপুরুষের উপর যদি আমাকে নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে এত দিন হয় ত আমাকে কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। হ্যা, এত দিন আবার আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়িতাম। যদি আবার কেহ দরজায় আসিয়া ধাক্কা দেয় ও সোর-গোল করে—তাহা হইলে তুই ত আমার কাছে আসিয়া ঐভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিবি?—তাহা অপেক্ষা তুই এখান হইতে চলিয়া যা, তোর ছায়াও আমার অসহ্য। তুই যে পুলিশম্যানটাকে দেখিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিলি—সে আমাদের সন্ধানে আসে নাই। একটা ছোঁড়া কোন কারণে মার্লের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দরজায় ধাক্কা দিতেছিল ও ঘণ্টা পিটিতেছিল—তাহা দেখিয়া পুলিশম্যানটা তাহাকে ঐ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছিল। পুলিশম্যান্ তাহাকে বলিতেছিল—মার্ল দরজা খুলিয়া কাহারও সঙ্গে দেখা করে না, দরজা খুলাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না; অথচ তুই ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে সংবাদ দিলি—পুলিশম্যানটাই দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল! যেখানে ভয়ের কোন কারণ নাই, সেখানে তুই ভয়ে কাঁপিয়া

মরিস্, আমাকেও অনর্থক বিরক্ত করিয়া তুলিস্। আমার বিশ্বাস, পুলিশ আমাদের অপকারের পরিবর্ত্তে উপকারই করিতেছে, কোন বাজে লোক এই বাড়ীতে প্রবেশের চেষ্টা করিলে মার্ল তাহার সহিত দেখা করে না বলিয়া তাহাকে দরজা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।”

সাটিরার কথা শুনিয়া ফ্ল্যাস কেজার বুঝিতে পারিল—তাহার আতঙ্ক অমূলক!—সাটিরার তীব্র তিরস্কারে সে ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইল না; কারণ সাটিরার তিরস্কারে সে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সাটিরার তুলনায় সে কত ক্ষুদ্র তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না;—তথাপি সে আত্মসমর্থনের জন্য অস্ফুটস্বরে বলিল, “পুলিশ এই বাড়ী ঘেরাও করে নাই, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব? আমি সদর দরজার কাছে গিয়া দেখিলাম—দরজায় ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিতেছে—দরজার কাঁছে একজন পুলিশম্যান দাঁড়াইয়া আছে। সে যে সাধু উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে—ইহা বুঝিবার মত শক্তি থাকিলে আমি আপনার তাঁবেদার না হইয়া আপনার সমকক্ষ হইতাম। যাহা হউক, আপনার কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।”

সাটিরা তাহার কথা শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। সে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতে লাগিল। মার্ল হাউসে অন্য কোন লোক আছে কি না ইহাই জানা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল।

সাটিরা মার্ল হাউসের বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—সেই সকল কক্ষে বহুকাল কেহ বাস করে নাই। বিভিন্ন কক্ষে যে সকল আসবাব-পত্র ছিল—তাহা অত্যন্ত জীর্ণ ও বিবর্ণ, তাহাদের উপর একইঞ্চি পুরু হইয়া ধূলা জমিয়া ছিল। ঘরের মেঝের উপরও ধূলায় পুরু স্তর। কোন কোন কক্ষের কড়ি বরগাগুলি এরূপ জীর্ণ যে, ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িবার অধিক বিলম্ব ছিল না। অধিকাংশ কক্ষেরই অবস্থা “কড়ি আগে ভাঙ্গে, কিম্বা ছাদ আগে পড়ে?”—কোন কোন কক্ষের দেওয়াল কাগজমণ্ডিত। সেই সকল কাগজ জীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। বাতায়নগুলি ধূলায় ও মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন।

গৃহকোণে ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়া রাশি রাশি মাটী তুলিয়াছিল, এবং চামচিকের দল কার্ণিসের উপর স্থায়ীভাবে আড্ডা করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতেছিল।”

সাটিরা বুঝিতে পারিল, মার্ল পাকশালাটিই সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। সেই কক্ষে সে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইল। গ্যাস্‌-ষ্টোভের উপর একখানি কড়া রক্ষিত হইয়াছিল, এবং কয়েকখানি ডিসে কয়েক প্রকার খাদ্যদ্রব্য আবৃত ছিল। তাহাতে চর্ব্বির বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া সাটিরা বিরক্তিভরে মুখভঙ্গি করিল। পাকশালার পাশেই একটি কুঠুরী, তাহা কাঠের পর্দ্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই প্রকোষ্ঠে মার্লের গৃহরক্ষী বোর-হাউণ্ড জাতীয় কুকুরগুলি আবদ্ধ থাকিত, রাত্রিকালে বাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য সে সেই কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিত। কুকুরগুলি যেরূপ ভীষণদর্শন, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ উগ্র। তাহারা তখন সেই প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিল, আবদ্ধ না থাকিলে তাহারা সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজারকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিত। তাহারা সেই প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে সাটিরাকে দেখিতে না পাইলেও অপরিচিত লোকের গন্ধ পাইয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সাটিরা তাড়াতাড়ি পাকশালার দ্বার বন্ধ করিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল।

ফ্ল্যাস কেজার ম্যাথু মার্লের গুপ্তধন আবিষ্কার করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; সে বলিল, “সর্দ্দার, কঞ্জুস মার্ল এই বাড়ীতে বিস্তর টাকা মোহর ও হীরা জহরত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই কি সর্ব্বাগ্রে উচিত নহে? আপনি বলিতেছিলেন টাকার অভাবে আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।—উহার সঞ্চিত অর্থরাশি হস্তগত হইলে একটা দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। মার্লের বসিবার ঘরে যে লোহার সিন্দুকটি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সিন্দুকেই তাহার গুপ্তধন গচ্ছিত আছে—একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আপনার অনুমতি হইলে আমি মার্লের পকেট খুঁজিয়া সিন্দুকের চাবি লইয়া আসি।”

ডাক্তার সাটিরা কোন কথা না বলিয়া মাথা হেলাইয়া তাহার অনুচরের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহারা যখন ম্যাথু মার্লকে আহত করিয়া

সিঁড়ির নীচে কাবোর্ডের ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছিল—তখন তাহার চেতনা ছিল না। তাহারা কাবোর্ড খুলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল; তখন পর্য্যন্ত তাহার চেতনা সঞ্চার হয় নাই। ফ্ল্যাস কেজার তাহাকে সিঁড়ির নীচে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার উভয় হস্তের বন্ধন একটু আলগা করিয়া দিল, কারণ তাহার দুই হাত কোটের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকায় হাতের বাঁধন আল্‌গা না করিলে পকেটে হাত দেওয়ার উপায় ছিল না। ফ্ল্যাস কেজার মার্লের কোটের পকেট হইতে এক গোছা চাবি বাহির করিয়া লইল। ডাক্তার সাটিরা চাবিগুলি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—সেই রিংএ সিন্দুকের চাবিও রাখা হইয়াছিল। সাটিরা চাবিগুলি লইয়া মার্লের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

ফ্ল্যাস কেজার স্বহস্তে সিন্দুক খুলিবার সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইল, সে সেই কক্ষে সাটিরার অনুসরণ করিল। সাটিরা দেওয়ালের কাছে গিয়া প্রকাণ্ড সিন্দুকটার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল, তাহার পর সিন্দুকের তালায় চাবি প্রবেশ করাইয়া তালাটি খুলিয়া ফেলিল, এবং আর একটি চাবি বাছিয়া লইয়া সিন্দুকের ডালা-সংলগ্ন কলও খুলিল। অতঃপর সে সিন্দুকের ডালার হাতল ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতেই ডালাখানি সশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল। সিন্দুকের কপাট খুলিয়া সাটিরার সম্মুখে আসিল।

সিন্দুকের ডালা খুলিয়াই সাটিরা চমকিয়া উঠিল, এবং দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া গিয়া বিস্ফারিত নেত্রে উন্মুক্ত সিন্দুকের দিকে চাহিয়া রহিল। সাটিরা মহা পাপিষ্ঠ, কোন পাপানুষ্ঠানে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না; কোন ভীষণ দৃশ্যেই সে বিচলিত হইত না; কিন্তু সিন্দুক খুলিবামাত্র যে দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহা দেখিয়া সে ভয়ে ও বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিল। তাহার পাষাণ কঠিন হৃদয়েও যেন কি একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল।

সে সিন্দুক খুলিবামাত্র সিন্দূকের ভিতর হইতে একটা গোলাকার মাংসপিণ্ড বাহির হইয়া তাহার পদপ্রান্তে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। তাহা একজন মানুষের মৃতদেহ; কিন্তু মৃত দেহটি এভাবে রজ্জুবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার হাত পা মাথা

সমস্তই বুকের কাছে থাকায় তাহা একটি সুগোল মাংস স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই দৃশ্য যেমন বীভৎস সেইরূপ লোমহর্ষণ। তাহা দেখিয়া ফ্ল্যাস কেজার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মৃতদেহটি সিন্দুকের ভিতর হইতে গড়াইয়া মেঝের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিল।

সাটিরা কয়েক মিনিট সেই মৃতদেহটির দিকে স্তম্ভিত ভাবে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তাহার আত্মসংবরণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না; সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নাসারন্ধ্রে দুইটিপ নস্য গুঁজিল। সে স্বহস্তে অনেকের প্রাণবধ করিয়াছিল, কিন্তু অন্য কোন নরহন্তা নরহত্যা করিয়া সেই মৃতদেহ তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে তাহার মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা সে পূর্ব্বে কোন দিন অনুভব করে নাই; এই অভিজ্ঞতা আজ তাহার পক্ষে নূতন। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিল সেই লোকটিকে গুলী মারিয়া হত্যা করা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির ললাট ভেদ করিয়া পিস্তলের গুলী তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল। ললাট-নিঃসৃত শোণিতরাশিতে তাহার মুখ প্লাবিত হওয়ায় হতভাগ্যের মুখাকৃতি অতি বিকট ভাব ধারণ করিয়াছিল। এই ভাবে তাহাকে হত্যা করিয়া রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পিণ্ডাকারে সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিবার কারণ কি, তাহা সাটিরা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু এই ব্যবহার হত্যাকারীর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার মর্ম্মভেদী দৃষ্টান্ত সাটিরা বুঝিল তাহার ন্যায় হৃদয়হীন নরপিশাচ পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল নহে!

নিহত ব্যক্তির বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে, তাহার মাথার চুল গুলি কটা ও খাট করিয়া কাটা। মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল না; মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত লোকটার প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিল। হিংসা, লোভ, নিষ্ঠুরতা মৃত্যুর পরও তাহার মুখে প্রতিফলিত হইতেছিল। তাহার দক্ষিণ গালে একটি সুদীর্ঘ শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন ছিল। উন্মুক্ত মুখ-বিবর হইতে তাহার দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সাটিরা দেখিল তাহার পাঁচ ছয়টি দাঁত সোনা দিয়া বাঁধান।

সাটিরা মৃত দেহটি পরীক্ষা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হুঁ, সিন্দুকের ভিতর হইতে এ রকম মাল বাহির হইবে—ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই

মৃতদেহ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আমাদের এখানে আসিবার পূর্ব্বে এই লোকটি ম্যাথু মার্লের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। মৃত দেহের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয় দশ বার ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহাকে নিহত করা হইয়াছিল। এই লোকটা কোন কারণে মার্লের সহিত কলহ করায় এই ভাবে নিহত হইয়াছে। কিন্তু মার্লের ইচ্ছার প্রতিকূলে এই ব্যক্তি কিরূপে এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই অট্টালিকায় প্রবেশের কোন গুপ্ত পথ আছে না কি? এই ব্যক্তি ম্যাথু মার্লের পরিচিত ছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফ্ল্যাস কেজার আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "সর্দ্দার! এ কি ব্যাপার! আমরা ম্যাথু মার্লের সঞ্চিত ধনের সন্ধান লইবার জন্য তাহার সিন্দুক খুলিলাম, কিন্তু কেঁচো খুঁড়িতে যে সাপ উঠিয়া পড়িল! বাড়ীতে এত স্থান থাকিতে এ লোকটা সিন্দুকের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কেন?"

সাটিরা বলিল, "কারণ ম্যাথু মার্ল ইহাকে হত্যা করিয়া এই সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সিন্দুকে কি উদ্দেশ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিল তাহা অনুমান করা অন্যের অসাধ্য। মার্ল ইহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহার পর উহার হাত পা মাথা এক সঙ্গে বাঁধা কুণ্ডলী পাকাইয়া এই সিন্দুকে রাখিয়াছিল। এ যে কি রহস্য তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। রবার্ট ব্লেককে সংবাদ দিলে সে এখানে আসিয়া এই রহস্য ভেদ করিতে পারিত; কিন্তু সে এখানে আসিলে আমাদের নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব হইবে। আমার বিশ্বাস ম্যাথু মার্লের অতীত জীবনের ইতিহাস রহস্যাবৃত; সেই ইতিহাসের সহিত এই হত ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস আংশিক ভাবে বিজড়িত। আশা করি মার্লের অন্য কোন ঘরে এইরূপ দৃশ্য দেখিতে হইবে না।"

সাটিরা সিন্দুক বন্ধ না করিয়া মৃতদেহটি সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু ফ্ল্যাস কেজার তখনও সেই মৃত দেহটি পরীক্ষা করিতেছিল। সে কয়েক মিনিট তাহার বিবর্ণ ও বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সর্দ্দার! আমি এই লোকটাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি যখন জেলখানায় ঢুকিয়া কর্ম্মভোগ করিতেছিলাম সেই সময় ইহাকে সেখানে দেখিয়াছিলাম;

আমি যে কুঠুরীতে বাস করিতাম তাহার ঠিক পাশের কুঠুরীতে ইহাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধান লইয়া জানিতে পারি এই লোকটা একটা ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। যে কনষ্টেবল উহাকে ধরিয়াছিল ও তাহাকে প্রায় সাবাড় করিয়াছিল, অনেক চেষ্টায় পাহারাওয়ালা বেচারা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। সেসনের বিচারে উহার প্রতি আট বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। উহার নাম জ্যাক বাওয়ার্স, নামটা এখনও আমার মনে আছে। হাঁ, সেই লোকই বটে।"

সাটিরা সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল, "ক্লার্কেন ওয়েল ব্যাঙ্ক হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক টাকা অপহৃত হইয়াছিল শুনিয়াছি। তুমি সেই চুরীর কথা বলিতেছ? চোরেরা না কি অদ্ভুত কৌশলে পঁচিশ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও টাকাগুলি উদ্ধার করিতে পারে নাই। জ্যাক বাওয়ার্স চুরীর পর ধরা পড়িয়াছিল কিন্তু টাকাগুলি তাহার কাছে ছিল না। সে যাহাকে সঙ্গে লইয়া চুরী করিতে গিয়াছিল, পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। টাকাগুলি সম্ভবতঃ তাহারই কাছে ছিল। কিন্তু জ্যাক বাওয়ার্স ধরা পড়িয়াও পুলিশের কাছে বা বিচারালয়ে তাহার সঙ্গীর নাম প্রকাশ করে নাই। উহার এইরূপ সৎসাহস ও চিত্তের দৃঢ়তার কথা শুনিয়া ঐ বেচারার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তোমাদের মত পাতি চোরের দলে এ রকম খাঁটি লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; এই জন্যই তাহার কথা আমার স্মরণ আছে। সে নির্ব্বাক ভাবে কঠোর কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল। আট বৎসর কারাবাসের পর সে বোধ হয় সংপ্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এখানে আসিয়া সে নিহত হইয়াছে; কিন্তু কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই সে কি উদ্দেশ্যে মাল হাউসে আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ফ্র্যান্স কেজার বলিল, "সে এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল তাহাত অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় সর্দ্দার! যাহার যে স্বভাব—সে কি ইচ্ছা করিলেই তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে? চোর কি জেল খাটিয়া সাধু হয়? চোর

যতই শাস্তি ভোগ করুক, সুযোগ পাইলেই সে চুরী করিবে। কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তাহার অনুতাপ হয় না, সৎপথে চলিবার জন্ত প্রবৃত্তি ও হয় না। জ্যাক বাওয়ার্স বোধ হয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল কঞ্জুস মার্লের ঘরে বিপুল অর্থ সঞ্চিত আছে। সুতরাং মুক্তিলাভ করিয়াই সে এখানে আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল মার্লকে তাহার নিভৃত গৃহে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করা কঠিন হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধ মার্ল যেরূপ সন্দিগ্ধচেতা সেইরূপ সতর্ক ছিল। মার্ল জ্যাক বাওয়ার্সকে দেখিবামাত্র তাহাকে হত্যা করিয়াছে; তবে তাহাকে ও ভাবে বাঁধিয়া সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছিল কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বুড়া মার্লের খেয়ালের অন্ত ছিল না, বোধ হয় ইহাও তাহার একটা খেয়াল!"

সাটিরা অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাড়ীতে চোর আসিলে তাহাকে হত্যা করা অসঙ্গত নহে; কিন্তু জ্যাক বাওয়ার্সকে হত্যা না করিয়া সে অনায়াসে জখম করিতে পারিত, তাহার পর পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিতে পারিত। আত্মরক্ষার জন্ত, সম্পত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্ল তাহাকে আহত করিলে তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল না, তথাপি সে জ্যাক বাওয়ার্সকে নিহত করিয়া এই সিন্দুকে তাহার মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের সহিত কোন রহস্ত বিজড়িত আছে; কিন্তু সেই রহস্তটি কি, তাহা আবিষ্কার করা আমাদের অসাধ্য। হত্যাকাণ্ডের যে কারণ অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না।"

সাটিরা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর দুই টিপ নস্ত গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না, জ্যাক বাওয়ার্স চুরী করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিল—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ক্লার্কেনওয়েল ব্যাঙ্ক হইতে আট বৎসর পূর্ব্বে সে যে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড চুরী করিয়াছিল—সে সেই টাকার বখরা আদায় করিতে এখানে আসিয়াছিল।"

সাটিরার কথা শুনিয়া ফ্র্যাস কেজার গভীর বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কথাটা সে বিশ্বাস করিল না; কিন্তু সাটিরার কথার প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহস হইল না।

সাটিরা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "বেকুবের মত হা করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলে যে? কথাটা বুঝি বিশ্বাস হইল না? জ্যাক বাওয়ার্স ব্যাঙ্কে চুরী করিতে যাইবার সময় আর একটি চোরকে সঙ্গে লইয়াছিল, সেই চোর ম্যাথু মার্ল ভিন্ন অন্য কেহ নহে। ম্যাথু মার্ল টাকাগুলি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল; টাকা সমেত তাহাকে সরাইয়া দেওয়ার সময় জ্যাক বাওয়ার্স তাহাকে বলিয়াছিল—যদি ধরা পড়িয়া জেল খাটিতে হয়—তাহা হইলেও সে তাহার নাম প্রকাশ করিবে না, এবং কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি লাভ করিয়া সে তাহার প্রাপ্য বখরা গ্রহণ করিবে। লুঠের টাকাগুলি মার্লের অধিকারে থাকিলেও তাহার অর্দ্ধাংশ জ্যাক বাওয়ার্সের প্রাপ্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ম্যাথু মার্লও সম্ভবতঃ তাহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল—সে দাবী করিলেই লুঠের টাকার অর্দ্ধাংশ তাহাকে দেওয়া হইবে।

"জ্যাক বাওয়ার্স সম্ভবতঃ গতকল্য রাত্রে এখানে আসিয়াছিল। সে কি কৌশলে এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই; কিন্তু সে তাহার বখরার টাকার দাবি করিয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ম্যাথু মার্ল তাহাকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিতে সম্মত হয় নাই, জ্যাক বাওয়ার্স টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করায় উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কলহ হইয়াছিল; কলহের যে ফল হইয়াছিল—তাহা সম্মুখে দেখিতেই পাইতেছ। ম্যাথু মার্ল তাহার পুরাতন বন্ধু জ্যাক বাওয়ার্সকে গুলী মারিয়া হত্যা করিয়াছিল। তোমরা বলিয়া থাক—চোর ডাকাতেরা অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না, পরস্পরের প্রতি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না; কিন্তু আমি ও কথা বিশ্বাস করি না। স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিলে দস্যুরা পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে—জ্যাক বাওয়ার্সের প্রতি মার্লের ব্যবহার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; আশা করি ইহা হইতে তুমি কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।"

ক্লাস কেজার কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "যত দিন আপনার আদেশে পরিচালিত হইব—তত দিন পর্য্যন্ত কোন সহযোগীর গুলীতে আমার নিহত হইবার আশঙ্কা

নাই সর্দ্দার! বখরার টাকার জন্য কাহারও সহিত আমার বিরোধ হইবে না। আপনার আদেশই আমাদের আইন। আপনার আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য কাহারও নাই। আপনি জ্যাক বাওয়ার্সের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের যে কারণ অনুমান করিলেন তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অসাধারণ। বুড়া মার্ল সেই টাকাগুলা ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত আরও বহু অর্থ এই অট্টালিকার কোন কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই সিন্দুকে ত কিছুই নাই; টাকাগুলা কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে না। আপনি বুড়াকে সাবাড় না করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাহাকে একটু পীড়ন করিলেই তাহার নিকট গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

সাটিরা বলিল, "হাঁ, এখন আমাদের যেরূপ অর্থাভাব, তাহাতে টাকাগুলি হাতে আসিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। আমি যে অন্য কোন স্থানে না গিয়া মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—ইহা বড়ই সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে। এমন নির্জ্জন স্থান, তাহার উপর এইরূপ প্রচুর অর্থ লাভের সম্ভাবনা,—এরূপ সুযোগ অন্য কোথাও জুটিত না। কিন্তু আমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ কি না বুঝিতে পারিতেছি না। জ্যাক বাওয়ার্স মার্ল হাউসে আসিবার পূর্ব্বে—সে এখানে আসিতেছে এ সংবাদ কাহাকেও জানাইয়াছিল কি না তাহা অনুমান করা অসাধ্য। যদি সে এ কথা কাহাকেও বলিয়া আসিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাকে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে না দেখিয়া—"

ফ্র্যাস কেজার সাটিরার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "না সর্দ্দার, সে ভয় করিবেন না। জ্যাক বাওয়ার্সের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। সে তাহার গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। এমন কি, তাহার ডান হাত কি কাজ করিত—তাহার বাঁ হাতও তাহা জানিতে পারিত না। জেলখানায় দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া আমি তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিলাম। সে কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে অন্যান্য দস্যু তস্করের সাহায্য গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু তাহার সহযোগীদের কেহই তাহার মনের ভাব জানিতে পারিত না। সে নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই ব্যাঙ্ক লুঠের টাকাগুলি মার্লের

হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে। আমি জানি ব্লিকস্‌রের কারাগারে বাসকালে একদিন কারাধ্যক্ষ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে অনুরোধ করে যে সে—"

সাটিরা ক্ল্যাস কেজারকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "আমারও মনে হইতেছে সে এখানে আসিবার পূর্ব্বে কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। জ্যাক বাওয়ার্সের সন্ধানে এখানে কেহ না আসিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। পুলিশ জ্যাক বাওয়ার্সের অনুসন্ধানে এখানে আসিলে আমাকে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। মার্ল চতুর লোক হইলেও জ্যাক বাওয়ার্সের মৃতদেহ সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়া বড়ই ভুল করিয়াছিল। বাড়ীর চারি দিকে প্রকাণ্ড বাগান, ইহার এক অংশে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতর মৃতদেহটা পুতিয়া ফেলিলে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার অসম্পন্ন কাজ আমাদিগকেই শেষ করিতে হইবে। মার্লকে আর অধিক কাল জীবিত রাখা হইবে না; তাহাকে সাবাড় করিয়া উভয় মৃতদেহ আমরা একটা গর্ত্তে পুতিয়া ফেলিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মার্লের গুপ্তধন হস্তগত করিতে হইবে। গত আট বৎসর সে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং মনে হয় এই সময়ের মধ্যে সে অনেক টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। কৃপণ হইলেও সে তাহার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি নগদ টাকায় ক্রয় করিত। সে কাহারও প্রাপ্য টাকা বাকি রাখিত না।"

ক্ল্যাস কেজার বলিল, "এই কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সিন্দুকটা একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেন না সর্দ্দার! সিন্দুকের কোন গুপ্ত প্রকোষ্ঠে কিছু টাকা বা হীরা জহরত থাকিতেও পারে।"

সাটিরা কি ভাবিয়া সেই সিন্দুকের নিকট ফিরিয়া আসিল। জ্যাক বাওয়ার্সের মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িয়াছিল—সে অবজ্ঞাভরে মৃতদেহটা পদাঘাতে এক পাশে সরাইয়া দিল, এবং বাতির আলোকে সিন্দুকের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সিন্দুকের ভিতর একটি তাম্র মুদ্রাও দেখিতে পাইল না। সিন্দুকে এক টুকরা কাগজ পর্য্যন্ত ছিল না।

ক্ল্যাস কেজার হতাশ ভাবে বলিল, "বৃথা চেষ্টা! হতভাগা সিন্দুকে কিছুই রাখে নাই! আমার বিশ্বাস অন্য কোন কুঠুরীতে সে টাকা মোহর হীরা জহরত সমস্তই লুকাইয়া রাখিয়াছে; প্রথমে এই কক্ষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

সাটিরা ক্ল্যাস কেজারের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিল। পূতিগন্ধময় মৃতদেহ কোন স্থানে সংগুপ্ত থাকিলে তাহার ঘ্রাণ পাইয়া শব-মাংসাশী হিংস্র জন্তুগুলা যেরূপ আগ্রহ ভরে, যেরূপ লোভ ও লালসায় উদ্দীপ্ত হইয়া সেই মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে, সাটিরাও সেই ভাবে সেই কক্ষে গুপ্তধনের সন্ধান করিতে লাগিল। সে দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে করাঘাত করিয়া, সেল্‌ফ হইতে রাশ রাশি পুস্তক সবেগে আকর্ষণ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া, সেই কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল, পরিশ্রমে ও উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। বালিশ, বিছানার গদী, মেঝের কার্পেট সমস্তই সে ছিঁড়িয়া দেখিল; কিন্তু তাহার সকল শ্রম বিফল হইল।

এইভাবে নিরাশ হইয়া সাটিরার জিদ বাড়িয়া গেল। সে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে মাতালের মত টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল, এবং প্রত্যেক কক্ষ ও গুপ্তস্থান এইভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষা করিতে চারি ঘণ্টা অতীত হইল; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন কক্ষে সে একটি মুদ্রাও সংগ্রহ করিতে পারিল না। এইরূপ অশ্রান্তভাবে চারি ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কোন ফল লাভ করিতে না পারায় সাটিরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার মুখ তখন ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র পশুর মুখের ন্যায় অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। ক্রোধে সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইল। সে দোতালার ঘরগুলি পরীক্ষা করিয়া অবসন্ন দেহে ও কম্পিত পদে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ক্ল্যাস কেজারকে বলিল, "লুঠের টাকা, হীরা জহরত সমস্তই এই বাড়ীতে আছে; কিন্তু মার্ল কোথায় তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছে কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না। কোন ঘরেই তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। মার্ল এখনও জীবিত আছে; আমি তাহাকে এ কথা বলিতে বাধ্য করিব। হাঁ, যদি সে ইতিমধ্যে না মরিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার এরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিব যে, প্রাণরক্ষার আশায় সে তাহার গুপ্তধনের সন্ধান না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না।"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "যদি সে মুখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে—তাহা হইলে কি করিয়া তাহাকে কথা কহাইবেন সর্দ্দার! বোবার শত্রু নাই।"

সাটিরা ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিল, "মুখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিবে?—কি করিয়া তাহার মুখ খুলাইতে হয় তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। অগ্নিকুণ্ডের আগুন উস্‌কাইয়া দেওয়ার জন্য যে লোহার চিম্‌টা আছে তাহা দেখিয়াছ ত? সেই চিম্‌টা আগুনে পুড়াইয়া লাল করিব—তাহার পর তাহা দিয়া মার্লের পাঁজরে দুই একটি খোঁচা দিলেই অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করিবে—এবং আরও দুই একটি খোঁচা খাইবার ভয়ে গুপ্ত ধনের সন্ধান বলিয়া দিবে। যদিও সে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াছে—তথাপি চিম্‌টার আগুনে যখন তাহার তাজা মাংস পড়্‌-পড়্‌ শব্দে পুড়িতে থাকিবে—তখন সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নির্ব্বাক থাকিতে পারিবে না। ইহার ন্যায় নিষ্ঠুর নরহন্তা কাহারও দয়ার দাবি করিতে পারে না। আমিও তাহাকে হত্যা করিব, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে নহে।"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "সে নিষ্ঠুর নরহন্তা না হইলে কি তাহাকে জীবিত রাখিতেন?"

সাটিরা বলিল, "আমি? যে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে—সে মহাধার্ম্মিক ও সাধু পুরুষ হইলেও আমি তাহাকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পিষিয়া মারি। মনুষ্যের প্রাণে ও সামান্য পতঙ্গের প্রাণে কোন প্রভেদ আছে—ইহা আমি স্বীকার করি না। মশা ও মানুষ এ উভয়েই আমার নিকট সমান; তাহাদের জীবন আমার নিকট সমান তুচ্ছ। প্রয়োজন হইলে আমি তোমাদেরও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত নহি—একথা তোমরা জান—এইজন্য আমাকে ভয় কর। আমি

কাহারও শ্রদ্ধা ভালবাসা চাহি না, কখন তাহা পাই নাই। যাহাকে আমার স্বার্থের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি, তাহাকেই হত্যা করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও করিব। আমি যন্ত্রী, তোমরা যন্ত্র: যতক্ষণ তোমরা আমার অনুগত হইয়া নতশিরে আমার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমাদের বন্ধু, নতুবা তোমাদের কাহারও সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

সাটিরার কথা শুনিয়া ফ্ল্যাস কেজারের মুখ শুকাইল। সে সাটিরার প্রকৃতি জানিত, প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সে কত নরহত্যা করিয়াছিল—তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে তাহাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না—তাহার মুখে একথা শুনিয়া ফ্লাস কেজারের মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল। অতঃপর সে মনের ভাব গোপন করিয়া সাটিরার মনোরঞ্জনের জন্য শুষ্ক স্বরে বলিল, "এই বাড়ীতে নিশ্চয়ই ভূগর্ভস্থ গুদাম আছে, আমরা এখনও সেই গুদামের সন্ধান পাই নাই। এখন তাহাই পরীক্ষা করিতে বাকি।"

সাটিরা বলিল, "চল সেই গুদামটা খুঁজিয়া বাহির করি।"

ম্যাথু মার্ল যে কক্ষে রন্ধন করিত, সেই কক্ষের মেঝের একপ্রান্তে একটি গুপ্ত দ্বার দেখিয়া ফ্ল্যাস কেজার সেই দ্বারটি খুলিয়া ফেলিল। মুক্তদ্বার দিয়া সে সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইল; তাহা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সোপানশ্রেণীর সাহায্যে সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজার ভূগর্ভস্থ গুদামে প্রবেশ করিল। গুদামটি ক্ষুদ্র, কিন্তু সেখানেও বিদ্যুতের আলো ছিল। সাটিরা সুইচ টিপিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিল; কিন্তু সেই গুদামে কয়েকটা খালি প্যাকিং-বাক্স ও মদের খালি পিপা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না।—সাটিরা হতাশভাবে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; সে দেখিল মদের পিপাটি একখানি চতুষ্কোণ তক্তার উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে। তক্তার উপর পিপাটি বসাইয়া রাখিবার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া সাটিরা সেই পিপায় পদাঘাত করিল; সেই আঘাতে পিপাটি গড়াইতে গড়াইতে দূরে চলিয়া গেল। সাটিরা তক্তাখানিও পদাঘাতে সরাইয়া ফেলিল; তৎক্ষণাৎ সেই তক্তার নীচে একটি গুপ্তদ্বার লক্ষিত হইল। সেই দ্বারের গায়ে একটি লোহার কড়া ছিল। সাটিরা সেই কড়া ধরিয়া

কর্ষণ করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সাটিরা সেই দ্বারের ভিতর কয়েকটি সিঁড়ি দেখিতে পাইল। সাটিরা একাকী সেই সিঁড়ি দিয়া গহ্বর মধ্যে অবতরণ করা সঙ্গত মনে করিল না। ফ্ল্যাস কেজার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে পারে—এই আশঙ্কায় তাহাকেই প্রথমে সেই গুহার ভিতর নামাইয়া দিল, তাহার পর প্রজ্জ্বলিত বাতি লইয়া সে তাহার অনুসরণ করিল। সাটিরা সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া গুহা মধ্যে চর্ম্মনির্ম্মিত দুইটি পুরাতন 'সুট কেস' দেখিতে পাইল; উভয় সুটকেসই চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল। ম্যাথু মার্লের চাবির গোছা সাটিরার কাছেই ছিল; দুইটি চাবি দিয়া সে সুট-কেস দুটি খুলিয়া ফেলিল। সাটিরা দেখিল—সুট-কেস দুটি স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ। দুইটি সুট-কেসে ব্যাঙ্ক নোটে ও স্বর্ণ মুদ্রায় প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড সঞ্চিত ছিল।—সাটিরা মনের আনন্দ গোপন করিয়া সেই বিপুল অর্থরাশি গণিতে লাগিল; ফ্ল্যাস কেজার তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল। সে একবার মনে করিল, সর্দ্দার নিবিষ্টচিত্তে টাকা গণিতেছে—এ সময় তাহার মাথায় সজোরে একটি দণ্ডাঘাত করিলে—; কিন্তু সে আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার সঙ্কল্প মনেই রহিয়া গেল। সাটিরাকে আক্রমণ করিবে—তাহার কোন অনুচরের এরূপ সাহস ছিল না। তাহার প্রত্যেক অনুচরের ধারণা ছিল—সাটিরার জীবন দৈববলে সুরক্ষিত, যে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে—তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে।

নবম প্রবাহ

প্রভুভক্তির পুরস্কার

ডাক্তার সাটিরা সেই বিপুল অর্থরাশি পুনর্ব্বার সুট-কেশে তুলিয়া রাখিয়া হর্ষবিগলিত স্বরে বলিল, "কি আনন্দ! কি শুভ মুহূর্ত্তেই মার্ল-হাউসে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমাদের সকল শ্রম সফল হইল। এখানে আসিতে যদি আমাদের আর এক দিন বিলম্ব হইত—তাহা হইলে দেখিতাম পাখী উড়িয়া গিয়াছে! একটি তাম্রমুদ্রাও আমাদের ভাগ্যে জুটিত না। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—মার্ল জানিতে পারিয়াছিল তাহার বখরাদার জ্যাক বাওয়ার্সের মুক্তি-লাভের সময় হইয়াছে; মুক্তিলাভ করিয়াই সে তাহার নিকটে আসিয়া চুরীর টাকার বখরার দাবী করিবে। এই জন্য মার্ল এই সকল টাকা লইয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছিল। আমার বিশ্বাস—এই গুপ্ত-কক্ষ হইতে পলায়ন করিবার জন্য মাটীর ভিতর দিয়া কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। সেই সুড়ঙ্গের দ্বার কোথায়—খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

সাটিরাকে সুড়ঙ্গদ্বার খুঁজিবার জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না; সেই কক্ষের দেওয়ালে একটি আলমারি ছিল; আলমারিটি খুলিয়া সাটিরা দেখিল—তাহার ভিতর কোন জিনিসপত্র নাই, কেবল কয়েকখানি তক্তা আঁটা রহিয়াছে। নীচের তক্তাখানি পরীক্ষা করিয়া সাটিরা তাহার এক প্রান্তে একটি স্প্রিং দেখিতে পাইল; সে সেই স্প্রিংএর উপর অঙ্গুলীর চাপ দিতেই তক্তাখানা পাশের দেওয়ালের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং তাহার নীচে একটি সুড়ঙ্গের দ্বার বাহির হইল। সাটিরা কেজারকে তাহা দেখাইয়া বলিল, "কেজার তুমি বাতি লইয়া এই সুড়ঙ্গে নামিয়া পড়। এই সুড়ঙ্গ দিয়া কোথায় যাওয়া যায় দেখিতে হইবে। চল, আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি।"

সেই বিপুল অর্থরাশি দেখিয়া ক্ল্যাস কেজারের চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিয়াছিল—তাহা ধূর্ত্ত সাটিরার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই; সাটিরা বুঝিয়াছিল কোন সুযোগে তাহাকে হত্যা করিয়া সেই অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য ফ্ল্যাস কেজারের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় ফ্ল্যাস কেজারকে নিজের পশ্চাতে থাকিতে দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিল না। সাটিরা তাহাকে সুড়ঙ্গ-পথে নামাইয়া দিয়া স্যুট-কেস দুইটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। ফ্ল্যাস কেজার সাটিরার মাথায় একটি গুলী মারিয়া তাহাকে সেই সুড়ঙ্গ মধ্যেই হত্যা করিয়া টাকাগুলি লইয়া সরিয়া পড়িতে পারে, এই সন্দেহে সাটিরা তাহাকে তাহার অগ্রগামী হইতে বাধ্য করিল। ফ্ল্যাস কেজার বাতি হাতে লইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে সুড়ঙ্গ-পথে অগ্রসর হইল। সাটিরার আদেশের প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহস হইল না।

সুড়ঙ্গ-পথ সঙ্কীর্ণ; কিন্তু তাহা নীচের দিকে না গিয়া সমতল গুহার মত এক পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রায় একশত গজ দূরে তাহারা সেই গুহার অন্য প্রান্তে আর একটি দ্বার দেখিতে পাইল। ফ্ল্যাস কেজার সেই দ্বার খুলিয়া সম্মুখেই কতকগুলি সিঁড়ি দেখিল, সেই সোপানশ্রেণী উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। ফ্ল্যাস কেজার সেই সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সাটিরা ম্যাথু মার্লের নির্জ্জন বাসের গুপ্ত-রহস্য বুঝিতে পারিল। মার্ল হাউসের পশ্চাতে পথের উপর একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গলো ছিল। সুড়ঙ্গ-পথটি সেই বাঙ্গলোর একটি কক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। মার্ল প্রয়োজন বোধ করিলে ছদ্মবেশে এই সুড়ঙ্গ দিয়া রাত্রিকালে উক্ত বাঙ্গলোয় উপস্থিত হইত, এবং সেখানে তস্করদের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা স্থানে চুরী করিতে যাইত। এ রহস্য কেহই জানিত না। পল্লীবাসীরা, এমন কি, পুলিশ পর্য্যন্ত মনে করিত মার্ল কখন গৃহত্যাগ করিত না, সেই নির্জ্জন অট্টালিকায় একাকী সন্ন্যাসীর মত বাস করিত!

ডাক্তার সাটিরা বাঙ্গলোর সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল সেই কক্ষের বাতায়নের শার্শি খড়খড়িগুলি বন্ধ রহিয়াছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি কোচ ছিল; সেই কোচের উপর প্রৌঢ়া রমণীর

ব্যবহারযোগ্য একটি কৃষ্ণবর্ণ রেশমী পরিচ্ছদ, একটি কোট, একটি বনেট, এ শুভ্রবর্ণ পরচুলা, একটি পুরু অবগুণ্ঠন, ও একজোড়া বুটজুতা সজ্জিত থাক সাটিরা বুঝিতে পারিল—এই সকল ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া ম্যাথু মার্ল বুে রোডের অট্টালিকা পরিত্যাগ করিত। বাঙ্গলোর সেই কক্ষের একপ্রান্তে এক কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, খোলা ব্যাগটি খালি। সাটিরার বিশ্বাস হইল ম্যাথু মার্ল তাহার সংগৃহীত অর্থরাশি এই ব্যাগে পুরিয়া লইয়া চম্পটদানে সঙ্কল্প করিয়াছিল। জ্যাক বাওয়ার্স তাহার বখরার টাকার দাবী করিতে আসিবে—এরূপ আশঙ্কা না থাকিলে সে তাহার নিভৃত বাসগৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইত কি না—এ বিষয়ে সাটিরার সন্দেহ ছিল।

সাটিরা অস্ফুটস্বরে বলিল, "সকলই ত বুঝিলাম, কিন্তু মার্ল বহু পূর্বে পলায়ন না করিয়া তাহার দস্যুবৃত্তির সহযোগী জ্যাক বাওয়ার্সের মুক্তিলাভের সময় পর্য্যন্ত কি জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস, সে বুঝিয়াছিল জ্যাক বাওয়ার্স মুক্তিলাভ করিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বখরার টাকার দাবী করিবে। মার্ল তাহাকে হত্যা করিবার পর পলায়ন করিবে স্থির করিয়া তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে জ্যাক বাওয়ার্সকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। যদি মার্ল তাহাকে হত্যা না করিয়া পূর্বেই পলায়ন করিত তাহা হইলে জ্যাক বাওয়ার্স টাকাগুলি না পাইয়া মার্লের গুপ্তকথা পুলিশের নিকট প্রকাশ করিত; সুতরাং ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেও তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল। এই আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেই সে জ্যাক বাওয়ার্সকে হত্যা করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, সে জ্যাক বাওয়ার্সকে যথেষ্ট ভয় করিত। সে ভাবিয়াছিল জ্যাক বাওয়ার্স জীবিত থাকিলে পলায়ন করিয়াও তাহার নিষ্কৃতি নাই. জ্যাক বাওরার্স তাহার প্রাপ্য টাকার জন্ম পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিত, এবং সে যেখানেই যাউক, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিত।"

অনন্তর সাটিরা ক্ল্যাস কেজারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ কেজার, আমার বিশ্বাস, ম্যাথু মার্ল কেবল যে কৃপণ ছিল এরূপ নহে, তাহার ন্যায় বিশ্বাস-

ঘাতক নরাধম পৃথিবীতে অধিক নাই। এ বিষয়ে সে বোধ হয় আমাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল! তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চোরের উপর বাটপাড়ি করিলাম, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চল, আর আমাদের এখানে বিলম্ব করা হইবে না; ফস্ নোলান আমাদের বিলম্ব দেখিয়া হয় ত ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, এবং টেলিফোনে আমাদের সাড়া না পাইলে, আমরা কোথায় আছি কি করিতেছি তাহা বুঝিতে পারিবে না।"

সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজার যে পথে সেই বাঙ্গলোয় প্রবেশ করিয়াছিল সেই সুড়ঙ্গ-পথেই পুনর্ব্বার মার্ল হাউসে ফিরিয়া চলিল। তাহারা যেখানে মোহর ও ব্যাঙ্ক-নোটপূর্ণ সুটকেস দুইটি পাইয়াছিল—তাহা সেই স্থানেই রাখিয়া সেই ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষের বাহিরে আসিল, এবং তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া মার্লের পাকশালায় প্রত্যাগমন করিল।

সাটিরা মার্লের উপবেশন-কক্ষের দিকে যাইতে যাইতে ফ্ল্যাস কেজারকে বলিল, "প্রথমে মার্লের মৃতদেহ সমাহিত করিতে হইবে। সে এখনও জীবিত আছে কি না জানি না; তুমি যখন তাহার পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া লইয়াছিলে, তখন সে অচেতন থাকিলেও জীবিত ছিল। তুমি বড়ই ভুল করিয়াছিলে; সেই সময় তাহার মাথায় একটা ঘা মারিয়া তাহাকে শেষ করিয়া আসিলেই ভাল করিতে।"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "হাঁ, সেকথা আমার মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু যদি টাকাগুলার সন্ধান পাওয়া না যায়—তাহা হইলে সে টাকাগুলা কোথায় রাখিয়াছে তাহা তাহার নিকট শুনিয়া লইবার প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া আমি তাহাকে সাবাড় করি নাই। আপনিই ত বলিয়াছেন—আগুনে চিমটা পুড়াইয়া লাল করিয়া তাহা তাহার পাঁজরে—"

সাটিরা অধীর স্বরে বলিল, "হাঁ, হাঁ, তাহা বলিয়াছিলাম বটে, এখন আর সে কথার আলোচনায় ফল নাই; চল মার্লের সিঁড়ির ঘরে গিয়া দেখি—সে কি অবস্থায় আছে।"

সাটিরা ফ্ল্যাস কেজার সহ ম্যাথু মার্লের সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কাবোর্ডের কপাট খোলা দেখিয়া সভয়ে অস্ফুট শব্দ করিল।—যেখানে মার্ল অচেতন অবস্থায় পড়িয়া ছিল—সাটিরা তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইল না যে তার দিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল—সেই তারগুলি সেখানে পড়িয়া আছে, মার্ল বন্ধন খুলিয়া অদৃশ্য হইয়াছে—দেখিয়া সাটিরার ভয় ও দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না।

সাটিরা ফ্ল্যাস কেজারকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত পদে মার্লের উপবেশন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সেই কক্ষের সম্মুখে আসিয়াই দীর্ঘদেহ বিশাল-ভুজ মার্লকে সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিল।—মার্লের অবস্থা তখন অতীব ভয়াবহ; তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল, ক্রোধে ও উত্তেজনায় সে তখন ক্ষিপ্তপ্রায়! তাহার ধারণা হইয়াছিল পুলিশ তাহার বাড়ী ঘিরিয়া-ফেলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা জ্যাক বাওয়ার্সের মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে—এবং জ্যাক বাওয়ার্স তাহারই হস্তে নিহত হইয়াছে—ইহাও জানিতে পারিয়াছে। তাহারাই তাহাকে দণ্ডাঘাতে অচেতন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এবং তাহার বাড়ী খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছিল। ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কসের সেই দুইজন মিস্ত্রী ছদ্মবেশী পুলিশ।—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। চেতনা লাভ করিয়া সে বহু-চেষ্টায় তারের বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়াছিল—এবং একটি লৌহদণ্ড হাতে লইয়া তাহার উপবেশন-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে আততায়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে ছদ্মবেশী সাটিরাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং লৌহদণ্ড ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহা চক্ষুর নিমেষে সাটিরার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু সাটিরা সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও হতবুদ্ধি হইল না; সেই উদ্যত লৌহদণ্ড সাটিরার মস্তক স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সাটিরা মার্লের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিল। পিস্তলের শব্দ হইল না বটে, কিন্তু গুলী মার্লের মস্তকে প্রবেশ করিল। মার্ল যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই তাহার প্রাণহীন দেহ

নিপতিত হইল। সে একটু আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না। তাহার মস্তিষ্ক সেই গুলীর আঘাতে চূর্ণ হইল। মৃত্যুর পরও তাহার মুখে বিস্ময় ও ভয়ের চিহ্ন বিলুপ্ত হইল না।

সাটিরা পিস্তলটা পকেটে রাখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "নাঃ, বিপদে ফেলিল দেখিতেছি! এই সকল অসুবিধার জন্য তুমিই দায়ী কেজার! তুমি উহাকে এরকম আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়াছিলে যে, মার্ল চেতনা লাভ করিয়া সহজেই বাঁধনগুলা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। তোমার এই অসতর্কতার মার্জ্জনা নাই। উহার পকেট হইতে চাবি লইবার পর কেন উহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাও নাই; অন্ততঃ তখন উহাকে হত্যা করিলে আমাদিগকে এরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইত না। এখন এই দুইটি মৃতদেহ সতর্কভাবে সমাহিত না করিয়া আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মৃতদেহ দুইটি সমাহিত করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে, অথচ এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান; কিন্তু উপায় কি? মৃতদেহ দুইটি এভাবে ফেলিয়া রাখিয়া পলাইতে পারিব না, এবং কোন কারণেই এই শ্মশানে রাত্রিবাস করা হইবে না।"

সাটিরা মার্লের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র টেলিফোন হইতে ঝন্-ঝন্ শব্দ আরম্ভ হইল। সাটিরা তাহা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া রিসিভারটা হাতে তুলিয়া লইল; সে বুঝিল ফিস নোলান দীর্ঘকাল তাহাদের সংবাদ না পাইয়া টেলিফোনে তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে।

সাটিরা টেলিফোনে সাড়া দেওয়ার পূর্ব্বেই বহির্দ্বারে সবেগে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। সাটিরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে ফ্ল্যাস কেজারকে বলিল, "ব্যাপার কি কেজার?"

ফ্ল্যাস কেজার সভয়ে বলিল, "সদর দরজায় কে ঘণ্টা বাজাইতেছে সর্দ্দার! এ সময় সদর দরজায় কে আসিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; পুলিশ নয় ত? এখন আমি কি করিব—আদেশ করুন।"

সাটিরা সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোমার জিভটাকে দুই পাটি দাঁতের আড়ালে আটক করিয়া রাখ। তোমার এখন আর কিছুই করিবার নাই।"

অনন্তর সে রিসিভার মুখের কাছে তুলিয়া বলিল, "নোলান, তুমি? তোমার কিছু বলিবার আছে?"

ফিস নোলান আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "সর্দার, আপনি সদর দরজা খুলিবেন না, বা দরজার ফুকর দিয়া মুখ বাড়াইবেন না। রবার্ট ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মার্ল হাউসের দরজায় ঘণ্টা বাজাইতেছে, দরজা খুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্লেকের তল্পিদার স্মিথ ছোঁড়াও আছে ;আর এক জনকেও উহাদের সঙ্গে দেখিতেছি, সে আর একবার একা আসিয়া মার্ল হাউসে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নাম শুনিয়াই সাটিরা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কুৎসিত মুখ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে যাহার ভয়ে নানা-স্থানে পলাইয়া বেড়াইতেছিল, এবং অবশেষে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবার আশায় মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, যে স্থানের অস্তিত্ব ব্লেক বা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না—সেই স্থানেই তাহারা তাহার সন্ধান করিতে আসিয়াছে? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? সাটিরা ভাবিল, "আমি এখানে লুকাইয়া আছি, এ সংবাদ উহাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় উহারা জ্যাক বাওয়ার্স ও মার্লের সন্ধান লইবার জন্ত এখানে আসিয়াছে ; কিন্তু তাহা হইলেও আমার বিপদের আশঙ্কা অল্প নহে। রবার্ট ব্লেকের ও আমার মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ গজের অধিক নহে। একটা দরজা ও আঠার ফিট উচ্চ ইটের প্রাচীর মাত্র যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অতিক্রম করা উহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।"—সাটিরা দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহার মানসিক উদ্বেগ কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হইল না।

সাটিরা সহজস্বরে বলিল, "নোলান, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি আজ কাহারও সহিত দেখা করিব না—এ বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। রবার্ট ব্লেক এখানে আমার সন্ধান পাইবে না—তা সে যত বড় গোয়েন্দাই হউক। যখন তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে—তখনই তাহার গোয়েন্দাগিরির অবসান হইবে, কারণ আমিই তাহার যম। তুমি সকল দিকে সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিবে,

এবং যদি নূতন কোন বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝিতে পার—তাহা হইলে আমাকে তাহা অবিলম্বে জানাইবে।”

সাটিরা রিসিভার রাখিয়া সেই কক্ষের খাটিয়ার একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া বসিল, এবং দুইটিপ নস্য গ্রহণ করিয়া নাক ঝাড়িল। সে ভাবিল রবার্ট ব্লেক যদি কোন কৌশলে সেই মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়—এবং জ্যাক বাওয়াসের ও ম্যাথু মার্লের মৃত দেহ দেখিতে পায়—তাহা হইলে সে কি মনে করিবে?—মনে যাহাই করুক—তাহাকে দেখিবামাত্র গুলী করিয়া মারিবে। যদি ধরা দিতে হয় তাহা হইলে ব্লেককে হত্যা না করিয়া ধরা দিবে না—ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল।

সাটিরার আদেশে ফ্ল্যাস কেজার মুখ বুঁজিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ভয়ে তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। তাহার অবস্থা দেখিয়া সাটিরা মনে মনে বলিল, “বেটা পাতি চোর, ভয়েই কাঁপিয়া মরিল! এই অপদার্থগুলা মরিবার পূর্ব্বেই মরিয়া থাকে; অথচ ইহাদেরই সাহায্যে আমাকে লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছে! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য।”—অনন্তর সে ফ্লাস কেজারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বাহিরের দরজায় ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, উহা শুনিয়া যদি তোমার মনে আতঙ্ক হইয়া থাকে—তাহা হইলে কানে তুলা গুঁজিয়া ঐ কোণে বসিয়া থাক। ও সকল শব্দ কানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। রবার্ট ব্লেক আর আমাদের হিতৈষী বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দরজায় আসিয়া সোরগোল করিতেছে, এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং কোন রকম সাড়া দেওয়া চলিবে না, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।”

সাটিরার কথা শুনিয়া ফ্ল্যাস কেজারের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। সে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “কি বলিলেন? রবার্ট ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই দরজায় আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে? এ সংবাদ শুনিয়াও আপনি স্থির হইয়া বসিয়া আছেন সর্দ্দার! না, আমাদের আর প্রাণরক্ষার আশা নাই, তাহারা কোন কৌশলে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেই, তাহার পর এই দুইটি মৃতদেহ দেখিলেই—কি করিবে সে কথার আলোচনা নিষ্ফল! এখনও সময় আছে সর্দ্দার! নুন সেই সুড়ঙ্গ-পথে এই

মুহূর্ত্তেই মরিয়া পড়ি। ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াইয়া মরিবার সাহস আমার নাই সর্দ্দার, এ কথা স্বীকার করিতে আমি লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না।”

স্যাটিরা মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াইয়া তোমাকে মরিতে হইবে না—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার; তবে তোমার মত কাপুরুষের ঐ রকম পুরস্কারই প্রার্থনীয় বটে। উহারা আমাদের সন্ধানে এখানে আসে নাই, আমার বিশ্বাস উহারা জ্যাক বাওয়ার্সের সন্ধান লইতে আসিয়াছে। জ্যাক বাওয়ার্স দুই একদিন পূর্ব্বে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাকে কারাগার ত্যাগ করিতে দেখিয়া পুলিশ গোপনে তাহার অনুসরণ করিতেছিল। পুলিশের সন্দেহ, উহার সঙ্গে যে চোর ক্লার্কেনওয়েলের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা চুরী করিতে গিয়াছিল, টাকাগুলি তাহার কাছেই আছে,—কিন্তু পুলিশ তাহার নাম জানিতে পারে নাই। জ্যাক বাওয়ার্স মুক্তিলাভ করিয়া তাহার প্রাপ্য বখরা আদায় করিতে তাহার সেই সহযোগীর আড্ডায় যাইবে—এইরূপ অনুমান করিয়া পুলিশ উহাকে চক্ষুর আড়ালে যাইতে দেয় নাই। তাহারা জানিতে পারিয়াছে জ্যাক বাওয়ার্স মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছে। এই জন্যই তাহারা মার্ল হাউসের দরজায় আসিয়া সোরগোল করিতেছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক লুঠের টাকা এখানে আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই; বিনা প্রমাণে তাহারা জোর করিয়া এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, সে অধিকার তাহাদের নাই। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে সকল কাজ শেষ করিতে পারি।”

বহির্দ্বারের ঘণ্টা কয়েক মিনিট অবিশ্রান্ত ভাবে ঢং ঢং শব্দে বাজিয়া অবশেষে নীরব হইল। তাহার প্রতিধ্বনি শূন্যে বিলীন হইলে মার্ল হাউস নিস্তব্ধ হইল। সেই সুগভীর নিস্তব্ধতা ডাক্তার সাটিরা ও ফ্ল্যাস কেজারের অসহ্য হইয়া উঠিল। ফ্ল্যাস কেজার দুই হাতের আঙ্গুল মুচড়াইতে মুচড়াইতে অধীর ভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিল। সাটিরা স্থির ভাবে বসিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। হঠাৎ টেলিফোন ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সাটিরা উঠিয়া গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইল এবং কোন নূতন সংবাদ পাইবার আশায় উৎসাহ ভরে বলিল, "হ্যাল্লো, তুমি কি নোলান?"

টেলিফোনে যে উত্তর আসিল তাহা অত্যন্ত সক্ষিপ্ত। কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু তাহা ফিস্ নোলানের কণ্ঠস্বর কি না সাটিরা তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই কণ্ঠস্বর অপরের, এরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া ধারণা না হওয়ায় সাটিরা অসঙ্কোচে বলিল, "তুমি কি নোলান? তুমি সম্মুখের বাড়ীর দেউড়ির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছ ত? ধূর্ত্ত গোয়েন্দা ব্লেকের সংবাদ কি? সে কি এখনও এই বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিতেছে না নিরাশ হইয়া সদলে চলিয়া গিয়াছে?"

সাটিরা টেলিফোনে এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইল না। নোলান তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে সাটিরার প্রবৃত্তি হইল না; অথচ নোলান সম্পূর্ণ নির্ব্বাক। সাটিরা ইহার কারণ স্থির করিতে পারিল না। তাহার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইল; তাহার মনে হইল—নোলানের পরিবর্ত্তে অন্য কোন লোক টেলিফোনে সাড়া দিয়াছে না কি? নোলানকে কথা বলিতেছে মনে করিয়া ঐ কথাগুলি বলিয়া তাহার মনে অনুতাপ হইল। কথাগুলি যদি অন্য কোন লোকের কর্ণগোচর হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে বুঝিয়া সাটিরার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল, কিন্তু তখন এই সাংঘাতিক ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল না।

সাটিরা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিল, "কি সাংঘাতিক ভুল করিয়া বসিলাম! এখন মনে হইতেছে টেলিফোনে যাহার সাড়া পাইয়াছিলাম—সে নোলান নহে; সে গোয়েন্দা ব্লেক! পুলিশ সন্দেহক্রমে নোলানের দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহার পর তাহার দোকানের তেতালায় উঠিয়া টেলিফোনে সাড়া দিয়াছে। সম্ভবতঃ ব্লেককেই আমার প্রশ্নের

পারিয়াছিলাম, তথাপি সতর্ক হই নাই; কি সাংঘাতিক ভ্রম! আমার বিশ্বাস, ব্লেক পুলিশ লইয়া শীঘ্রই এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবে, মার্ল হাউস 'খানাতল্লাস না করিয়া তাহারা ফিরিবে না।"

অনন্তর সাটিরা ফ্ল্যাস কেজারকে বলিল, "কেজার, তোমার কথাই সত্য। আমরা অবিলম্বে এই বাড়ী হইতে পলায়ন না করিলে আমাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে। এখানে বিলম্ব করিলে আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না; কিন্তু এখান হইতে কোথায় পলায়ন করিব—তাহা ত স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি টেলিফোনে নোলানকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না।—ইহা ভাল লক্ষণ নহে। টেলিফোন তাহার হাতে থাকিলে সে নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নের উত্তর দিত।"

সাটিরার কথা শুনিয়া ফ্ল্যাস কেজারের আতঙ্ক শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; সে সভয়ে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "চুলোয় যাক্ নোলান।—তাহার কি হইল না হইল সে কথা চিন্তা করিয়া লাভ কি? আমরা এখন কিরূপে আত্মরক্ষা করিব—তাহারই উপায় স্থির করি। অতগুলা টাকা সঙ্গে লইয়া পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া সরিতে পড়িতে হইবে, অথচ আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গোয়েন্দা ব্লেক আমাদিগকে মহা বিপদে ফেলিল দেখিতেছি! এখানকার কাজ শেষ করিয়া শীঘ্র সুড়ঙ্গের ভিতর চলুন সর্দ্দার! সুটকেশ দুটো সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।"

সাটিরা কোন কথা না বলিয়া ম্যাথু মার্লের মৃতদেহ সেই কক্ষের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল, এবং তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া পিস্তলটি তাহার হাতে এ ভাবে রাখিয়া দিল যে, মিঃ ব্লেক অথবা যে কেহ প্রথমে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবেন, তিনিই মনে করিবেন সে কোন কারণে আত্মহত্যা করিয়াছে; কেহ তাহাকে হত্যা করে নাই। সাটিরার পকেটে যে পিস্তলটি ছিল—তাহাতে টোটা থাকিলেও পিস্তলটি বাহির করিয়া সে একবার পরীক্ষা করিল, তাহার পর তাহা পকেটে রাখিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল। মার্ল হাউসে নিরাপদে বাস করিতে পারিবে পুলিশ তাহার সন্ধান পাইবে না—এই আশায় অল্পকাল পূর্ব্বেও সে

নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার সকল আশা শূন্যে বিলীন হইল।—মিঃ ব্লেক সেখানেও তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, সেখানে থাকিলে তাহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই—এ কথা চিন্তা করিয়া সে আহত অজাগরের ন্যায় ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। ফ্ল্যাস কেজার নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

সাটিরা পশ্চাতে চাহিয়া কেজারকে দেখিতে পাইল; সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেজার, তুমি আমার আগে আগে চল। গুদামে প্রবেশ করিয়া আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল।"

ফ্ল্যাস কেজার সাটিরার আদেশে পূর্ব্বোক্ত ভূগর্ভস্থ গুদামে প্রবেশ করিল। সাটিরা তাহার অনুসরণ করিয়া গুদামে উপস্থিত হইল এবং দুই হাতে নোট ও স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ সুটকেশ দুটি তুলিয়া লইল। ম্যাথু মার্ল পলায়নের সম্বন্ধে যে সকল যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা তাহার পলায়নের কিরূপ অনুকূল হইবে বুঝিয়া সাটিরা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইল। সে ফ্ল্যাস কেজারকে বলিল, "তুমি এখান হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে—তাহা স্থির করিয়াছ ত? আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের উভয়কে ভিন্ন পথের পথিক হইতে হইবে। তাহার পর আবার কত দিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইবে, আর কখন দেখা হইবে কি না তাহা কি করিয়া বলিব?"

ফ্ল্যাস কেজার সবিস্ময়ে সভয়ে বলিল, "আমাদিগকে ভিন্ন পথের পথিক হইতে হইবে? ভবিষ্যতে কখন আপনার সহিত আমার দেখা হইবে কি না বলিতে পারেন না—এ সকল কি কথা সর্দ্দার! আমি ত আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি উদ্দেশ্যে ও কথা বলিলেন?"

সাটিরা অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আমার কথা অত্যন্ত সরল, তাহার অর্থ বুঝিতে ত কোন কষ্ট নাই। আমি তোমাকে তোমার পথ দেখিতে বলিতেছি।"

ফ্ল্যাস কেজার সাটিরার কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "আমাকে পথ দেখিতে বলিতেছেন? আমি আপনারই হিতের জন্য সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিলাম। আপনাকে নিরাপদে রক্ষা করিবার

জন্য আমি চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে গোয়েন্দা ব্লেক এখানে আপনার সন্ধান পাইয়াছে, ধরা পড়িবার ভয়ে আপনি গুপ্তপথে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনার জন্যই আমার এই বিপদ—এসময় আমাকে পরিত্যাগ করা কি আপনার কর্ত্তব্য ?"

সাটিরা শুষ্কস্বরে বলিল, "তুমি আমার অনুচর। তুমি তাঁবেদার, আমি সর্দ্দার। তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিয়াছ; আমার কি কর্ত্তব্য—সে সম্বন্ধে তোমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার মত পাতি চোরের সংস্রবে থাকায় বৃটিশ মিউজিয়মে পুলিশের কাছে আমাকে ধরা পড়িতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এবং বুদ্ধি-কৌশলে সে যাত্রা অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম্। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে পুনর্ব্বার হয় ত আমাকে ধরা পড়িতে হইবে। তুমি কি মনে কর আমি বিপন্ন হইবার জন্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইব ? না, সে আশা তুমি ত্যাগ কর। যাহাদের আত্মরক্ষার শক্তি নাই, তাহাদের সংসর্গে বাস করা আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ বলিয়াই মনে করি।"

ফ্ল্যাস কেজার ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিল, "পুলিশের তাড়ায় যখন এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন পাতি চোরের সাহায্য গ্রহণ করিতে আপনার সঙ্কোচ হয় নাই; এখন আমাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিতে আপনার কুণ্ঠা নাই! এখন আমি আপনার অবজ্ঞার পাত্র! আমাকে ত্যাগ করিয়া পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দেওয়া যদি আপনার সুসাধ্য হয়, এবং আপনি গোপনে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে পারেন—তাহা হইলে আমি আপনার সঙ্গে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিব না। পুলিশ আমাকে কোন কৌশলে গ্রেপ্তার করিয়া যদি আপনার সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমি তাহাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না—আমার একথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন; কিন্তু আমরা উভয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া মার্লে'র এই চোরকুঠুরীতে যে অর্থরাশি হস্তগত করিয়াছি, তাহাতে আমার বখরা আছে ইহা আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই বখরার টাকা আমাকে দিয়া আপনি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন।"

ফ্ল্যাস কেজারের কথা শুনিয়া সাটিরার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া অচঞ্চলস্বরে বলিল, "তোমার বখরা! হাঁ, তুমি চুরী ডাকাতিতে অনেকবার আমাকে সাহায্য করিয়াছ বটে, সে জন্ত তুমি লুঠের মালের বখর পাইতে পার; কিন্তু আমার অনুচর তুমি একা নহ, তোমার মত অনেকেই আমার আদেশ পালনের জন্ত যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে, স্ব স্ব জীবন বিপন্ন করিয়াছে। তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাকে বখরার টাকা দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। আমার আরব্ধ কাজ এখনও শেষ হয় নাই। দলের সকলে যখন বখরা পাইবে—সেই সময় তুমিও পাইবে—তাহার পূর্ব্বে নহে।"

ফ্ল্যাস কেজার একথা শুনিয়া ক্রোধে ক্ষোভে বিচলিত হইল; কিন্তু সাটিরা তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া সুটকেশ দুটি দুই হাতে লইয়া সুড়ঙ্গ-পথে অগ্রসর হইল। ফ্ল্যাস কেজার তখনও তাহার সম্মুখে ছিল; সে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সর্দ্দার, আমরা সদলে আপনার আদেশ পালন করিয়া যে সকল টাকা মোহর হীরা জহরত লুঠ করিয়া আনিয়াছি—তাহার বখরা ত এখন চাহিতেছি না; সে বখরা অন্ত সকলকে যখন দিবেন—আমাকেও সেই সময়ে দিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু মার্ল হাউসে যাহা পাওয়া গিয়াছে—তাহার সহিত দলের অন্ত কাহারও সম্বন্ধ নাই। এই টাকার বখরা এখন আমাকে দিতে হইবে; আপনি তাহা না দিলে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিব না, আপনি যেখানে যাইবেন—আমিও সেইখানে যাইব।"

সাটিরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফ্ল্যাস কেজারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "অসম্ভব! ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমি যে তাড়াতাড়ি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিব তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, কিন্তু তোমার লোকান্তরে যাইবার সময় হইয়াছে। কথাটা তোমাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি, তুমি বড়ই নাছোড়বান্দা।"

সাটিরা ফ্ল্যাস কেজারকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া দক্ষিণ হস্তের সুটকেসটি সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে নামাইয়া রাখিল, এবং চক্ষুর নিমেষে পকেট

হইতে টোটাভরা পিস্তলটা বাহির করিয়া ফ্ল্যাস কেজারের বুকে গুলী করিল। পিস্তলের শব্দ হইল না, কেবল একটি অনলশিখা ফ্ল্যাস কেজারের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল। ফ্ল্যাস কেজারের আহত দেহ সুড়ঙ্গ মধ্যে পড়িয়া রহিল। তাঁহার জীবনদীপ তখন নির্ব্বাপিত-প্রায়।

ফ্ল্যাস কেজারের হাতের বিজলি-বাতি তখনও তাহার হস্তচ্যুত হয় নাই। সাটিরা তাহার অসাড় হাত হইতে বাতিটা টানিয়া লইয়া সুটকেসটি তুলিয়া লইল, তাহার পর একাকী নিঃশব্দে সেই সুড়ঙ্গ-পথে গুপ্ত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সাটিরার সেবা করিয়া ফ্ল্যাস কেজার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিল!

দশম প্রবাহ

চৌরে গতেসতি কিমুসাবধানম্ ?

ডাক্তার সাটিরার কণ্ঠস্বর মিঃ ব্লেকের সুপরিচিত। তিনি অনেক বারই তাহা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি ফিস নোলানের তেতালার ঘরে দাঁড়াইয়া টেলিফোনে যে কয়েকটি কথা শুনিতে পাইলেন, তাহা যে সাটিরার কণ্ঠনিঃসৃত, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন।

সাটিরা যে বুরেজ রোডের অপর পার্শ্বে অবস্থিত মার্ল হাউস হইতে টেলিফোনে কথা বলিতেছিল—ইহা বুঝিতে মিঃ ব্লেকের অসুবিধা হইল না; কেবল তাহাই নহে—সেই বে-তারের দোকানের মালিক একজন দস্যু, এবং সে সাটিরার অনুচর তাহাও মিঃ ব্লেক অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের রিসিভার ধীরে ধীরে তাহার হুকের উপর নামাইয়া-রাখিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল সাটিরার প্রশ্নের উত্তর দিলে ভাল হইত, কোন উত্তর না পাইলে সেই ধূর্ত্ত দস্যুর মনে নানা সন্দেহের উদয় হইতে পারে; কিন্তু উত্তর দিতে তাঁহার সাহস হইল না। এই আকস্মিক ও অদ্ভুত আবিষ্কারে তাঁহার মন এতই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর গোপন করিয়া নোলানের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতে পারিবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ সাটিরা যদি বুঝিতে পারে—তিনিই কথা কহিতেছেন, তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তারের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ-ভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ব্যাপার কি হে ব্লেক! টেলিফোনে কে কি বলিতেছিল? কোথা হইতেই বা লোকটা কথা কহিতেছিল? নীচে বে-তারের দোকান হইতে

দোকানদারটা কোন কথা বলিল না কি? তাহার কি বলিবার আছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কোন নূতন রহস্যের সন্ধান পাইলে কি?"

মিঃ ব্লেক স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "না, নীচের দোকানদার আমাকে কোন কথা বলে নাই। বক্তা স্বয়ং সাটিরা, সে মার্ল হাউস হইতে টেলিফোনে ঐ দোকানদারটাকেই দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। হাঁ, সাটিরা নিজে! ও কি? তোমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল না কি? কুট্‌স, আমরা ঠিক পথেই আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম—তাহা নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। ডাক্তার সাটিরা, যে উপায়েই হউক, মার্ল-হাউস দখল করিয়াছে। আমরা চারিজন আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মার্ল হাউসের সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ঘণ্টা বাজাইতেছিলাম ও বাড়ীর ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিলাম—এ সংবাদও তাহার অজ্ঞাত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "শয়তান সাটিরা মার্ল হাউসে লুকাইয়া আছে! ব্লেক, তুমি স্বপ্ন দেখ নাই ত? তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর—সে ঐ বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে? ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছ? এই সুসংবাদ যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কি মজা! সাটিরা মার্ল-হাউসে আশ্রয় লইয়াছে? জ্যাক বাওয়ার্স ও ওখানে আছে নাকি? এ সকল কি ব্যাপার তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না; বুড়া মার্ল কি ঐ দলেরই একজন? এ যে বড়ই অদ্ভুত সংবাদ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও তোমার মত অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি! হয় ত দোকানদার নোলানের নিকট হইতে এ সকল সংবাদ আদায় করিতে পারিবে, কিন্তু সে সহজে কোন কথা প্রকাশ করিবে না, কারণ সে সাটিরার গুপ্তচর। আমরা মার্ল হাউসে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিলাম, এ সংবাদ ঐ নোলানই সাটিরাকে জানাইয়া সতর্ক করিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, এইবার কাজ করিবার একটা পথ পাওয়া গেল, আর আমাদের হতবুদ্ধি হইয়া মাথা চুলকাইতে হইবে না। মার্ল হাউস

খানাতল্লাসের পরোয়ানা না পাইলেও নিজের দায়িত্বে আমি সেখানে প্রবেশ করিব। স্যাটিরা মার্ল হাউসে লুকাইয়া আছে এই সংবাদই যথেষ্ট। আমি মাল হাউস ঘেরাও করিয়া যেরূপে পারি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিব।"

সেই সময় ফিস নোলান তেতালায় উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহাকে দেখিবামাত্র ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহার দুই হাতে হাতকড়ি আঁটিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিলেন না। তাহাকে বলিলেন, "তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছ বাপু! আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

ফিস নোলান ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোমরা যে বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ! কি অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করিলে শুনি? তুমি কি মুলুকের মালিক? বিনা ওয়ারেণ্টে নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতেছ, ব্যাপার কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্যাপার কি তাহা তুমি আমার অপেক্ষা ভালই জান। আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তুমি টেলিফোনে তোমাদের দলের সর্দ্দার সাটিরাকে বলিতে পার—আমরা তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাইয়াছি, আর তাহার কোন রকম চালাকি খাটিবে না। যদি সে মার্ল হাউস হইতে বাহিরে আসিয়া সহজে ধরা দিতে সম্মত না হয়—তাহা হইলে তাহাকে জীবিত বা মৃত—যে অবস্থায় পাই, গ্রেপ্তার করিব। সে ইঁদুরের খাঁচায় ঢুকিয়াছে, এবার আর তাহার নিষ্কৃতি নাই।"

ফিস নোলান আর কোন কথা বলিতে পারিল না, ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। সে বুঝিল সাটিরা টেলিফোনে কথা কহিতে গিয়াই ধরা পড়িয়াছে। এই সঙ্কট হইতে সাটিরার পরিত্রাণ লাভের কোন সম্ভাবনা সে বুঝিতে পারিল না; টেলিফোনে সাটিরাকে সতর্ক করিবার কোন উপায়ও সে দেখিতে পাইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্লেক, তোমরা সদলে আপাততঃ এখানে পাহারায় থাক, বাহির হইতে কোন লোক আসিয়া যেন ঐ টেলিফোন স্পর্শ করিতে না পারে। আমি বাহিরে গিয়া এখনই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পুলিশ-ফৌজের জন্য টেলিফোন করিতেছি; সশস্ত্র পুলিশসৈন্য অবিলম্বেই এখানে

আসিয়া মার্ল হাউস ঘিরিয়া ফেলিবে। চল হে নোলান! তোমাকে লইয়া গিয়া থানার গারদে পুরিয়া রাখি। সাটিরা ধরা পড়িলে তোমার অপরাধের বিচার হইবে। তোমার অন্য কোন অপরাধ না থাকিলেও, তুমি তাহার পলায়নে সাহায্য করিয়াছ—ইহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না।”

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া মার্ল হাউসের দেউড়ির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সাটিরা তাহার বিপদ বুঝিতে পারিলেও সেই পথে পলায়ন করিতে সাহস করিবে না—ইহা তিনি জানিতেন; কিন্তু সে জীবিত অবস্থায় ধরা দিবে না—ইহাও তাঁহার জানা ছিল। যদি মার্ল হাউস হইতে গোপনে পলায়নের জন্য কোন গুপ্ত দ্বার না থাকে—তাহা হইলে এবার আর তাহার পলায়নের কোন আশা নাই, ইহা বুঝিয়া মিঃ ব্লেক কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে সে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের উপর গুলী চালাইতে কুণ্ঠিত হইবে না; ইহার উপর যদি মার্ল ও জ্যাক বাওয়ার্স তাহার সহিত যোগদান করে, বা তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে মার্ল হাউসে নূতন কোন সাংঘাতিক ফাঁদ পাতিয়া থাকে—তাহা হইলে তাঁহাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে ভাবিয়া মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুলিশ সাটিরার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইলেও তাহাকে গ্রেপ্তার করা সহজ হইবে না ইহা তিনি জানিতেন। তাঁহাদের দলের দুই একজনকে সাটিরার গুলীতে নিহত বা আহত হইতে হইবে—এ বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সকল ব্যবস্থা শেষ করিতে বিলম্ব হইল না। কয়েক মিনিট পরে দুই জন পুলিশম্যান মার্ল হাউসের সম্মুখে আসিয়া দ্বার-রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে দশ বার জন পুলিশম্যান ছদ্মবেশে বিভিন্ন দিক হইতে বুরেজ রোডে আসিয়া মার্ল হাউস ঘিরিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরে একজন ইন্‌স্পেক্টর ও একজন সার্জেণ্ট আসিয়া মার্ল হাউসের বহির্দ্বার অধিকার করিল। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সেই পথে ক্রমশঃ বহু লোকের সমাগম হইল, এবং তাহারা কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে

লাগিল। পুলিশ হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে মার্ল হাউস ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—ইহা জানিবার জন্য পল্লীবাসীদের অনেকেই কোন কোন পুলিশ-কর্ম্মচারীকে দুই একটি প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু পুলিশ তাহাদের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিল না; অগত্যা তাহারা দর্শকগণের মধ্যে নানা প্রকার উদ্ভট জনরব ঘোষণা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, ম্যাথু মার্ল আত্মহত্যা করিয়াছে; কেহ বলিল, মার্ল পূর্ব্বরাত্রে দস্যুহস্তে নিহত হইয়াছে, কেহ বলিল, মার্লের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত, পুলিশ তাহার বাড়ী খানাতল্লাস ও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু এই জনরবের মূল কোথায় তাহা কেহই জানিতে পারিল না। অবশেষে একজন পল্লীবাসী তাহার পরিচিত একজন পুলিশম্যানের নিকট জানিতে পারিল—পলাতক ডাক্তার সাটিরা মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া আছে, পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে।—এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র পল্লীর নরনারীবর্গ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া উঠিল। নরখাদক দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র পল্লীর কোন নিভৃত অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে শুনিলে পল্লীবাসীদের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সাটিরা মার্ল হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাহাদের অবস্থাও সেইরূপ হইল। অনেকে মার্ল হাউসের সম্মুখস্থ পথ হইতে দূরে পলায়ন করিয়া সাটিরার গ্রেপ্তারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্রেজ রোড জনাকীর্ণ হইল। যাহারা সংবাদপত্রে সাটিরার অসাধারণ শক্তির কথা পাঠ করিয়াছিলেন, সাটিরা দীর্ঘকাল হইতে কি ভাবে পুলিশকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়া তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আসিতেছে—তাহা জানিত, তাহারা মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "পুলিশ মার্ল হাউস হইতে ডাক্তার সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে!—অসম্ভব! পুলিশ মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়া দেখিবে—সাটিরা অদৃশ্য হইয়াছে, যাদুকর সাটিরা হাওয়ায় মিশিয়া গিয়াছে! পুলিশের গুলী তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে কোথায় উড়িয়া যায়"—ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে ইন্স্পেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,

"সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিয়াছি। আর দুই মিনিটের মধ্যেই আমরা মার্ল হাউসে প্রবেশ করিব। স্মিথ, তুমি এখন এখানেই পাহারায় থাক, আমাদের সঙ্গে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিতে পারিবে না শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইও না; আমরা সেখানে খানা খাইতে যাইতেছি না। সাটিরা তোমাকে বেশ চেনে, যদি সে তোমাকে দেখিয়া গুলী করে—তাহা হইলে তোমার পঞ্চত্ব লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না। সেভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কোন লাভ নাই, এখানে থাকিয়াই তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ জানিতে পারিবে।"

কিন্তু স্মিথ মিঃ ব্লেককে ছাড়িয়া সেই তেতালায় থাকিতে সম্মত হইল না। টমাস ফিলিপ্‌সকেও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্মিথের নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলে সে বলিল, "মামার কি হইল—তাহা আমাকে জানিতেই হইবে। আমি তাঁহার সন্ধান লইতে আসিয়াছি, আমি নিশ্চয়ই মার্ল হাউসে প্রবেশ করিব। যদি তিনি মার্ল হাউসে নিহত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমি তাঁহার মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিব। আপনার আদেশে আমি এখানে থাকিতে সম্মত নহি।"

ক্রমে সেই স্থানে বহুসংখ্যক পুলিশের সমাগম হইল। জনতা এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, মার্ল হাউসের সম্মুখস্থ পথে বহুদূর ব্যাপিয়া নরমুণ্ডের স্রোত বহিতে লাগিল! পুলিশ কর্তৃক শৃঙ্খলিত সাটিরাকে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে সহস্র সহস্র লোক সেই দিকে আসিতে লাগিল। তাহাদের গতিরোধ করা পুলিশের অসাধ্য হইল।

মার্ল হাউসের বহির্দ্দেশে এইরূপ বিপুল জন সমাগম, অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশের হানা, কিন্তু যাহারা মার্ল হাউসের অভ্যন্তরে ছিল—তাহারা এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিল না। মার্ল হাউসের দোতালার কোন কক্ষ হইতেই উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালস্থিত বুরেজ রোড দৃষ্টিগোচর হইত না।

একজন পথিক তাহার একটি বন্ধুকে বলিল, "ঐ দেখ গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক, উনি সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এখনই বোধ হয় মার্ল হাউসে প্রবেশ করিবেন।"

আর একজন বলিল, "ঐ যে মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ। উহাদের

দু'জনকেই সাটিরা চেনে। উহাদিগকে দেখিলেই সে গুলী করিবে। সাটিরা কি সহজে ধরা দিবে ?—তাহার গুলীতে অনেকেরই প্রাণ যাইবে।"

দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী সুদীর্ঘ লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া মার্ল হাউসের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মুখ গম্ভীর, অধরোষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার চিহ্ন পরিস্ফুট। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মার্ল হাউসে প্রবেশ করিলে সহজে নিস্তার লাভ করিতে পারিবেন না, সাটিরার অব্যর্থ গুলীতে তাঁহাদের ইহজীবনের অবসান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্ত্তমান। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিলেন, তাহার পর তাঁহাদিগকে কার্য্যারম্ভের জন্য ইঙ্গিত করিবামাত্র তাঁহারা তাঁহাদের হস্তস্থিত লৌহদণ্ড দ্বারা দ্বার-সন্নিবিষ্ট পূর্ব্বোক্ত বাতায়নে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিলেন; সেই আঘাতে দুই এক মিনিটের মধ্যেই বাতায়নটি চূর্ণ হইল, তখন একজন কর্ম্মচারী সেই ফুকর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত পরে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিলে মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বাহির হইতে ধাক্কা দিতেই প্রকাণ্ড দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক সর্ব্বপ্রথমে মার্ল হাউসের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সেই আঙ্গিনা হইতে অট্টালিকা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানটি নানাপ্রকার লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে যে সকল বৃক্ষ ছিল—তাহাদের নিবিড় পত্ররাশিতে অট্টালিকাটি এভাবে সমাবৃত যে, সেই অট্টালিকায় আলো ও বাতাশ প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। বৃষ্টির জলে আঙ্গিনায় পুঞ্জীভূত শুষ্ক বৃক্ষপত্রগুলি ভিজিয়া ও চারি দিকের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ নিঃসারিত হইতেছিল যে, সেই দুর্গন্ধে মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের বমনোদ্রেক হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ডাকাতের আড্ডার মত স্থান বটে! কিন্তু আমরা যে হঠাৎ গিয়া শয়তানটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিব সে আশা নাই। সাটিরা ও তাহার সঙ্গীরা নিশ্চয়ই দরজা খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইয়াছে, বোধ হয় কোথাও সতর্কভাবে বসিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সাটিরা সশস্ত্র থাকিলে সে আরও কয়েক জনকে খুন না করিয়া ধরা দিবে না; কিন্তু এবার তাহার গলায় ফাঁসের দড়ি আঁটিয়া বসিবে—এ কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলিতে পারি! তোমার কি মনে হয় ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আমাদিগকে সম্মুখে দেখিলে সে কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহাকে এই অট্টালিকায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার দলে অন্য লোকও আছে, তাহারা সশস্ত্র থাকিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা আমাদের দুইজনের পক্ষে সহজ হইবে না।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "আরও ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ আমাদের অনুসরণ করিতেছে। বাড়ীর চারি দিকেই পুলিশ-প্রহরীরা বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া পাহারা দিতেছে। ইঁদুর কলে পড়িয়াছে, পলাইবার উপায় নাই।"

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুট্স সহ ঘরে উঠিয়াই সম্মুখস্থ দ্বার খোলা দেখিলেন। মিঃ ব্লেক মনে করিলেন সাটিরা কোন দুরভিসন্ধিতে ঐ ভাবে দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে। তিনি পিস্তল হাতে লইয়া অত্যন্ত সতর্ক ভাবে হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইন্স্পেক্টর কুট্সও সেই ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

একতালার কোন কক্ষেই তাঁহারা জনমানবের সাড়া পাইলেন না, প্রত্যেক কক্ষই ধূলা ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ; কোন কোন কক্ষে জীর্ণ অব্যবহার্য্য আসবাব-পত্র। অবশেষে তাঁহারা মার্লের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সাটিরারই অনুষ্ঠিত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন তাঁহাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান। যেখানে সেরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল সেখানে তাঁহারা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া অন্যায় করেন নাই।

তাঁহারা দেখিলেন সেই কক্ষের মেঝের উপর রাশি রাশি পুস্তক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; দেওয়ালের সহিত যে লোহার সিন্দুকটি গ্রথিত ছিল তাহার দ্বার উদ্ঘাটিত। সেই সিন্দুকের সম্মুখে মেঝের উপর একটি মৃতদেহ নিপতিত; তাহার ললাট পিস্তলের গুলীতে বিদীর্ণ হওয়ায় মস্তিষ্ক চূর্ণ হইয়াছিল।

টমাস ফিলিপ্‌স মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল; সে সেই মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে সভয়ে মিঃ ব্লেকের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মিঃ ব্লেক, উনিই আমার মামা! আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম এখানে আসিয়া মামা বিপদে পড়িয়াছেন, হয় ত নিহত হইয়াছেন। আমার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। হায় হায়! আপনার সাহায্য লইয়াও মামার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, এ লোকটা জ্যাক বাওয়ার্স-ই বটে, অনেক দিন পরে দেখিলেও আমি উহাকে চিনিতে পারিয়াছি। উহার দাঁত সোনা দিয়া বাঁধানো ছিল। তা ছাড়া উহার গালে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন ছিল; তাহা ঠিক মিলিয়া গিয়াছে।—কিন্তু কে উহাকে গুলী করিয়া মারিল? সাটিরা না ম্যাথ্ মার্ল?"

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত লোহার খাটিয়ার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই দিকে চাহিয়া একজন বিশালদেহ বৃদ্ধের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তাহার ললাটে গুলী প্রবেশের চিহ্ন; তাহার এক হাত পাশে ঝুলিতেছিল, অন্য হাতে একটি পিস্তল, পিস্তলটি তাহার কোলের উপর পড়িয়া থাকিলেও তাহা তাহার হাতের ভিতর গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দেখিলেই মনে হইত নিজের ললাটে গুলী বিদ্ধ করিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে, এবং এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে যে, পিস্তলটি তাহার হাতেই রহিয়া গিয়াছে!

স্থানীয় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর সেই কক্ষে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই মৃতদেহটি দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটাই ম্যাথ্ মার্ল। ইহারও মৃত্যু হইয়াছে! আত্মহত্যা বলিয়াই মনে হইতেছে। অনুমান হইতেছে মার্ল জ্যাক বাওয়ার্সকে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু মার্ল জ্যাক বাওয়ার্সকে কি কারণে হত্যা করিল, আর কি ভাবিয়াই বা আত্মহত্যা করিল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমার বিশ্বাস উহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ

হইয়াছিল। জ্যাক বাওয়ার্স ক্লার্কেনওয়েল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা চুরী করিয়া আট বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল। সে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে সেই অপহৃত অর্থরাশি ম্যাথু মার্লের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। মার্ল টাকাগুলি লইয়া নিরাপদে মার্ল হাউসে উপস্থিত হইয়াছিল, পুলিশ তাহাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই। জ্যাক বাওয়ার্সও পুলিশের নিকট বা বিচারালয়ে তাহার নাম প্রকাশ করে নাই। সে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মার্ল হাউসে তাহার প্রাপ্য বখরা লইতে আসিয়াছিল। মার্ল তাহাকে বখরা দিতে রাজী হয় নাই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বচসা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময় মার্ল ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া জ্যাক বাওয়ার্সকে গুলী করিয়াছিল। কিন্তু মার্ল যে কি ভাবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না; সম্ভবতঃ সে ধরা পড়িবার ভয়ে, অথবা সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ব্যয়-নির্ব্বাহের আর কোন উপায় না দেখিয়াই এই কাজ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অনুমান অসঙ্গত নহে; কিন্তু তোমরা সাটিরার কথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? এই দুইটি হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার কিছুই সম্বন্ধ ছিল না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। সে যদি কোন গুপ্তপথে পলায়ন করিয়া না থাকে—তাহা হইলে এই অট্টালিকার কোন অংশে নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও সে এখানে ছিল—তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "না, সে নিশ্চয়ই পলায়ন করিতে পারে নাই। সে আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবে তুমি টেলিফোনে যাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছ—সে সম্ভবতঃ সাটিরা নহে, অন্য লোক। তোমারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। এখানে জ্যাক বাওয়ার্সেরই সহিত মার্লের বিরোধ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল; এই বিবাদের সহিত সাটিরাকে জড়াইবার উপায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার ভুল হয় নাই। সাটিরা এই কক্ষে থাকিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে টেলিফোনে সাড়া দিয়াছিল—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথার প্রতিবাদ না করিয়া সদলে সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে সাটিরাকে খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। সাটিরা সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল—তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

সাটিরার অদর্শনে হতাশ হইয়া ইন্‌স্পেক্টর ডক্ক বিরক্তিভরে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথাই সত্য। সাটিরা মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মিঃ ব্লেক টেলিফোনে যাহার সাড়া পাইয়াছিলেন—সে নিশ্চয়ই অন্য লোক, সাটিরা নহে। মিঃ ব্লেক শয়নে স্বপনে সর্ব্বক্ষণ সাটিরার কথা চিন্তা করেন বলিয়া উঁহার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল।—হালো স্মিথ! ব্যাপার কি? কোন নূতন সংবাদ আছে না কি?"

এই স্মিথ একজন কনষ্টেবল। সে ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এই বাড়ীর একটা কুঠুরীর নীচে আমরা একটা গুদাম-ঘরের সন্ধান পাইয়াছি। সেই গুদাম-ঘরে সাটিরা লুকাইয়া আছে কি না জানি না; কিন্তু আমার সেখানে একা যাইতে সাহস হইল না। যদি সাটিরা সেখানে লুকাইয়া থাকে ও আমাকে দেখিতে পায়—তাহা হইলে আমি জীবিত অবস্থায় সেই গুদামের বাহিরে আসিতে পারিব না; এই জন্য আপনাদিগকে সংবাদ দিতে আসিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর ডক্ক রাগ করিয়া বলিলেন, "যাহার প্রাণের ভয় এত অধিক, তাহার পুলিশের চাকরী ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।"—তিনি সেই গুদামের সন্ধানে চলিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, মিঃ ব্লেক প্রভৃতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর ডক্ক মেঝের নিম্নস্থিত গুদামে প্রবেশ করিয়া অদূরে একটি সুড়ঙ্গের দ্বার দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সুড়ঙ্গের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বিজলি-বাতি সুড়ঙ্গের ভিতর প্রসারিত করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ওভাবে বাতি নামাইয়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। আমি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতেছি; বাতিটা আমার হাতে দিয়া তোমরা

আমার অনুসরণ কর! কিন্তু আমি কোন বিপদে পড়িলে তোমরা আমাকে সেই স্থানে ফেলিয়া পলাইও না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিজলি-বাতিটা বাঁ হাতে লইলেন এবং দক্ষিণ হস্তে পিস্তল বাগাইয়া-ধরিয়া সুড়ঙ্গ মধ্যে নামিয়া পড়িলেন; তাঁহার সঙ্গীরা একে একে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সুড়ঙ্গ মধ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—একজন লোক উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে; তিনি তৎক্ষণাৎ বিহ্বল স্বরে বলিলেন, “কি ভয়ানক! এখানেও যে একটা লোক পড়িয়া আছে, বোধ হয় লোকটা মরিয়া গিয়াছে! দেখি, উহাকে চিনিতে পারি কি না।”

তিনি সেই ব্যক্তির মাথার কাছে গিয়া তাহাকে চিৎ করিলেন, তাহার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! এ যে ফ্ল্যাস কেজার! ব্লেক, আমার এখন মনে হইতেছে—তোমার কথাই সত্য। ফ্ল্যাস কেজারের বুকে কে গুলী মারিয়াছে! বেচারা এখনও জীবিত আছে, কিন্তু উহার জীবনের আশা নাই; ডক্স, তুমি কনষ্টেবল স্মিথকে সঙ্গে লইয়া এই সুড়ঙ্গ-পথে অগ্রসর হও, দেখ ইহার শেষ কোথায়।”

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে ফ্ল্যাস কেজারের মাথার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং তাহার মাথাটি উরুর উপর তুলিয়া লইয়া তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন। তাহার ধমনীর স্পন্দন ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছিল। তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল, এবং চক্ষুর উপর মৃত্যুচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের হাতের বিজলি-বাতির আলোক ফ্লাস কেজারের মুখে পড়িলে সে অতি কষ্টে চক্ষু উন্মিলন করিল; তাহার পর একটু কাশিয়া হাতের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে উঠিতে দিলেন না, তাহার মাথা নিজের উরুর উপর নামাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “উঠিবার চেষ্টা করিও না। তোমার এ দশা কে করিল বল।”

ফ্লাস কেজার সে কথা শুনিতে পাইল কি না সন্দেহ; সে অস্ফুটস্বরে

বলিল, "উহাকে পলাইতে দিও না। শয়তান আমাকে পলায়নের সুযোগ না দিয়াই কুকুরের মত গুলী করিল! আমি তাহার সঙ্গে পলাইতে চাহিয়াছিলাম; গুপ্তধনের বখরা চাহিয়াছিলাম—তাহার এই ফল! আমি তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, সে আমাকে খুন করিল। আমি আর বাঁচিব না; কিন্তু তাহার ফাঁসি হইয়াছে এ সংবাদ শুনিয়া যদি মরিতাম—তাহা হইলে আমার আক্ষেপ থাকিত না; শান্তিতে মরিতে পারিতাম। ওঃ, কি ক !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কে সে? কাহার কথা বলিতেছ? কে তোমাকে গুলী করিয়াছে?"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "সাটিরা। সাটিরা ভিন্ন এমন শয়তান আর কে আছে? সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িত, আমি তাহাকে এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম। তাহার এই পুরস্কার সে মার্লকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহার পর তাহার সঞ্চিত প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া চম্পট দিয়াছে। জ্যাক বাওয়ার্স ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা চুরী করিয়াছিল, সেই টাকা ও অন্যান্য স্থানে লুঠ করিয়া মার্ল যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল সমস্তই লইয়া সে পলাইতেছিল। আমি কিছু বখরা চাহিয়াছিলাম, এই অপরাধে আমাকে গুলী করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ রকম বিশ্বাসঘাতক নরপশু জগতে দ্বিতীয় নাই। মার্ল জ্যাককে হত্যা করিয়াছিল; সাটিরা মার্লকে হত্যা করিয়া চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে।"

এই সময় ইন্‌স্পেক্টর ডক্ক ও তাঁহার অনুচর ফিরিয়া আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "এই সুড়ঙ্গ দিয়া মার্ল হাউসের পশ্চাৎস্থিত একটি বাঙ্গলোয় যাওয়া যায়। সেখানে গিয়া দেখিলাম বাঙ্গলোর দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবল ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর একটা পোষাক পড়িয়া ছিল, তাহাই লইয়া আসিলাম।"

ফ্ল্যাস কেজার বলিল, "হাঁ, ঐ পোষাকেই সে মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছিল। আমিই তাহাকে ছদ্মবেশে এখানে আনিয়াছিলাম। কি কৌশলে আমরা মার্ল হাউসে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা শুনিলে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ফ্ল্যাস কেজার হঠাৎ নীরব হইল। তাহার পর একবার ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ বিকৃত করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইল।

ফ্ল্যাস কেজার সকল কথা বলিতে না পারিলেও, সে যতটুকু বলিয়াছিল তাহা শুনিয়াই মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। ফিস নোলান ও ফ্ল্যাস কেজারের সাহায্যে সাটিরা মার্ল হাউসে আশ্রয় লইয়াছিল এ বিষয়ে তাঁহাদের আর সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট বিদায় লইয়া মার্ল হাউস ত্যাগ করিলেন, এবং মার্ল হাউসের সম্মুখস্থ তেতালা হইতে স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নিরুৎসাহ-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সকল কথাই বলিলেন; তাহার পর কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সাটিরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে সে দুইটি নরহত্যা করিয়াছে, এবং প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড তাহার হস্তগত হইয়াছে। এত চেষ্টাতেও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম না, আবার সে আমাদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া পলায়ন করিল! সুতরাং দীর্ঘকাল বিশ্রাম-সুখ আমাদের ভাগ্যে নাই। পুনর্ব্বার সাটিরা আমাদিগকে বিপন্ন করিবে। শীঘ্রই আবার তাহার নূতন উপদ্রবের কথা শুনিতে পাইব।"

মিঃ ব্লেকের এই উক্তি দৈববাণীবৎ সফল হইয়াছিল; কিন্তু সাটিরা পুনর্ব্বার কি ভাবে তাঁহাদের জীবন বিপন্ন করিবে—তাহা তাঁহাদের ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। পাঠকগণ পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

সমাপ্ত